পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 356 Thursday, 20 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৫৬ সংখ্যা ❋ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

জামিন পেলেন কল্যাণময়ও!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর এবার জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ও। সিবিআই-এর করা মামলায় বুধবার তাঁকে জামিন দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তাঁর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য এবং শান্তিপ্রসাদ সিনহাও। এবার জেলমুক্তি হতে চলেছে কল্যাণময়ের। ২০১৬ সালের এসএসসি-র নিয়োগে যে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তাতে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ছিল বলে সিবিআই অভিযোগ করে। সে সময়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন কল্যাণময়। ২০১২ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডহক কমিটির প্রশাসক হন তিনি। ২০২২ সালের ২২ জুন ওই পদে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়। তারপরই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এদিকে, ইডিও কল্যাণময়ের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলাও দায়ের করে। এসবের বিরুদ্ধে কল্যাণময়ের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ওঠে,

তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির পদ জবরদখল করে রেখেছিলেন। প্রথমে ওই পদে থাকার বয়ঃসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করেছিল স্কুল শিক্ষা দফতর। তার পর ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করা হয়। অভিযোগ, কল্যাণময়ের ৬৮ বছর বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও একই বেতনে ওই পদে বহাল ছিলেন। ২০১৬ সালের এই প্যানেল, যা নিয়ে এত বিতর্ক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এক লহমায় চাকরি হারিয়েছেন ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থী, সেই দুর্নীতিতেই নাম জড়িয়েছিল কল্যাণময়ের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি তার পরীক্ষা হয়েছে, একাদশ দ্বাদশের ফলও বেরিয়েছে। কিন্তু তাতেও এখন ভেরিফিকেশনের কল পাননি যোগ্য চাকরিহারাদের অধিকাংশ। তাঁরা আজও রাজপথে। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেয়েছেন, এবার কল্যাণময়! কল্যাণময় কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।

জলপাইগুড়িতে ফের বিএলও মৃত্যুতে মমতার কাঠগড়ায় এসআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ বঙ্গে এসআইআর বা ভোটার তালিকার নিবি। সংশোধন ঘিরে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে নির্বাচন কমিশনের এই

পদক্ষেপের প্রতিবাদ করছে তৃণমূল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি শুধু ভোটার নয় দায়িত্ব প্রাপ্ত বিএলও-রাও এসআইআর-এর চাপ সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। জলপাইগুড়ির মাল বাজারে এমনই একটি মৃত্যুর ঘটনায় তিনি সরাসরি দায়ী করেছেন এই এসআইআর-এর প্রক্রিয়াকে। বুধবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মমতা নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'গভীরভাবে মর্মাহত ও দুঃখিত। আজ আবারও আমরা মাল, জলপাইগুড়িতে এক বুথ লেভেল অফিসারকে হারালাম স্মৃতি শান্তি মুনি এক্কা, একজন আদিবাসী মহিলা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, যিনি চলমান এসআইআর কাজের অসহনীয় চাপে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন।' মমতার অভিযোগ আরও তীব্র হয় যখন তিনি দাবি করেন, ''এসআইআর শুরুর পর থেকে ইতিমধ্যেই ২৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন কেউ ভয়ে, কেউ অনিশ্চয়তায়, কেউ অতিরিক্ত চাপ সামলাতে না পেরে।'' তাঁর প্রশ্ন যে কাজ তিন বছর ধরে করা হত, তা মাত্র দুই মাসে গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ কেন? ঠিক বিধানসভা ভোটের আগে, কেন এমন তড়িঘড়ি? মমতার দাবি, এতে স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তার ফল ভুগছেন সাধারণ বিএলও-রা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক মালিকদের খুশি করতে বিএলও-দের উপর পরিকল্পনাহীন ও নিরলস কাজের চাপ চাপিয়ে দিচ্ছে।' এই বক্তব্য সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। তৃণমূলের নেতারা সরাসরি অভিযোগ করেছেন এই কাজের ধরণ বিএলও-দের উপর 'মানসিক অত্যাচার'। তাদের মত, বাড়ি বাড়ি গিয়ে দস্তাবেজ যাচাই, সংশোধন, ফর্ম আপলোড সব মিলিয়ে কাজের চাপ এমনই যে বহু বিএলও ঘুম, খাবার, বিশ্রাম কিছুই ঠিকমতো পাচ্ছেন না। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের বিরোধী দলগুলি এই অভিযোগকে রাজনৈতিক নাটক বলে উড়িয়ে দিয়েছে। বিজেপির তরফে প্রতিক্রিয়া এসআইআর হচ্ছে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির একমাত্র পথ, আর তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক ভাঙার আতঙ্কেই এমন অভিযোগ তুলছে মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মানছে, হঠাৎ বাড়তি কাজের চাপ বিএলও-দের জন্য সত্যিই প্রভাব ফেলছে। অনেকেই জানিয়েছেন, সারাদিনের কাজ শেষ হতে হচ্ছে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। তারপরও পরের দিন সকালেই ফের বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে সময় নেই, বিশ্রাম নেই, আর মাঠপর্যায়ে প্রতিনিয়ত চাপ বাড়ছে।

সব মনগড়া কথা, সকলে জানেন মমতা থাকলে চাকরি হবে না শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ আজ থেকেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মোট ১৩ হাজার ৪২১ শূন্যপদের জন্য নিয়োগ হবে। কিন্তু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মনে করেন, এসব পুরোটাই মনগড়া কথা। আদতে কিছুই হবে না এবং সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানেন! বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে টেন্ডার থেকে শুরু করে এসআইআর সব ইস্যুতেই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নিশানা করেন বিজেপি বিধায়ক। সেই সময় প্রাথমিকের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''এগুলো সব মনগড়া করছে, ওদের ইচ্ছে মতো। আইপ্যাকের পরামর্শ মতো করছে। এগুলোর কোনও বাস্তবতা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে চাকরি দেবেন না সবাই জেনে গেছেন।'' বিরোধী দলনেতার সাফ বক্তব্য, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে যাবে। অর্থাৎৎ মাঝে আর ২ মাস বাকি। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা জেনে গেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের চাকরি দেবেন না। ১ লক্ষের কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিক এবং বাইরের রাজ্যে কাজ করা মানুষও বুঝে গেছেন মমতা যতদিন আছেন ততদিন বাড়ির ভাত খাওয়া হবে না। শুভেন্দুর কথায়, ''রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের সর্বনাশ আগেই করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার। এখন ১০০ দিনের কাজে ঠিকাদারদের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। এই কাজের সামগ্রী

সরবরাহকারীদের অনেককেই টাকা দেওয়া হয়নি।'' বিরোধী দলনেতার খোঁচা- পথশ্রীর নামে লুটশ্রী প্রকল্প চলছে পশ্চিমবঙ্গে। এই কারণে ঠিকাদারদের বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। স্পষ্ট বলেছেন- ঠিকাদাররা যেন এখন কাজ না নেন, কারণ নিলে টাকা পাবেন না। কিন্তু কেন টাকা পাবেন না, সেটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন তিনি। মনে করিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে যাবে। সে সময়ে তৃণমূল নেতারা ব্যস্ত থাকবেন ভোটের দৌড়ে। তাই কাজের কাজ কিছুই হবে না। ঠিকাদাররা একটাও টাকা পাবেন না। শুভেন্দু জানান, তাঁর আসল লক্ষ্য ঠিকাদারদের বাঁচানো। এদিকে এসআইআর আবহে রাজ্যে একের পর এক মৃত্যু নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু তৃণমূল সরকারকেই নিশানা করেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, কিন্তু কোথাও এমন কোনও খবর নেই। সরকারের হয়তো আত্মহত্যা রোগ হয়েছে, খোঁচা শুভেন্দুর।

রাজ্যপালের নামে একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ রাজ্যপালের সঙ্গে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাত এবার আরও একধাপ এগোল। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করলেন কল্যাণ। বুধবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১, ১৫২, ১৯২, ১৯৬ ও ৩৫৩ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবারই শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় রাজভবনের তরফে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ উস্কে দেওয়ার অভিযোগে বিএনএস-এর ১৫১, ১৫২ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার অভিযোগে

ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ১৯৭ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এবার দায়ের হল পাল্টা অভিযোগ। বিতর্কের সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন রাজভবনের অন্দরে নাকি বোমা-বন্দুক মজুত রয়েছে। এরপরই গত সোমবার বম্ব স্কোয়াড ডাকে রাজভবন। সিআইএসএফ ও রাজ্য পুলিশকে দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁজ করা হয়। এরপর মঙ্গলবার তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। অভিযোগপত্রে সি ভি আনন্দ বোসের নাম, ঠিকানা, বাবার নাম লেখা হলেও, পদটি লেখা হয়নি। শুধুমাত্র ব্যক্তি সি ভি আনন্দ বোসের নাম করেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে একাধিক ভিডিয়োর লিংক তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময় সংবাদমাধ্যমে বোস কী কী বলেছেন, সে সবও উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজভবনের তরফ থেকে একটি বিবৃতিও জারি করে বলা হয়, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকদের জন্য রাজভবন খুলে দেওয়া হবে। তাঁরা সরেজমিনে দেখতে পারবেন, আদৌ কোনও অস্ত্র বা গোলাবারুদ রাখা রয়েছে কি না। আর তারপর যদি কল্যাণের দাবি ভুয়ো প্রমাণিত হয়, তখন তাঁকে বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও উল্লেখ করে রাজভবন।

ঠিক কতটা শেষ হল কাজ? কবে শেষ হবে বাংলার এসআইআর?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ ঘরে ঘরে এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ প্রায় শেষ। ভোটারদের নাম ডিজিটাইজড করার কাজও শুরু করে দিয়েছেন বিএলও-রা। কাজের বিপুল চাপ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার মাঝেও কাজ এগোচ্ছে হু হু করে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অন্তত সে কথাই বলছে। ৯৯ শতাংশ ফর্ম বিলির কাজ শেষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হিসেব বলছে, মোট ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটার রয়েছে বাংলায়। এর মধ্যে ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়ে গিয়েছে। অর্থা সেই ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশ কাজ শেষ। এর মধ্যে ডিজিটাইজড করে দেওয়া হয়েছে এক কোটির বেশি ফর্ম। অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে ১৪.২৫ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। মাত্র ২ সপ্তাহে কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে মনে করছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের মতে, সময়ের আগেই কাজ শেষ করতে পেরেছেন কর্মীরা। নভেম্বর মাসের মধ্যেই ফর্ম বিলি ও ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কলকাতা সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় ফর্ম বিলি করা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এই বিষয়ে নতুন করে বৈঠক করে

কমিশন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল বিএলও ও ইআরও-দের সতর্ক করে দেন। তবে তৃণমূল বলছে, এই দাবি মিথ্যা। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''কাজের চাপে বিএলও-রা আত্মহত্যা করছে। আর এসি ঘরে বসে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে কমিশন। মিথ্যা কথা বলছে। ভুল কথা বলছে। কমিশনাররাই মূলত দায়ী।'' অন্যদিকে, বিজেপি বলছে, সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''আদিবাসী তফশিলি মানুষ যেভাবে সাহায্য করছেন, সহযোগিতা করছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। সর্বত্র ফর্ম বিলি হয়েছে।''

ইন্টারভিউ থেকে বাদ গেল নীতীশের নাম

অযোগ্যদের তালিকা সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রকাশ করার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ দাগি হয়েও পরীক্ষায় বসেছিলেন। এমনকি ডাক পেয়েছিলেন ভেরিফিকেশনের জন্যও। এবার সেই নীতিশরঞ্জন বর্মন ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ছেন। বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট আরও একবার কমিশনের মনে করিয়ে দিল, কোনও দাগি পরীক্ষায় বসবে না। ২০২৫-এর এসএসসি-র একাদশ দ্বাদশের ফলপ্রকাশ হতেই নীতীশরঞ্জন বর্মনের নাম খবরের শিরোনামে আসে। আরও একবার এই নাম এসেছিল শিরোনামে। কারণ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি 'দাগি'দের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতেও নাম ছিল নীতীশরঞ্জনের। সেই নীতীশই আবার ভেরিফিকেশনের জন্য ডাক পান। এই বিষয়টি আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের কাছে ফোন করে জানান নীতীশের স্ত্রী, যাঁর সঙ্গে এখন বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। আইনজীবী বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বুধবার সেই মামলার শুনানি ছিল। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি অমৃতা সিনহা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্য ছিল দাগিরা যাতে পরীক্ষায় না বসতে পারে। বিচারপতি বলেন, ''দুজন বিশেষভাবে সক্ষম হলেও, তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া যায় না।'' এক্ষেত্রে কমিশনের যুক্তি ছিল নীতীশ বিশেষভাবে সক্ষম। কিন্তু তিনি দাগি, তাই কমিশনের যুক্তি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে স্পষ্ট বলে দেন বিচারপতি। এদিন সওয়াল জবাবের সময়ে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ইন্টারভিউ লিস্টে টেন্টেড প্রার্থী রয়েছে। তিনি সেই নাম টেন্টেড প্রার্থীদের লিস্ট ধরে মিলিয়েও দেন। তখন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''কিন্তু এরাই

যে ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছে, সেটা কীভাবে বুঝলেন?'' তখন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''আমাদের এক বক্তব্য। ওয়েমার এজন্যই প্রকাশের প্রয়োজন আছে।'' কমিশনের তরফ থেকে তখন পাল্টা যুক্তি খাড়া করা হয়, এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ মামলাকারী কেউ পাশ করেনি। নীতীশরঞ্জন, নারায়না চন্দ্র, তাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম। পাশাপাশি বাকি দু'জন অর্থাৎ জয়নাল আবেদিন, দেবলীনা মণ্ডলের নামের বানান ভুল। কমিশনের দাবি, তারা দাগি নয়। কমিশনের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ''বিশেষভাবে সক্ষমদের পরীক্ষায় বসার কথা বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। বয়েসে ছাড় সহ অন্যান্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছাড়ের কথাও বলা হয়েছিল।'' তখন বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, ''অন্যান্য ছাড় মানে কি আপনি টেন্টেড প্রার্থী বসাবেন? আপনি স্বীকার করছেন এরা টেন্টেড?'' কথা প্রসঙ্গেই বিচারপতি জানতে চান, ''টেন্টেডদের তালিকা বের করেছেন?' তখন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আপনি বললে আমরা বাতিল করে দিচ্ছি। আমরা সুপ্রিম কোর্টের কথাই শুনেছি।'' তখনই নাম না করে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে বিঁধে কল্যাণ বলেন, ''কয়েকজন রয়েছেন, যাঁরা বিরক্ত করার জন্য এরকম বলেন।'' কল্যাণের দাবি, ১৮০৪ টেন্টেড রয়েছেন। তখন মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''আমরা এই তালিকার বিস্তারিত জানতে চাইছি। এই টেন্টেড কারা? তাঁদের বাবার নাম কী? কিসে আবেদন করেছিল? বিকাশের প্রশ্ন, ''স্কুল সার্ভিস কমিশনের কোনও দরকার আছে কি এগুলো লুকানোর?'' এরপরই বিচারপতি ওয়েবসাইটে টেন্টেড প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন। যারা অযোগ্য, তাদের খুজতে সুবিধা হবে। অযোগ্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন। শুধু নাম প্রকাশ করলে অনেক বিভ্রান্তি হতে পারে। তাই অযোগ্যদের নাম সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রকাশিত হলে সাধারণের মানুষের বুঝতে সুবিধা হবে। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ''আসলে এসএসসি-র প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য ছিল, যে কোনও ফাঁকেই যদি টেন্ডেডদের গলিয়ে দেওয়া যায়। তাই এই টেন্ডেডদের মধ্যে পিএইচ ক্যান্ডিডেট বাছা হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, একজন টেন্টেড যেন পরীক্ষায় না বসে। টেন্ডেড লিস্টে শুধু রোল নম্বর ও নাম রয়েছে। একই নামের ব্যক্তি বাংলার কয়েকশো রয়েছে। কী করে বাছা সম্ভব? টেন্ডেডদের তালিকা সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। আজ বিচারপতি সেই নির্দেশই দিয়েছেন।''

দক্ষ জলের ব্যবহারে বৈশ্বিক বার্তা রাষ্ট্রপতির, দেশে জলসংকট রুখতে উদ্ভাবনের ডাক

নয়াদিল্লি,১৯নভেম্বরঃনয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ষষ্ঠ রাষ্ট্রীয় জল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যে সুরে সতর্কতার বার্তা উচ্চারণ করলেন, তা শুধু অনুষ্ঠানের পরিসরেই সীমাবদ্ধ রইল না। তাঁর বক্তব্য যেন গোটা দেশের সামনে নতুন করে তুলে ধরল জলসংকটের ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা এবং সেই সঙ্গে জলের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। তিনি স্পষ্ট করে বললেন, আজকের দিনে এবং বিশেষ করে ভারতের মতো জনবহুল দেশে জলের সঠিক ব্যবহার কেবল পরিবেশগত দায়িত্ব নয়, এটি এখন বৈশ্বিক অপরিহার্যতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।রাষ্ট্রপতির কথায় উঠে আসে এক গভীর উদ্বেগ। তিনি জানান, ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম, অথচ জলসম্পদের পরিমাণ সেই অনুপাতে একেবারেই কম। এই অসমতার কারণে দেশের প্রতিটি প্রান্তে জলের উপর চাপ বেড়েছে, নেমে গেছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর, বাড়ছে কৃষিক্ষেত্রে জলাভাব, শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে পানীয় জলের সংকট। তাই এই অবস্থায় জলকে অপচয় না করে সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করাই ভবিষ্যতের একমাত্র পথ।অনুষ্ঠানে তিনি আলাদা করে উল্লেখ করেন কৃষক এবং শিল্পোদ্যোগীদের ভূমিকার কথা। তাঁর মতে, কৃষির উপর দেশের বিপুল মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। কিন্তু এখনো দেশের বহু এলাকায় পুরনো এবং জলনির্ভর সেচব্যবস্থা প্রচলিত। অতিরিক্ত জলের উপর নির্ভরশীল ফসলচক্র থেকে শুরু করে অদক্ষ অবকাঠামো-সব মিলিয়ে কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ জল নষ্ট হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি পরামর্শ দেন, কৃষকদের এমন নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে যাতে কম জলে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ড্রিপ সেচ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, কৃষিজমিতে আর্দ্রতা বজায় রাখতে উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ-এসবই কৃষিক্ষেত্রে জলের দক্ষতা বাড়ানোর প্রধান পথ বলে তিনি মনে করেন। উদ্যোগপতি ও শিল্পক্ষেত্রকেও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন তাঁদের দায়িত্বের কথা। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনেক ক্ষেত্রেই বিপুল পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয়, তার বড় অংশই পরে নষ্ট হয়।

তিনি বলেন, আজকের দিনে টেকসই উন্নয়নের যে ধারণা বিশ্বজুড়ে গুরুত্ব পাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই হবে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রকে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি, বর্জ্যজল পরিশোধন, এবং উৎপাদন পর্বে জলের অপচয় সীমিত করার মধ্য দিয়েই এগোতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। তাঁর মতে, উদ্যোগপতিরা শুধু দেশের অর্থনীতিই এগিয়ে নিয়ে যান না, তাঁরা সামাজিক দায়িত্বের অন্যতম বাহকও। ফলে জল সংরক্ষণে তাঁদের ভূমিকা দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত জরুরি।রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, জল সংরক্ষণকে আমাদের জীবনের অংশ করে তুলতে হবে। এটি কোনও আলাদা, চাপের কাজ নয়-বরং এক স্বাভাবিক নিয়ম হওয়া উচিত। তিনি মনে করিয়ে দেন, জলের অভাব তৈরি হলে তার প্রভাব শুধু কৃষি বা শিল্পেই পড়ে না, সরাসরি বিপর্যস্ত হয় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন। পানীয় জলের সংকট বাড়ে, স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, এমনকি একাধিক অঞ্চলে দেখা দেয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা। তাই জল শুধুমাত্র একটা প্রাকৃতিক সম্পদ নয় এটি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে জ়াতি।তিনি মনে করিয়ে দেন, এই সমস্যা সমাধানে শুধু সরকারি নীতি বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং সক্রিয় ভূমিকা। ব্যক্তিগত স্তর থেকে শুরু করে সমষ্টিগত পরিসর-সব ক্ষেত্রে জলের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, প্রত্যেক নাগরিকের উচিত জল ব্যবহারে সতর্ক হওয়া, অপচয় কমানো, এবং নিজেদের পরিবেশগত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া। নিজের বাড়িতে, কর্মস্থলে বা সমাজের মধ্যে জল সংরক্ষণের অভ্যাস গড়ে তোলাটাই সময়ের দাবি।রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন যে বিশ্বব্যাপী জলসংকট এখন এক চরম বাস্তবতা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন খরার প্রকোপ বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে বন্যা-ভাঙনের মতো চরম আবহাওয়ার ঘটনাও বেড়ে চলেছে। এগুলো সরাসরি জলসম্পদকে বিপর্যস্ত করছে। তাই জলের সংকট শুধুমাত্র ভারতের সমস্যা নয়, বরং গোটা বিশ্বের। তিনি জানান, এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও অত্যন্ত প্রয়োজন-কারণ জল জলবায়ুর সঙ্গে যুক্ত, এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সীমান্ত মানে না। তাই বিশ্বময় যৌথ দায়িত্ববোধ ছাড়া এই সংকটের মোকাবিলা করা অসম্ভব।বিজ্ঞান ভবনের মঞ্চে রাষ্ট্রীয় জল পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলশক্তি মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, বিভিন্ন রাজ্যের জল ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রতিনিধিরা, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, এবং সমগ্র দেশের জল সংরক্ষণে সক্রিয় ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি তুলে ধরলেন সেই মানুষগুলিকে, যারা সমাজে নিঃশব্দে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, তাঁদের কাজই ভবিষ্যতের ভারতকে আরও টেকসই করবে। তাঁদের সাফল্য দেশের সামনে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ানো উচিত।তিনি আরও বলেন, আজকের তরুণ প্রজন্মকে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ধারণা তরুণরাই সবচেয়ে দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে। তাই জল সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহার, স্মার্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট -এসব ক্ষেত্র তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে এবং দেশের ভবিষ্যতকে আরও সুসংহত করবে। তাঁর মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জলব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে আগামী প্রজন্ম পরিবেশের প্রতি আরও দায়িত্ববান হয়ে ওঠে।রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তৃতার শেষে এক আবেগপূর্ণ বার্তা দেন। তিনি বলেন, পৃথিবী আমাদের কাছে শুধু বাসস্থান নয়-এটি আমাদের ভবিষ্যতের ভরসা। তাই পৃথিবীর সম্পদকে রক্ষা করা মানে আমাদের ভবিষ্যতকে রক্ষা করা। জল সেই সম্পদের অন্যতম মূল ভিত্তি। জল ছাড়া কৃষি নেই, শিল্প নেই, সভ্যতা নেই। তাই জল সংরক্ষণ কোনো বিকল্প নয়-এটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের মানুষ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্তরে জল সংরক্ষণে আরও সচেতন হবেন। সরকারি সংস্থাগুলি নতুন উদ্যোগ নেবে, কৃষক ও শিল্পোদ্যোগীরা প্রযুক্তি নির্ভর সমাধানের দিকে আরও ঝুঁকবেন। তিনি বিশ্বাস করেন, জল সম্পদের দক্ষ ব্যবহারকে যদি দেশের উন্নয়ন নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা যায়, তবে বিশ্বমঞ্চে ভারত টেকসই উন্নয়নের আদর্শ হয়ে উঠতে পারবে।রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্য গোটা দেশবাসীর সামনে জলসংকটের ভবিষ্যৎ বিপদের পাশাপাশি সম্ভাবনার দিকটিও স্পষ্ট করে তুলে ধরল। তাঁর বক্তব্য শুধু সতর্কবার্তা নয়, বরং এক নতুন দিশা-যা দেশকে জলনির্ভর সংকট থেকে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাঁর আহ্বান ছিল একটাই-জল হোক সংরক্ষণের, দায়িত্বের, এবং সচেতনতার প্রতীক। কারণ দক্ষতার সঙ্গে জলের ব্যবহার কেবল আজকের দায়িত্ব নয়, এটি আগামী প্রজন্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথ।

রানি লক্ষ্মীবাঈকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অমিত শাহ-র

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ঃ রানি লক্ষ্মীবাঈ মাতৃভূমির সুরক্ষাকে তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য করে তুলেছিলেন। বুধবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানি লক্ষ্মীবাঈ-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, তিনি তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবকে রূপদানে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর বীরত্ব, অতুলনীয় সাহসিকতা এবং বীরত্বের মাধ্যমে তিনি কূটনৈতিক এবং যুদ্ধক্ষেত্র উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটিশদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত তাঁর বীরত্বগাথা পড়া এবং মাতৃভূমির প্রতি ত্যাগ ও নিষ্ঠার জন্য তা থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া। কৃতজ্ঞ দেশের পক্ষ থেকে, আমি মহান যোদ্ধা রানি লক্ষ্মীবাঈকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম জানাই।

বছরের শেষ ম্যাচে জয় পেল না ব্রাজিল

প্যারিস, ১৯ নভেম্বর ঃবছরের শেষ ম্যাচে জয় পেল না পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। আগের ম্যাচে সেনেগালকে ২-০ গোলে হারালেও মঙ্গলবার তিউনিসিয়ার সঙ্গে তাদের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। তবে এই ম্যাচে জয় পেতে পারতো ব্রাজিল। কারন, পাকেতার পেনাল্টি মিসের কারণে জয় থেকে বঞ্চিত হয় তারা।ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য ছিল ব্রাজিলেরই, কিন্তু আক্রমণগুলো ধারাল ছিল না। ২৩ মিনিটে গোলও হজম করে তারা। গোলটি করেন হাজেম মাস্তুরি।পিছিয়ে পড়ার পর প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়ান ভিনিসিউস-রদ্রিগোরা। গোল আসে বিরতির আগেই। ৪৪ মিনিটে সমতায় ফেরে আনচেলত্তির দল।

বিচারের নামে প্রহসন কবে বন্ধ হবে বাংলাদেশে, প্রশ্ন তসলিমার

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ বিচারের নামে প্রহসন কবে বন্ধ হবে বাংলাদেশে? এই প্রশ্ন তুলেছেন দেশত্যাগী সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন।আদালতের বিচারে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা ঘিরে উত্তাল বাংলাদেশ। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ব্যক্তি বিশেষে ন্যায়-অন্যায়ের পৃথক বিচারকেই কাঠগড়ায় তুললেন হাসিনা জমানায় অত্যাচারিত তসলিমা।ফেসবুকে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ' যে-কাজকে ইউনুস এবং তার জিহাদি বাহিনী অন্যায় বলে ঘোষণা করেছে, সেই একই কাজ তারা অর্থা ইউনুস এবং তার জিহাদি বাহিনী যখন করছে, তখন সেই কাজকে তারা ন্যায় বলে ঘোষণা করছে!'তসলিমা লিখেছেন, কেউ নাশকতামূলক কাজ করলে তাকে গুলি করার নির্দেশ দিয়ে বর্তমান সরকার তো নিজেকে অপরাধী বলছে না। তাহলে গত বছর জুলাই মাসে নাশকতামূলক কাজ করলে তাকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে হাসিনাকে কেন অপরাধী বলে গণ্য করা হচ্ছে?জুলাইয়ের যে সন্ত্রাসীরা নাশকতামূলক কাজ করেছে, মেট্রোয় আগুন দিয়েছে, স্নাইপার দিয়ে মানুষ মেরেছে, পুলিশ জবাই করেছে, তাদের কেন বিচার হবে না?প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনা ও তকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ফাঁসির সাজার বিরোধিতা করেছে আন্তর্জাতিক মহলের একটা বড় অংশ। মানবতা বিরোধী অপরাধীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে এভাবে সর্বোচ্চ সাজা ঘোষণার বিষয়টিকে বিচারের নামে ইউনুস সরকারের চূড়ান্ত প্রহসন বলেই মনে করছে সচেতন নাগরিক মহল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ইন্দিরা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।এক্স-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ঃপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জি-র জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।এদিকে, সংসদ ভবন চত্বরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা শ্রদ্ধা জানান। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং অন্যান্য নেতারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।উল্লেখ্য, এর আগে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীতে বুধবার সকালে নয়াদিল্লির শক্তিস্থলে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বইন্দিরা গান্ধীর সমাধিতেশ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তাঁরা।

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পুদুচেরি ও করাইকালে, বন্ধ সমস্ত স্কুল ও কলেজ

পুদুচেরি, ১৯ নভেম্বর ঃ দেশের উত্তর ও পূর্বে যখন শীতের আমেজ ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে, তখন দক্ষিণাঞ্চলে ঠিক উলটো ছবি। মেঘলা আকাশ আর ক্রমাগত বৃষ্টিতে ভিজছে পুদুচেরি-সহ দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মঙ্গলবার পুদুচেরি ও করাইকালের জন্য জারি করেছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সকালে থেকেই আকাশে দেখা দিয়েছে ঘন মেঘ, আর তার মধ্যেই একনাগাড়ে নেমেছে ঝুম বৃষ্টি। শীতের দোরগোড়ায় এমন বর্ষণ দক্ষিণাঞ্চলের জনজীবনে নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশে তৈরি থাকা নিম্নচাপ ও তার সংশ্লিষ্ট ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উপকূলবর্তী এলাকায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেড়েছে। সেই প্রভাবেই গত কয়েক ঘণ্টা ধরে পুদুচেরি ও করাইকালে ভারী বর্ষণ চলছে। জারি করা হয়েছে ' টু ভেরি হেভি রেইনফল' সতর্কতা। বৃষ্টি আরও তীব্র হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আবহবিদরা।ভারী বৃষ্টির সতর্কতার জেরে মঙ্গলবার পুদুচেরি এবং করাইকালের সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধ রয়েছে সমস্ত কলেজও। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে মঙ্গলবার কোনও ক্লাস হবে না। ফলে সকাল থেকেই রাস্তাঘাটে ছাত্রছাত্রীদের ভি। তুলনামূলক কম ছিল। বহু অভিভাবকই জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট জল জমে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তাই সিদ্ধান্ত স্বস্তি দিয়েছে।বৃষ্টি কেবল পুদুচেরি ও করাইকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরলেও মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলেও জানিয়েছে আইএমডি। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ উচ্চতা বাড়তে পারে, বাতাসের গতিও ঝোড়ো আকার নিতে পারে বলে পূর্বাভাস।মঙ্গলবার ভোর থেকে দক্ষিণ ভারতের বহু এলাকায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। বহু জায়গায় জল জমে যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়েছে। পুদুচেরির কিছু অঞ্চলে জলমগ্ন রাস্তায় গাড়ি চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়ে। করাইকালের গ্রামের দিকেও একই ছবি-বাড়ির সামনে জল ওঠায় সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা।আইএমডি জানিয়েছে, দক্ষিণে বৃষ্টির এই প্রবণতা আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকতে পারে। নিম্নচাপের গতিপথ অনুযায়ী তামিলনাড়ু ও উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে আরও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজন হলে স্থানীয় প্রশাসন ত্রাণ ও উদ্ধার দল মোতায়েনের প্রস্তুতি নিয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।শীতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণ ভারতের আকাশে এমন বৃষ্টির দাপট নতুন নয়। কিন্তু এবারের বৃষ্টিতে উদ্বেগের কারণ উপকূলীয় অঞ্চলে নিম্নচাপের ক্রমাগত সক্রিয়তা। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর তাদের নজর রয়েছে। বৃষ্টির তীব্রতা বাড়লে জরুরি

দূষণ সূচক ৩৫০-এর ওপরেই, মঙ্গলেও 'অস্বাস্থ্যকর' দিল্লির বাতাস

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ঃ রাজধানীর আকাশ যেন এখনও ধোঁয়াশার ঘেরাটোপে বন্দি। টানা কয়েকদিন ধরে দূষিত বাতাসে হাঁসফাঁস করছে দিল্লিবাসী। মঙ্গলবার সকালেও সেই দৃশ্য পাল্টায়নি। ঘন ধোঁয়ায় মিশেছে কুয়াশার স্তর, আর তার ওপরে নিস্তরঙ্গ বাতাস-সব মিলিয়ে বায়ুর গুণগতমান রয়ে গিয়েছে আগের মতোই খারাপ। রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই লাফিয়ে উঠেছে ৩৫০-এরও বেশি। কোথাও ৩৮১, কোথাও ৩৬৫, আবার কোথাও ৩৪৫। ' পর্যায়ের এই বায়ুগুণমানকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন অত্যন্ত উদ্বেগজনক।মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে স্পষ্ট-প্রায় গোটা দিল্লিই নিমজ্জিত দূষণের চাদরে। পর্ষদের তালিকায় থাকা মোট ৩৯টি বায়ুর মান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ছ'টি কেন্দ্রে একিউআই সরাসরি উঠে গিয়েছে 'অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে। বিশেষত অক্ষরধাম ও আনন্দ বিহার অঞ্চলে পরিস্থিতি আরও খারাপ। সেখানে একিউআই রেকর্ড হয়েছে ৩৮১। রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা গাজীপুরেও বাতাসের মান থেমেছে ৩৪৫-এ, যা স্বাভাবিকের তুলনায় বহু গুণ বেশি দূষিত।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, গত কয়েকদিন ধরে দিল্লির উপর তৈরি হওয়া ধোঁয়াশার চাদর ভাঙতে না পারায় দূষণের ঘনত্ব বাড়ছে। শীতের শুরুতে তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাওয়ায় বাতাসে স্থিরতা তৈরি হচ্ছে, ফলে দূষিত কণাগুলি জমে জমে বাতাসকে আরও ভারী করে তুলছে। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে যানবাহনের কালো ধোঁয়া, শিল্পাঞ্চলের দূষণ এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে কৃষিজমিতে আগুন লাগানো বা স্টাবল বার্নিং-এর ক্ষতিকর প্রভাব।রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষেরা ইতিমধ্যেই শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা এবং অ্যালার্জি-সহ নানা সমস্যায় ভুগছেন। চিকিসকদের দাবি, ৩০০-এর ওপরে একিউআই দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকলে শিশু, বৃদ্ধ এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগীদের ঝুঁকি আরও বাড়ে। অনেকে বাধ্য হয়ে এন-৯৫ মাস্ক পরে রাস্তায় বেরোচ্ছেন। স্কুল-কলেজেও বাতাসের মান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাতাস পরিশোধনের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।সরকারি মহলও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। পরিবেশ দফতর নিয়মিত মনিটরিং চালাচ্ছে এবং দূষণ কমাতে নানা পদক্ষেপ বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এখনই পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। বায়ুপ্রবাহ না বাড়া পর্যন্ত ধোঁয়াশা এবং দূষণের মাথাচাড়া দেওয়া চক্র অব্যাহত থাকবে বলেই তাদের মত।রাজধানীর নাগরিকদের মধ্যে তাই উদ্বেগ বাড়ছে-এই শীতের শুরুতেই যখন দিল্লির বাতাস এতটা অস্বাস্থ্যকর, তখন সামনে আরও কঠিন দিন কি অপেক্ষা করছে? দূষণের দাপট থামবে কবে-এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা।

বুধবার দেশীয় বাজারে কমলো সোনার দর

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর ঃ দেশীয় বাজারে বুধবার কমলো সোনার দর। বুধবার দেশীয় সোনার বাজারে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৩,৬৫০ থেকে ১,২৩,৮০০ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। একইভাবে, ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,১৩,৩৪০ থেকে ১,১৩,৪৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।এদিকে, বুধবার দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,৮০০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৩,৪৯০ লক্ষ টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,৬৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৩,৩৪০ লক্ষ টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,৭০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৩,৩৯০ লক্ষ টাকা। চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৪,৩৬০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৩,৯৯০ লক্ষ টাকা। কলকাতায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,৬৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৩,৩৪০ লক্ষ টাকা। লখনউয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,৮০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৩,৪৯০ লক্ষ টাকা। পাটনায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,৭০০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৩,৩৯০ লক্ষ টাকা। জয়পুরে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৩,৮০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৩,৪৯০ লক্ষ টাকা।উল্লেখ্য, সোনার দাম একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল আন্তর্জাতিক বাজার, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ইকুইটি, বন্ড, মার্কিন ডলার -সহ একাধিক মার্কেট এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার। এই বিষয়গুলির জেরে সোনার দামে ওঠানামা দেখা যায়।

এসআইআর আবহে নদিয়ায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

নদিয়া, ১৯ নভেম্বর ঃ এসআইআর প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে নদিয়া জেলায় এলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। তিনি জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জানা যায় কমিশন সূত্রে। মঙ্গলবার রাতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নেতৃত্বে একাধিক নির্বাচন আধিকারিক নদিয়ায় আসেন। রাতে সার্কিট হাউসে থাকার পরে বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁরা জেলাশাসকের দফতরে বৈঠকে যোগ দেন।নদিয়ায় এসআইআর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কৃষ্ণনগরে আসেন রাজ্যের রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, অতিরিক্ত

এসএসসি নিয়ে হাইকোর্টে নতুন মামলা দায়ের

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ এসএসসি-র নিয়োগে অভিজ্ঞতার জন্য ধার্য বাড়তি ১০ নম্বরকে ঘিরে কলকাতা হাইকোর্টে নতুন মামলা দায়ের হল । যদি সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা এই নম্বর পান, তাহলে সরকার স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে তা হবে না কেন? সেই প্রশ্ন তুলে এই মামলা।নিয়োগ পদ্ধতি অসাংবিধানিক বলে ব্যাখ্যা করে চলতি বছরের এপ্রিলে ২০১৬ সালের এসএসসির গোটা প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে চাকরি হারান ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নতুন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। সেই মতো পরীক্ষা হয়। ফলাফলও প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতার জন্য যোগ করা হয়েছে ১০ নম্বর।তবে শুধুমাত্র যারা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, তাঁরাই এই নম্বর পেয়েছেন। ফলে মূলত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষকদেরই এই ১০ নম্বর অতিরিক্ত মিলেছে। আবেদনকারীদের প্রশ্ন-সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা যদি অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর পান, তবে সরকার স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকেরা কেন বঞ্চিত হবেন? আদালত ইতিমধ্যেই মামলাটি গ্রহণ করেছে। ২৮ নভেম্বর বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে শুনানি হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

দুটি বিভাগে রাষ্ট্রীয় জল পুরস্কার মধ্যপ্রদেশের

ভোপাল, ১৯ নভেম্বর ঃ জল সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ বছর দু'টি বিভাগে রাষ্ট্রীয় জল পুরস্কার পাচ্ছে মধ্যপ্রদেশ। মঙ্গলবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে সম্মান নেবেন মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিরা।জানা গিয়েছে, খারগোন জেলা ' পূর্বাঞ্চলে সেরা জেলা' এবং খান্ডোয়া জেলার কাবেশ্বর গ্রামপঞ্চায়েত ' সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত (দ্বিতীয়)' পুরস্কার পাচ্ছে। খান্ডোয়ার জেলা শাসক ঋষভ গুপ্ত ও জেলা পরিষদের সিইও নাগার্জুন বি. গৌড়া পুরস্কার গ্রহণ করবেন।জল শক্তি মন্ত্রকের ৬ষ্ঠ রাষ্ট্রীয় জল পুরস্কারে এ বছর মোট ১০টি বিভাগে ৪৬টি পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে। ক্যাচ দ্য রেন বিভাগে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য খান্ডোয়া জেলা ২ কোটি টাকার পুরস্কার পাচ্ছে। কাবেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হবে ১.৫ লক্ষ টাকা ও স্মারক।

ফিফা বিশ্বকাপের টিকিটধারীরা অগ্রাধিকার ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারেন, বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

ওয়াশিংটন , ১৯ নভেম্বরঃ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সোমবার(ভারতীয় সময় অনুসারে মঙ্গলবার)একটি বৈঠকের ফলে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের টিকিটধারীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভিসা সাক্ষাকার পাচ্ছেন বলে ফিফা জানিয়েছে। সোমবারের ঘোষণায় একটি নতুন ফিফা প্রায়োরিটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং সিস্টেম (ফিফা পাস) এর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, যার লক্ষ্য টুর্নামেন্টের জন্য ভিসা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যতটা সম্ভব মসৃণ করা এবং আশা করা যায় যে এই প্রক্রিয়ায় ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য আন্তর্জাতিক উপস্থিতি বাড়ানো হবে।২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন এবং বহিস্কারের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপের ফলে উত্তর আমেরিকায় ফুটবলের এই শীর্ষ টুর্নামেন্টট আয়োজনের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, যেমনটি পূর্বে নির্ধারিত ছিল। বিশ্বকাপটি কানাডা, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ১৬টি শহরে আয়োজন করা হবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে অভূতপূর্ব স্কেলে সমর্থকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, এবং আমরা আগামী জুনে উত্তর আমেরিকায় টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার সময় ফুটবল বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, ইনফ্যান্টিনো এক বিবৃতিতে বলেছেন। অভিবাসন উদ্বেগের কারণে টিকিটের চাহিদা আপাতদৃষ্টিতে কম হয়নি, অক্টোবরে ফিফার প্রথম প্রবর্তনের সময় দশ লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছিল।মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ফিফা বিশ্বকাপের ভক্তরা যাতে তাদের ভিসা সাক্ষাকার সম্পন্ন করতে পারেন এবং তারা যোগ্য তা প্রমাণ করতে পারেন, সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সুযোগ দিচ্ছে। শুরুর সময় আসছে, তাই এখনই আবেদন করার সময়। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নিরাপদ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পেরে আমরা সম্মানিত।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি সাধারণ দিন হবে। জীবনে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, যা আপনার উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এটি আত্মবিশ্লেষণের সময় আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। আপনার চারপাশের লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা একটু কঠিন মনে হতে পারে, তবে সংলাপের মাধ্যমে পার্থক্যগুলি সমাধান করা প্রয়োজন। শুভদিন।

বৃষঃ আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুব ভাল। আপনার শক্তি এবং উসাহ একটি আশ্চর্যজনক স্তরে রয়েছে, যা আপনার চারপাশের লোকদের অনুপ্রাণিত করবে। আপনার সামাজিক উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে এবং লোকেরা আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। বিবাহের যোগ

কর্কট রাশি ঃমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে-যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন- বিনোদন এবং আমোদপ্রমোদ আপনাকে আয়েস করতে সাহায্য করবে।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। ইতিবাচক শক্তি আপনার মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলবে। আপনি আপনার স্বাভাবিক নেতৃত্বের দক্ষতা দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করবেন। ব্যবসায় উন্নতি।

কন্যা ঃ কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। কাজের যোগ আছে আজ

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি খুব আনন্দদায়ক এবং সমৃদ্ধ দিন হবে।

বৃশ্চিকঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনার আবেগ অস্থির হয়ে উঠতে পারে এবং আপনি জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন। শুভদিন।

মকরঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। শুভদিন

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই ভাল দিন। আপনি আপনার সামাজিক জীবনে ইতিবাচক শক্তি অনুভব করবেন।

মীনঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌঃদর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। আজ আপনি ধর্মীয় কর্মে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন, এবং সম্ভবত মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার ব্যয় হতে পারে। বন্ধুরা আপনাকে তাঁদের বাড়িতে এক উপভোগ্য সন্ধ্যার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। প্রেম হল ঈশ্বরকে উপাসনা করার সমার্থক এটা খুব আধ্যাত্মিক

আবহাওয়া

শীতের আমেজ রয়েছে, বুধবারও স্বাভাবিকের নীচেই থাকল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এদিন ভোরে ভালোই ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে, সকাল থেকেই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় এমনই আবহাওয়া। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নথিভুক্ত হয়েছে ১৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৫ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ৭ দিন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিন কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ফলে ঠান্ডাও কমবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, উত্তর ভারতের ঠান্ডা হাওয়ার প্রভাব কমেছে। কলকাতার বাতাসে ঢুকেছে জলীয় বাষ্প। ফলে বাড়তে পারে গরম, সে কারণে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য হলেও বাড়বে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৫৪মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

শীতের আমেজে বিরতি, বঙ্গোপসাগরে নতুন নিম্নচাপ-বাড়ছে রাতের পারদ রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ চলতি নভেম্বরের শুরুতেই রাজ্য জুড়ে নেমে এসেছিল শীতের হালকা আমেজ। ভোরবেলার হিমেল হাওয়া, স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ নীচে নামা পারদ এবং কুয়াশার চাদরে মুড়ে থাকা সকাল-সব মিলিয়ে শীতের আগমনী বার্তা ছিল স্পষ্ট। কিন্তু সেই আবহে ফের ভাটা পড়তে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় রাজ্য জুড়ে রাতের তাপমাত্রা আবারও বেড়ে যাবে। মৌসম ভবনের তথ্য অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কা সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল ইতিমধ্যেই অবস্থান করছে, যা মঙ্গলবার ভারতের দক্ষিণ উপকূলে প্রবেশ করেছে। এর পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৬ কিলোমিটার উচ্চতায় একটি ঘূর্ণাবর্তও সক্রিয় রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি আরও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমমুখে অগ্রসর হবে বলে পূর্বাভাস। সব মিলিয়ে দক্ষিণ উপকূলীয় আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এই সিস্টেম। এখানেই শেষ নয়-শনিবার নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় এটি শক্তি সঞ্চয় করে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এই দুই সিস্টেমের যুগপৎ প্রভাবে শীতের আমেজ সাময়িকভাবে থমকে যাবে গোটা বাংলায়। আলিপুর জানিয়েছে, আগামী তিন দিনে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক ধাক্কায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। পারদ বৃদ্ধি চলবে পরবর্তী কয়েক দিনও। তাতে শীতের ঝাঁঝ থাকবে না বললেই চলে। যদিও সপ্তাহের শেষদিকে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত দার্জিলিংয়েই বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। অন্যদিকে শহর কলকাতায় তাপমাত্রার সামান্য ওঠানামা হলেও শীতের ছোঁয়া মিলছে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস-স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৭ ডিগ্রি কম। বুধবার ভোরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ১৮.৮ ডিগ্রিতে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি কম। তবে নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী দু'-তিন দিনের মধ্যেই এই পারদ আবার বাড়তে পারে। ফলে সকালবেলার কনকনে ভাব মিলিয়ে গিয়ে ফিরবে উষ্ণতার ছোঁয়া। শীতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীকে তাই অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন-আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস এমনটাই বলছে।

বিধানসভা ভোটের আগে 'বাংলা বাঁচাও' যাত্রায় সিপিএমের ঝাঁপ-স্থানীয় নেতৃত্বকেই সামনে এনে সংগঠন চাঙ্গার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ এসআইআর নিয়ে উত্তাল আবহে আগামী ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ফের বৃহ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নামছে সিপিএম। ২৯ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে তাদের নতুন উদ্যোগ-' বাঁচাও' যাত্রা। উদ্দেশ্য স্পষ্ট-বুথস্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে নতুন করে উজ্জীবিত করা, কর্মী-সমর্থকদের পুনর্গঠিত করা এবং রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো। এই যাত্রাপথ শুরু হবে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে, শেষ হবে উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে। তবে এই কর্মসূচির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন-কোনও কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের বড় মুখকে সামনে আনছে না আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। ইনসাফ যাত্রার মতো এবার কোনও একক নেত্রীর মুখ নয় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, নয় আবার বিমান বসুর পুরনো ধারা। বরং প্রত্যন্ত এলাকার পরিচিত মুখ, ব্লক-এলাকার দায়িত্বে থাকা নিচুতলার নেতা-কর্মীরাই থাকবেন এই যাত্রার সামনের সারিতে। বিগত লোকসভা ভোটের আগে ইনসাফ যাত্রায় মীনাক্ষীকে কেন্দ্রে রেখে প্রচারে জোর দিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু এবার দল পুরোপুরি ভরসা রাখছে তৃণমূলভিত্তিক স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর। এর মাধ্যমে বুথে বুথে সংগঠনের বুনোট আরও শক্ত করা এবং নতুন কর্মীভিত্তি তৈরি করাই লক্ষ্য। বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় যেখানে তৃণমূল-বিজেপি দুই দলের প্রভাব রাজ্যে সর্বাধিক, সেখানে নিজেদের জায়গা ফিরে পেতে গ্রামীণ স্তরে পুনর্গঠনই সিপিএমের একমাত্র উপায়-এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান, ' জ্বলন্ত সমস্যা ও সংকটগুলিকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে পার্টির প্রতিশ্রুতি নবীকরণ করতেই এই যাত্রা। বিভিন্ন জেলায় পথে পথে সভা, গণসমাবেশ এবং মানুষের সঙ্গে

সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমেই আমরা আবার রাজনীতিকে মানুষের দরজায় নিয়ে যেতে চাই।' রাজ্যের প্রতিটি জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং স্থানীয় সমস্যাগুলিও এই যাত্রার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি, কর্মসংস্থানের সংকট, ভোটাধিকার বাঁচাও, গণতন্ত্র বাঁচাও-এমন নানা ইস্যুকে মানুষের সামনে পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য। যাত্রার পাশাপাশি একই সঙ্গে চলবে ছোট ছোট উপযাত্রাও। পথে পথে মানুষের মতামত নেওয়া হবে, জানা হবে তাদের স্থানীয় সমস্যা, এবং সেগুলিকে রাজ্যস্তরের ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত করে রাজনৈতিক পর্যালোচনার পথে নিয়ে যাওয়া হবে। কোচবিহার থেকে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকার শ্রমিক সমস্যা, দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সংকট, শহরাঞ্চলের বেকারত্ব-সব মিলিয়ে এই যাত্রা সিপিএমের রাজনৈতিক বার্তার পাশাপাশি এক প্রকার জনসংযোগ অভিযানও বটে। আলিমুদ্দিন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি জেলা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বিক্ষোভের ইতিহাস এবং স্থানীয় দাবি তুলে ধরার দায়িত্ব পেয়েছে। দলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই ' বাঁচাও' যাত্রা শুধু রাজনৈতিক প্রচার নয়, বরং আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে গণতান্ত্রিক পথে ফিরিয়ে আনার আহ্বান। সিপিএম চাইছে-লড়াই হোক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, এবং মানুষের অধিকারের প্রশ্নে। মিলিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে ১ হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ জুড়ে সিপিএমের এই যাত্রা ছাব্বিশের ভোটের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফের জমা জলের প্রতিবাদে অবরোধ ও বিক্ষোভ হাওড়ার লিলুয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ নভেম্বর ঃ ফের জমা জলের প্রতিবাদে অবরোধ ও বিক্ষোভ হাওড়ায়। বুধবার সকালে হাওড়ার লিলুয়ায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। লিলুয়ার চকপাড়া, কুমোরপাড়া, মীরপাড়া ও রবীন্দ্রসরণীর বাসিন্দারা এদিন সকালে রাস্তা অবরোধ করেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। বালি পৌরসভার দাবি, কেএমডিএ-র সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই লিলুয়ার মূল নিকাশি পথ 'মহানালা'র জমে থাকা পলি সাফাই করে জমা জলের সমস্যা সুরাহার কাজ চলছে। জরুরি ভিত্তিতে এলাকার জমা জল সরানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি মহানালার সাফাই কাজও চলছে। এই বিষয়ে বালি পৌরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. রানা চ্যাটার্জি বলেন, 'কেএমডিএ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। আমরা আশা করছি জমা জল দ্রুত নামবে। সুতরাং বাসিঃদাদের চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

বিশ্ব শৌচালয় দিবস - প্রেক্ষিত ও তাৎপর্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ আজ, ১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক শৌচালয় দিবস। সারা বিশ্ব জুড়ে খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হচ্ছে এই দিবস। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই এই দিবসের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। আপাতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে না-ই হতে পারে। কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে শৌচাগারের ভূমিকা অনেকটাই। খোলা জায়গায় শৌচ করলে রোগ ছড়াতে পারে। এছাড়াও সঠিক পদ্ধতি মেনে শৌচ না করলে নানারকম রোগ ছড়ায়। কিছু কিছু রোগে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশই শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে পিছিয়ে রয়েছে। সারা বিশ্বে প্রায় ৩.৬ মিলিয়ন মানুষ এই অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন। অল্প আয়ের দেশগুলোতে এই সমস্যা বেশি। এছাড়া দুর্গম অঞ্চলগুলোতে মানুষ এখনও শৌচের সমস্যায় ভুগছেন। সবার জন্য পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ শৌচাগারের ব্যবস্থা করাও এই দিনটির উদ্দেশ্য। এই শতাব্দীর শুরু থেকেই পালিত হচ্ছে এই দিনটি। ২০০১ সালে প্রথম টয়লেট দিবসের উদযাপন হয়। এরপর ২০১২ সালে দিনটিকে অফিসিয়ালি ছুটির দিনও ঘোষণা করে জাতিসংঘ। প্রতি বছর ১৯ নভেম্বর বিশ্ব টয়লেট দিবস পালন করা হয়। টয়লেট ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতেই এমন দিন পালন করা শুরু। বিশ্বের অনেক দেশই এখন পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। প্রতি বছর এই দিনে জাতিসংঘ নতুন অঙ্গীকার নিয়ে থাকে। পরিচ্ছন্ন থাকলে অনেক সংক্রমণই এড়ানো সম্ভব। টয়লেট অপরিষ্কার থাকলে বেশ কিছু ছোঁয়াচে রোগ ছড়াতে পারে। পাশাপাশি জলের ব্যবহার নিয়েও সচেতন হওয়া জরুরি। সারা বিশ্বে স্বাদু বা পানীয় জলের পরিমাণ কমে আসছে। তাই শৌচাগারে জলের ব্যবহার পরিমাণ বুঝে করা উচিত।

হাওড়ার শিবপুরে শুটআউটের ঘটনায় চাঞ্চল্য!

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ নভেম্বর ঃ হাও।ার শিবপুরে অভিজাত আবাসনে এক মহিলাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ।িয়েছে। আহত মহিলার নাম পুনম যাদব। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে দুষ্কৃতী এই হামলা চালালো কিনা, নাকি পরিবারের কারও হাত আছে ঘটনাটির পেছনে-এ নিয়েই জল্পনা বা।ছে। এমনও আশঙ্কা করা হচ্ছে, তিনি কি নিজেই গুলির ট্রিগার টেনেছিলেন? ঘটনার পর এলাকা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই শিবপুর থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্তে শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাও।ার শিবপুর থানার কাছেই ওই অভিজাত আবাসন রয়েছে। ওই আবাসনে ছটি পৃথক বহুতল আছে। ১৫ডি ব্লকের ৩৮৭ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন যাদব পরিবার। স্বামী গোপাল যাদব, স্ত্রী পুনম যাদব ও তাঁদের ছোট সন্তান, এই তিনজনকে নিয়ে পরিবার। গোপাল যাদব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আজ, বুধবার সাতসকালে ওই ফ্ল্যাটে ঘটে গেল হাড়হিম ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকারের উপস্থিতিতে ভারতরত্ন প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী-র জন্মজয়ন্তী পালিত হল বিড়লা তারামন্ডলের বিপরীতে। উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ও সকল স্তরের কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

শিয়ালদহ-কল্যাণী রুট সহ বনগাঁ-বারাসত শাখায় নতুন ট্রেনের ঘোষণা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনে যাত্রীদের জন্য সুখবর। এবার যাত্রীরা উপভোগ করতে পারবেন নতুন দুটি এসি লোকাল ট্রেন। পাশাপাশি, কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ বৃদ্ধি এবং রবিবারও শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর রুটে এসি লোকাল চালানোর ঘোষণা করেছে পূর্ব রেলওয়ে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শিয়ালদহ থেকে কল্যাণী পর্যন্ত একটি নতুন এসি ট্রেন চালানো হবে। পড়ুয়া, রোগীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই ট্রেনটি চালানো হচ্ছে। দুপুর নাগাদ এই ট্রেনটি চলবে। শিয়ালদহ থেকে দুপুর ৩টে ১০ মিনিটে ছাড়বে ট্রেনটি। কল্যাণী পৌঁছবে বিকেল ৪টে ৩২ মিনিটে। কল্যাণী থেকে ট্রেনটি ছাড়বে বিকেল ৫টা ২ মিনিটে। শিয়ালদহ পৌঁছবে ৬টা ২০ মিনিটে। সোমবার থেকে শনিবার সপ্তাহে ৬দিন চলবে ট্রেনটি। যাত্রাপথে দাঁড়াবে বিধাননগর, দমদম, বেলঘরিয়া, সোদপুর, খড়দহ, বারাকপুর, শ্যামনগর, নৈহাটি ও কাঁচরাপাড়ায়। পূর্ব রেল আরও জানিয়েছে, এবার থেকে শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর এসি লোকাল চলবে রবিরারেও।এই ট্রেনটি আগে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত চলত। সময় একই থাকছে। এছাড়াও রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদা এসি লোকাল ও শিয়ালদহ-বনগাঁ এসি লোকাল এবার থেকে গোপালনগর ও বামনগাছি স্টেশনেও দাঁ।াবে বলে জানিয়েছে রেল। পূর্ব রেলওয়ে আরও দুটি নতুন ট্রেন চালুর ঘোষণা করেছে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বনগাঁ পর্যন্ত একটি ট্রেনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ট্রেনটি ছা।বে রাত ৮টা ০৫ মিনিটে। চলবে প্রতিদিন। বনগাঁ থেকে বারাসত পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেন শুরু করা হচ্ছে। সেটি ছাড়বে রাত ১০টায়। পাশাপাশি, যাত্রী সুবিধার কথা ভেবে কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ বৃদ্ধির বিষয়েও চিন্তাভাবনা চলছে।

হেডফোন কিনতে গিয়ে নিখোঁজ তিনদিন,উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মগরাহাট, ১৯ নভেম্বর ঃ বাঁকুড়া থেকে রাস্তা তৈরির কাজে আসার পর নিখোঁজ হন এক যুবক। তিনদিন পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে উড়েলচাঁদপুরের একটি পুকুর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত যুবকের নাম দীপক ভূঁইয়া। পুলিশ তদন্তে নেমে তাঁর তিন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মগরাহাটের উড়েলচাঁদপুর এলাকায় পিচের রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমিকরা ওই রাস্তা তৈরির কাজ করতে গিয়েছিলেন। বাঁকুড়া থেকে কাকার সঙ্গে কাজে গিয়েছিলেন দীপক ভূঁইয়া। ওই এলাকারই একটি বাড়িতে থাকতেন তিনি। তিনদিন আগে ওই যুবক হেডফোন কিনবেন বলে রূপচাঁদ মুদি, রাজু মুদি ও বাপন মুদি নামে তিন সঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। ওই তিনজন পরে বাড়ি ফিরে এলেও দীপক ফেরেননি! তাঁর খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। দীপক কোথায়, সেই বিষয়ে ওই তিন যুবক কোনও তথ্য দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে ঘোষপাড়া এলাকার একটি পানাপুকুরে যুবকের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। মগরাহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রশ্ন উঠছে-এটি কী পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড? তিনি কীভাবে নিখোঁজ হলেন? মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পুলিশ ওই যুবকের তিন সঙ্গীকে আটক করেছে। মৃতের কাকা পশুপতি ভূঁইয়া বলেন, তিনজনের সঙ্গে মোবাইলের হেডফোন কিনতে বেরিয়ে ভাইপো আর ফেরেনি। যে তিনজনের সঙ্গে বেরিয়েছিল তারাই ফোন করে জানায় দীপককে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিন সকালে পানাপুকুর থেকে ভাইপোর দেহ উদ্ধার হয়। বাড়িতে খবর পাঠিয়েছি।

সোনারপুরে মহিলা পুলিশকর্মীর প্রতি অশালীন মন্তব্য, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত!

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুর, ১৯ নভেম্বর ঃ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক মহিলা পুলিশকর্মীর প্রতি অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার জগদ্দলের কুণ্ডুপা।। এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম নবকুমার গায়েন এবং তিনি কুণ্ডুপাড়া এলাকারই বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে মদ্যপ অবস্থায় জগদ্দলের কুণ্ডুপা।। এলাকায় ডিউটি করছিলেন সোনারপুর ট্র্যাফিক গার্ডের এক মহিলা পুলিশ কর্মী। অভিযোগ, সেই সময়েই সেখানে এসে উপস্থিত হয় নবকুমার। অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে ওই পুলিশ কর্মীকে অশ্রাব্য গালিগালাজ এবং কটূক্তি করে। ঘটনার খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ নবকুমারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ওই মহিলা ট্র্যাফিক পুলিশের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছে।

শালীর বাড়ি ঘুরতে এসে চোরের হাতে সর্বস্ব খোয়ালেন মহিলা

নববারাকপুর, ১৯ নভেম্বর ঃ রাজারহাট নিউ টাউন বিষ্ণুপুর মাঝেরপাড়া নিবাসী নন্দলাল দাস তাঁর স্ত্রী কে সাথে নিয়ে গত ১৮ জুন নববারাকপুর পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ কোদালিয়া তালপুকুর রোডে ভাইরা ভাই শালীর বাড়ি ঘুরতে আসেন সাথে ব্যাগের ভিতরে ছোট টিফিন বক্সের ভিতরে সোনা রুপোর গহনা ও নিয়ে আসেন। যেহেতু বাড়িতে বৃদ্ধা মা থাকেন সেহেতু ঝুঁকি না নিয়ে সোনার গহনা সাথে নিয়ে আসেন দম্পতি। পর দিন ১৯ জুন সকালে নববারাকপুর স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে দম্পতি দীক্ষা নিয়ে দুপুরে শালীর বাড়ি ফিরে দেখেন জানালার গ্রীল কেটে ঘরের সোফার ব্যাগের টিফিন বক্সের মধ্যে রাখা সোনার গহনার যাবতীয় সোনার গহনা অলঙ্কার চুরি করে নিয়ে চম্পট দেয় চোর। বিকেলে নববারাকপুর থানায় মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ছয় মাস ধরে এই কেসে লেগে থেকে ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার মহেষতলা থানার ১৬ বিঘা নতুন বস্তি এলাকা থেকে শেখ ইসরাফিল(৪৬) নামক এক চোরকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক দশ দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

প্রজ্ঞা মেইল চতুর্থ বহু-ভাষিক জাতীয় কবি সম্মেলন, ২০২৫

নয়া দিল্লি, (বিশেষ সংবাদদাতা)ঃ গত রবিবার, ১৫ নভেম্বর, আসামের কারিমগঞ্জের মাননীয় সাংসদ জনাব কৃপানাথ মল্লাহর বাসভবনে প্রজ্ঞা মেইলের চতুর্থ বহু-ভাষিক জাতীয় কবি সম্মেলন ও সম্মাননা অনুষ্ঠান, ২০২৫ সম্পর্কিত একটি আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সাংসদকে প্রোগ্রামের সকল দিক সম্পর্কে জানানো হয়, যার মধ্যে খেলার অংশগ্রহণকারী কবি ও শিল্পীদের তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রোগ্রামে বিশেষভাবে মৃত জুবিন গার্গকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রস্তাব এবং সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানগুলোর একটি ওভারভিউ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছু বিশেষ অতিথি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছিল এবং

সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনাগুলোর একটি কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রোগ্রামের স্পন্সর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মাননীয় সাংসদের পাশাপাশি, প্রোগ্রামের মূল সদস্যদের মধ্যে ছিলেন চেয়ারম্যান অরুণ বার্মন, জাতীয় পরামর্শদাতা এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিক রত্নজ্যোতি দত্ত, জাতীয় প্রচারক সাগর সরকার, প্রধান সম্মিলনকারী দীপক চৌধুরী এবং অন্যান্যরা।

ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে বিধানসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.)ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় বুধবার দুপুরেই ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এদিন বিধানসভায় লবিতে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। বিধানসভার প্রধান সচিব সৌমেন্দ্রনাথ দাস ও যুগ্ম সচিব অরবিন্দ পঞ্চধ্যায়ী এবং তারক কর্মকার, ডেপুটি মার্শাল ভোলানাথ মুখার্জি প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এরপর সচিবালয়ের অফিসার এবং কর্মীরাও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির সদস্যরাও লবিতে দলে দলে ১০৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে এদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি স্মৃতিচারণ পর্বে যোগদান করেন।

নারায়ণা হেলথ, বেঙ্গালুরু কর্তৃক কলকাতায় থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহত্তম এইচএলএ টেস্টিং ক্যাম্পের আয়োজন

তাপস রায়, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের নিরাময়মূলক চিকিৎসার সুযোগ উন্নত করার একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হিসেবে, নারায়ণা হেলথ ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কলকাতায় ডিকেএমএস, থ্যালাসেমিক্স ইন্ডিয়া, কোল ইন্ডিয়া, ফেডারেশন অফ ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনস অফ ইন্ডিয়া এবং পশ্চিম বঙ্গ সিকিম প্রান্তীয় মাড়োয়ারী যুব মঞ্চের সহযোগিতায় বৃহত্তম এইচএলএ টেস্টিং ক্যাম্পগুলির মধ্যে একটি আয়োজন করছে। ব্যাঙ্গালোরের নারায়ণা হেলথ সিটির পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি, অনকোলজি এবং ব্লাড অ্যান্ড ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের পরিচালক এবং প্রধান ডাঃ সুনীল ভাটের নেতৃত্বে এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল ৫০০ জনেরও বেশি থ্যালাসেমিয়া রোগী এবং তাদের পরিবারের সম্ভাব্য অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন মিল খুঁজে বের করার জন্য স্ক্রিন করা। থ্যালাসেমিয়া এখনও ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা, বিশেষ করে পূর্ব ভারত অন্যতম বেশি প্রভাবিত অঞ্চল। হাজারো শিশু নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের ওপর নির্ভরশীল হলেও, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট এই রোগের স্থায়ী নিরাময় এবং স্বাভাবিক জীবনে ফেরার একমাত্র উপায়। নারায়ণা হেলথ-এ আমরা বিশ্বাস করি, একটি স্থায়ী নিরাময় প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার, বলেন নারায়ণা হেলথ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ড. দেবী প্রসাদ শেঠি। থ্যালাসেমিয়া শুধু ব্যবস্থাপনার দাবি করে না, এটি সমাধানের দাবি করে। এই বৃহ স্ক্রিনিং উদ্যোগ আমাদের অঙ্গীকার-নিরাময়মূলক চিকিৎসাকে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করা, এবং যেন কোনো আর্থিক বাধা একটি শিশুর স্বাভাবিক, সুস্থ জীবনের মাঝে না দাঁড়ায়। এই বিনামূল্যের এইচএলএ টেস্টিং ক্যাম্পটি ১২ বছরের নিচে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের জন্য উন্মুক্ত। নারায়ণা হেলথ দেশজুড়ে অন্যতম উন্নত বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রাম পরিচালনা করে, যার মূল কেন্দ্র বেঙ্গালুরুর নারায়ণা হেলথ সিটি। ইতিমধ্যে ২,৫০০-এরও বেশি সফল ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হওয়ায় এটি দেশের বৃহত্তম ও সর্বাধিক আস্থাযোগ্য কেন্দ্রগুলির একটি। টেস্ট ক্যাম্পে উপযুক্ত ম্যাচ শনাক্ত হলে পরিবারগুলোকে নিরাময়ের পথে এগিয়ে যেতে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হবে। উদ্যোগের লক্ষ্য সম্পর্কে ড. সুনীল ভাট বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো থ্যালাসেমিয়ার সঙ্গে লড়াই করা প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাময়ের পথ তৈরি করা।

বহুচর্চিত বাকড়া জমি জালিয়াতি মামলায় ফের গ্রেপ্তার ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৯ নভেম্বর ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বাকড়া এলাকায় বহু আলোচিত জমি জালিয়াতি কাণ্ডে আবারও গ্রেপ্তার হল এক অভিযুক্ত। মঙ্গলবার রাতে বিশেষ অভিযানে সাঁকরাইল থানার পুলিশ খড়্গপুরের পালঝাহরি এলাকা থেকে সমীর মাহাতোকে আটক করে। তার বাড়ি মানিকপাড়া ফাঁড়ির ছোট চুঁযাশুলি গ্রামে। বুধবার অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জমি জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি ও সেই ভিত্তিতে জমি রেজিস্ট্রির কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল সমীর। এর আগে একই মামলায় আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নতুন গ্রেপ্তারের ফলে মোট ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৯।অভিযোগ, বাকড়া এলাকার প্রায় ১২৫টি পরিবারের প্রায় ৪০০ একর জমি জাল নথির মাধ্যমে অন্যের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল। পরপর গ্রেপ্তারি ঘটতে থাকায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চায়ের দোকান থেকে ৮৬ বোতল নিষিদ্ধ বাংলা মদ বাজেয়াপ্ত

নববারাকপুর ঃ নব বারাকপুর থানার অন্তর্গত কলোনী বয়েজ হাইস্কুলের ঢিল ছোড়া দূরত্বে চায়ের দোকানে অবৈধ ভাবেমদের ব্যবসা চালাচ্ছিলেন জনৈক মহিলা। মঙ্গলবার রাতে পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডে আশুতোষ মুখার্জি রোডে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে দোকান থেকে প্রায় ৮৬ বোতল মদ বাজেয়াপ্ত করেন। চায়ের দোকানে যে মদ গুলো পাওয়া গিয়ে ছিল সেখানে বাংলা মদও ছিল। যে গুলো বিক্রির জন্য কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। সাম্প্রতিককালে নব বারাকপুর ও মধ্যমগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় প্রচুর অবৈধ মদ ও গাঁজার ঠেক ও বন্ধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সেরকম অভিযানে অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হল। যদিও মদ বিক্রেতা আপাতত পলাতক।

পি এম কিষাণ সম্মাণ নিধি দেওয়া হলো কৃষকদের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৯ নভেম্বর ঃ পি এম কিষান প্রকল্পের ২১ তম কিস্তি প্রদান কর্মসূচি হয়ে গেল বুধবার।এদিন ১৮ হাজার কোটি কৃষককে পি এম কৃষান সম্মাণ নিধি তুলে দেওয়া হলো তামিলনাড়ুতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদি এদিন এই সম্মাণ তুলে দেন। সারা দেশের ৭৩১ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে এই সম্মান নিধি প্রদান করা হয়। আর এই উপলক্ষে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ও সিনিয়র কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর চন্দন কুমার মন্ডল,কৃষি বিজ্ঞানী দীপক রায়, কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর প্রবীর কুমার গরাই,ডক্টর মানসী চক্রবর্তী,ডক্টর সোমনাথ সরদার,অরিত্র সরকার সহ আরো অনেকে। এদিন দক্ষিন ২৪ পরগনার ১২ টি ব্লক থেকে দুই শতাধিক কৃষক এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

পরিবারের নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়, দেশছাড়ার ভয়েই আত্মঘাতী এক প্রৌঢ়!

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুর, ১৯ নভেম্বর ঃ ফের বাংলায় এসআইআর-এর চাপের কারণে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠল। এবার মৃত্যু হল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার এক বাসিঃদার। খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে পৌঁছান বাদুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক কাজি আবদুর রহিম দিলু এবং পরিবারকে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটি এলাকার বাসিঃদা ছিলেন সফিকুল মণ্ডল। তাঁর বয়স ৫৮ বছর। এসআইআর শুরু হওয়ার পর কমিশনের প্রকাশ করা ২০০২ সালের ভোটার তালিকা দেখেন তিনি। পরিবারের দাবি, ওই তালিকায় সফিকুলের নাম থাকলেও পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম ছিল না। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন প্রৌঢ়। দেশছাড়া হওয়ার ভয় জাঁকিয়ে বসেছিল তাঁর মনে। অভিযোগ, এরই মাঝে মঙ্গলবার বিকেলে বাড়িতেই কীটনাশক খান ওই প্রৌঢ়। পরিবারের সদস্যরা টের পেতেই সফিকুলকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর তাঁকে রেফার করা হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, এই চরম সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ এসআইআর-এর আতঙ্ক। বুধবার সকালে মৃতের বা।িতে পৌঁছান বাদুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক কাজি আবদুর রহিম দিলু। তিনি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিধায়কের পাশে থাকার কারণে পরিবার খানিকটা স্বস্তি পান। প্রসঙ্গত, রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন জেলায় আতঙ্কের কারণে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, একজন বৈধ ভোটারও তালিকায় বাদ যাবেন না অন্যথায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। তবু একই ধরনের ঘটনা পুনরায় ঘটছে। কমিশন বারবার জানিয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় পরিবারের সকল সদস্যের নাম থাকা বাধ্যতামূলক নয়-তবু সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় কাটছে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫৬, সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

হাস্য সাহিত্যিক তারাপদ

আপনার লেখা প্রথম পড়েছিলাম বাল্য থেকে কৈশোর পেরোনোর চৌকাঠে। বাবা কিনে দিয়েছিলেন 'একগুচ্ছ ডোডো-তাতাই'। গুচ্ছ গুচ্ছ ডোডো-তাতাই পড়ে আমি কখনও খিকখিকিয়ে হেসে উঠছি, কখনও চুপ করে বসে ভাবছি 'আচ্ছা, ডোডো-তাতাই চালাক না বোকা না অতিচালাক?' উত্তর পেলাম না, গুলিয়ে গেল। কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে আপনি গুলিয়েই দিতে চান। আপনার লেখার ভঙ্গীটি খুব মনে ধরেছিল। সেই টানে গ্রামের লাইব্রেরিতে খুঁজে খুঁজে বার করলাম 'মাতাল সমগ্র'। মদ, মাতাল এই বিষয়গুলো আর যাই হোক তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে খুব চর্চিত বিষয় ছিল না। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি যে অদম্য টান থাকে তার জোরেই 'মাতাল সমগ্র' নামের বইখানা লাইব্রেরি থেকে আমার পড়ার তাকে চলে এসেছিল। বিশেষ করে আপনার নামখানা প্রচ্ছদে ছাপা দেখেই আরো ওটিকে এনেছিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছি, হোহো করে হাসছি আর বন্ধুমহলে বলার জন্য জোকের ভাণ্ডার ভরে উঠছে ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। বাবা দেখে ফেললেন। হেসে বললেন, 'তারাপদ রায়ের বই পড়ছিস, বুক ফুলিয়ে পড়বি। এমন অদ্ভুত লেখা কটা লোক লিখতে পারে?' পরে বুঝেছি, ওই 'অদ্ভুত' বিশেষণটাই আপনার পক্ষে খাটে। আপনাকে যে রকম ভাবা হয় প্রথম দৃষ্টিতে, আপনি তা নন। আপনার সবাইকে টেনে আনা দমফাটা হাসির তলায় একাকীত্বের বিষণ্ণ ফল্গুধারা বয়। ওইখানে আপনি আপনিই। বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক আপনার জন্মস্থানকে জড়িয়ে নির্দোষ ছড়া কেটেছিলেন 'টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল/ তারাপদ বাঙাইল।' আপনি সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া-টাঙাইলকে নিজের পরিচয়ের সজাগ অঙ্গ করে রেখেছিলেন সারা জীবন। যে টাঙাইলের বিল-বাঁওড়ের ধারে আর কখনও বসত করতে পারবেন না তাকে নিজের বুকের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েছেন আজীবন। হয়তো এইখানেই আপনার একাকীত্বের শিকড়। বাজার আর পেটের দাবীতে হাস্যকৌতুক লিখে যেতে থাকা তারাপদ রায় যে কবি তারাপদকে গিলে ফেলছিলেন তার কষ্ট দুই তারাপদর বুকেই বেজেছিল। নইলে কেউ লিখতে পারে না যে তারাপদ পদ্য লেখে সে তারাপদ অন্য। এ তারাপদ গদ্য লেখে মদ্যপানের জন্য।' এই লাইনগুলো প্রথম পড়ার সময় গালে চড়ের মতো আছড়ে পড়েছিল। ইনিই ডোডো-তাতাই আর মাতালের তারাপদ রায়? এখন যত বড় হচ্ছি, বুড়ো হচ্ছি, বুঝতে পারছি আপনার বিষণ্ণ দৃষ্টি কী প্রচণ্ড ভবিষ্যদ্গামী হয়ে উঠেছিল, 'আমাদের ঝরনা কলম কবে ডট পেন হয়ে গেছে, আমাদের বড়বাবু কবে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেছেন, আমাদের বাবা কবে বাপি হয়ে গেছেন! আমরা বুঝতে পারিনি আমাদের কবে সর্বনাশ হয়ে গেছে।' আপনি কি দুঃখবাদী ছিলেন? আপনার কবিতা পড়লে কি লোকে হতাশায় ভরে ওঠে? কেউ কেউ তেমন কথাও বলে বটে। তা কবিতা ব্যাপারটাই যে রকম সাব্জেক্টিভ তাতে আর এ ধরনের অভিযোগকে মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন? কুছ তো লোগ কহেঙ্গে। তবে জীবনের মাঝামাঝি এসে আমি এটুকু বুঝি যে জব স্যাটিসফ্যাকশন না পাওয়া, সংসারের জোয়াল ঘাড়ে টানতে টানতে ধ্বস্ত হয়ে পড়া।

ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় শেঠ

কলকাতার প্রথম দালালরা। ব্রিটিশ বাণিজ্যের নেপথ্য নায়ক। ইংরেজেরা বাংলায় পা রাখতেই বুঝে গিয়েছিল, এই অচেনা দেশে বাণিজ্য বিস্তার সম্ভব হবে কেবল দেশি লোকদের সহায়তায়। তাই তারা স্থির করল একজন বিশ্বাসযোগ্য দালাল নিয়োগের। প্রথমে উমিচাঁদের বড় ভাই দীপচাঁদকে ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত খুব লাভ হল না। তারপর নজর গেল শেঠদের গৃহের কর্তা জনার্দন শেঠের দিকে। তাঁকে ডেকে এনে, আতর-গোলাপ, পান-সুপারি দিয়ে মুসলমানি রীতিতে অভিষেক করিয়ে ইংরেজরা 'বড় দালাল'-এর আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। সেই থেকেই বহুদিন ধরে শেঠ পরিবার পুরুষানুক্রমে এই দায়িত্ব পালন করে আসল। বড় দালালের কাজ ছিল বণিক ও সাহেবদের মাঝের সেতুবন্ধন। আজকের সওদাগরী হাউসের ব্যানিয়ানের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ইংরেজেরা বিদেশ থেকে যে সব মাল আনত, সেগুলো দেশীয় বাজার তৈরি করা, আর এদেশের পণ্য সুবিধাজনক দামে সংগ্রহ করে বিদেশে পাঠানো। সবই এই বড় দালালের তত্ত্বাবধানে। তাঁতি ও কারিগরদের হয়ে দাদন দেওয়া, তাও তাঁর হাত দিয়েই যেত। তারা যেন টাকা নিয়ে উধাও না হয়, সেই জামিনদারিও নিতে হতো তাঁকেই। শুরুর দিকে ইংরেজ আমদানি করা বিদেশি মালমসলা এদেশে তেমন জমত না। তাই জনার্দন শেঠকে বিশেষ কৌশল করে সেগুলো বাজার খুলতে হতো। ধীরে ধীরে তাঁর চেষ্টাতেই দেশীয় ধনাঢ্যদের মধ্যে বিলিতি পণ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে থাকে। বনাত কাপড়, গরম পোশাক, লোহা-লক্কড়, তামা-সিসার সামগ্রী, মনিহারি জিনিস;সবই কলকাতার বাজারে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এমনকি নিলামে ওঠা মৃত সাহেবদের ফার্নিচার, বাক্স-প্যাঁটরা, ছুরি-কাঁচি পর্যন্ত কিনে আনতেন দিশি বাসিন্দারা। জনার্দনের ভাই বারানসী শেঠ তো একদিন অকশন থেকে ছ'সাতখানা চীনের ছবি একসঙ্গে কিনে ফেলেছিলেন। বড় দালাল কোনো মাসিক বেতন পেতেন না; তাঁর আয় আসত বেচাকেনার মোট দামে যুক্ত কমিশন থেকে। শুনতে কম মনে হলেও, হিসেব কষলে সেই কমিশনই ছিল বড় অঙ্কের উপার্জন। উপরন্তু, তাঁকে প্রায়ই মোগলাই আড়িকে কাবা-জোব্বা পরে ইংরেজদের প্রতিনিধি হয়ে হুগলির ফৌজদারের দরবারে হাজিরা দিতে হতো। এমন নথিও পাওয়া যায় যেখানে দেখা যাচ্ছে;জনার্দন শেঠ ইংরেজদের হয়ে আইনি ওকালতি করছেন। ব্যবসা বিস্তৃত হতে থাকায় বড় দালালের অধীনে ধীরে ধীরে অনেক ছোট দালালও নিয়োগ করা হয়। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি হিন্দু।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

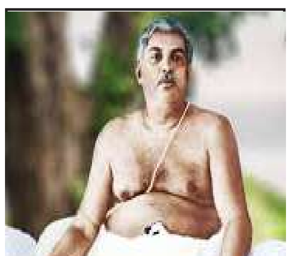

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলন যে মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে। ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। তবেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব। দেশ শক্তিশালী হোক।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বললেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অনন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে। মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শী হতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। তপোবন শিক্ষায় শিক্ষিত হন।

বাংলায় অরবিন্দ অধ্যায় শুরু হওয়ার আগেই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করে বিপ্লবীরা

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার একটি পটভূমিকা তৈরি হয়ে গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে। বিলেত থেকে অরবিন্দ ভারতের আসার ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকলেন। মহাত্মা গান্ধিও বলেছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে জাতীয় জাগরণের প্রথম সোপান। বাংলা

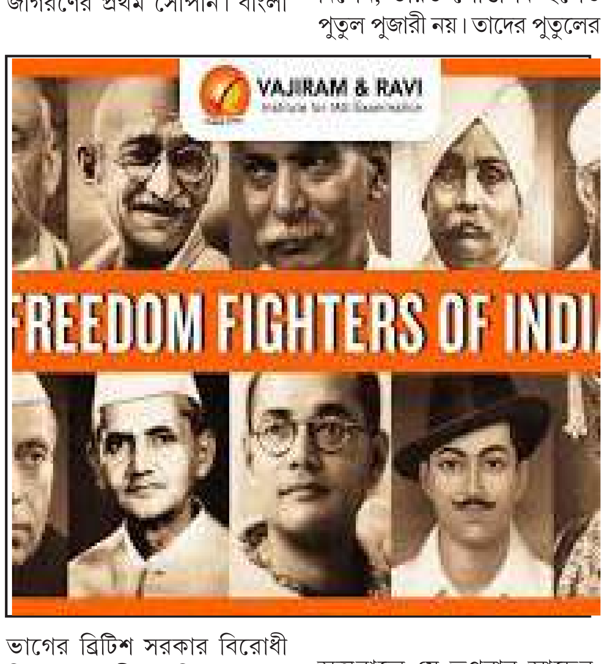

ভাগের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ গড়ে উঠতে শুরু করলো সারা বাংলা জুড়ে। তখন বলতে পারা যায় জাতীয় আবেগের উন্মেষ ঘটে গিয়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকেই জাতীয় জাগরণের স্রোত বইতে শুরু করে দিয়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি রচনা করে রাস্তায় বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে পথে নেমে পড়েছেন। সেই সময়ে কবিগুরুকে সমর্থন করেছিল বাংলার সর্ব ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা। তারা কবিগুরুকে উৎসাহিত করেছিল। কলকাতার বিদ্বগ্ধ জনেরা রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার সমর্থন করতে থাকে। পিছিয়ে ছিলেন না রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল। সারা বাংলা জুড়ে যখন লর্ড কার্জনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অহিংসা জনরোষ তীব্র দেখা দিতে শুরু করলো তখন অরবিন্দ পরিস্কার বুঝতে পারলেন এবারে তাঁর বাংলায় আসার সময় হয়েছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত। শুধু দেশলাই রয়েছে, শুধু আগুন জ্বালাতে হবে। যদিও তিনি তার আগেই ভারতের মাটিতে পা রেখেছিলেন। যে বছর স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্মসভায় ভারতের বিজয় পতাকা উড্ডীন করলেন সেই বছরই ভারতের মাটিতে পা রেখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি তখনও বাংলার বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। মনে মনে পরিকল্পনা রচনা করে চলেছিলেন। এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের সবাইকে এই বার্তা দিলেন, ভারতের কাছ থেকে পশ্চিমীদের শেখার কিছু রয়েছে। তিনি সর্বত্র প্রচার করে বেড়ালেন যে পৌত্তলিক এবং সভ্যতাহীন ভারতে সভ্যজগতের নিরাকার ঈশ্বরকে চিনিয়ে দেওয়ার মহাব্রত তারা নিয়েছেন। বিবেকানন্দ পশ্চিমীদের জানিয়ে দিলেন, ভারত পৌত্তলিক হলেও পুতুল পুজারী নয়। তাদের পুতুলের অন্তরালে যে ভগবান আছেন, তিনি তাঁদের নিরাকার ভগবান অপেক্ষা কম মানব কল্যানকামী নয়। আসলে মানব সেবাই হচ্ছে ভারতের মূল আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারের ফলে দুটো ফল দেখতে পাওয়া গেল। একটি হচ্ছে ভারতের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে থাকলো এবং পাশাপাশি ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস তেমনি বাড়তে থাকলো। শিকাগো ধর্ম সভায় যে জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া গিয়েছিল সেই শব্দ ধর্ম সভার বাইরে এসে শুনতে পাওয়া গেল না কেন তা নিয়ে মনের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি উপলব্ধি করলেন, স্বাধীনতার পুজারি, শক্তির পুজারি পশ্চিমী জগত দুর্বলের হাত থেকে কোনও কিছু গ্রহণ করবে না। পশ্চিমী জগতে যদি ভারতীয় মানব আদর্শকে প্রচার করতে হয় তাহলে ভারতকে সর্বপ্রথম শক্তিশালী হতে হবে। সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমী দার্শনিকদের সঙ্গে কথা বলে সেটা উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন পশ্চিমী জগৎ হবে তাঁর ক্ষেত্রভূমি। হিন্দু ধর্মের আদর্শ প্রচার করেই সেখানে তিনি জীবনপাত করবেন। কিন্তু পরে তিনি সিদ্ধান্ত বদল করে ফেললেন। তিনি স্থির করলেন, পশ্চিমী জগত নয়, ভারতই হবে তাঁর কর্মক্ষেত্র। এর জন্য বলিষ্ঠ ভারত গড়ে তুলতে হবে। ভারতে স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করে তুলতে হবে। তিনি শক্তিশালী যুব সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য ডাক দিলেন-'Football will make you nearer to Heaven than Gita'। বাংলার যুবকেরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। ইংরেজদের সঙ্গে সশস্ত্র সম্মুখ সংগ্রামে তাদের প্রবৃত্ত হতে হবে। যেমনটি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নেমেছে ইতালির কারবোমারি দল, গারিবল্ডি ও ম্যাটসিনির নেতৃত্ব। কিন্তু শক্তি এবং অস্ত্র কোথায়? শক্তি চর্চার মধ্যে দিয়ে বাঙালি যুবকদের মানসিক প্রস্তুতি করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল ১৯০২ সালে দোলপূর্ণিমার দিন অনুশীলন সমিতি। বিপ্লবী সংগঠন। সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। সহ সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র বসু। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রায় দুই মাস পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ পরলোকগমন করেন। এই সংস্থার সদস্যরা স্বামীজির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনও সুযোগ না পেলেও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা সমিতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ধীরে ধীরে খুব গোপনে বাংলা প্রস্তুত হতে থাকলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করতে। ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এবং অন্যজন হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ইংরেজদের হাত থেকে ভারতকে উদ্ধার করতে হবে। বাঙালিদের তখন সেনা দলে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। তিনি অবাঙালি পরিচয় দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচয় দিয়ে বরোদার মহারাজার সেনা দলে নাম লেখালেন। অবশ্য তার আগে তিনি এলাবাদে গিয়ে 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে হিন্দি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে তিনি মহারাজার শরীররক্ষক নিযুক্ত হলেন। কিন্তু অল্প দিন পরে আড়াইয়া গ্রামে অন্য এক ব্যক্তি মহারাজের সেনা দলে প্রবেশ করতে গেলে যতীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেল। ফলে তাঁকে কাজে ইস্তফা দিতে হয়। যতীন্দ্রনাথের বাঙালি পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার ফলে সেই সময়ে ঘোষ সাহেব অর্থাৎ অরবিন্দকে সব খুলে বলা হল। অরবিন্দ যতীন্দ্র নাথকে আশ্রয় দিলেন। আলাপ আলোচনা করে অরবিন্দ ঘোষ বুঝলেন এতদিন ধরে পুষে রাখা বৈপ্লবিক সংগঠনের অন্যতম একজন সেরা কর্মীর সন্ধান পেলেন। অরবিন্দের আগামী দিনের বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত হল এখান থেকে।

১৮৯৪ সালে গণপতি উৎসবকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ধীরে ধীরে রূপ ধারন করতে শুরু করলো। ১৮৯৩ সালে মুম্বাইতে হিন্দ-মুসলমান দাঙ্গা হল। কিন্তু তারপরে শিবাজি উৎসব শুরু হয়। ১৮৯৫ সালে পুণাতে শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক উৎসব শুরু হল। এই সব সভাতে বিপ্লবী ইস্তাহার প্রকাশ পেতে থাকলো। সেই সময়ে 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি 'কেশরী' পত্রিকা, মারাঠা পত্রিকা এবং পারাঞ্জাপের 'কাল' পত্রিকায় দেশানুরাগ এবং ব্রিটিশ বিদ্বেষ রচনা লিখতে শুরু করলেন। ঠিক সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে প্লেগ দেখা দিল। ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠা করলো প্লেগ কমিশন। এই প্লেগ কমিশন হিন্দু মুসলমানদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রোগীর সন্ধান করতে শুরু করে দিলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ দেখা দিল। ১৮৯৬ সালে ২১ জুন মহারানী ভিক্টোরিয়াক হীরক জুবিলী উৎসব। সমস্ত শহর আলোয় আলোকিত। প্লেগ কমিশনার মিস্টার র‍্যাণ্ড এবং তাঁর সহকর্মী মিস্টার আয়ার্স্ট উৎসব থেকে ফিরছিলেন। উৎসবের আলোকে রাস্তায় তাদেরকে নিহত করা হলো। এর কিছুদিন আগে দামোদর হরি চাপেকার এবং বালকৃষ্ণ হরি চাপেকার নাম দুই ভাই 'হিন্দুধর্মের প্রতিবন্ধক নাশক সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শিবাজী উৎসব এবং গণপতি উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন এই চাপেকার ভাইরা। র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্ট যেদিন নিহত হলেন ঠিক তার ১৫ দিন আগে এক অনুষ্ঠানে তিলক শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁ হত্যা সমর্থন করেছিলেন। র‍্যাণ্ড হত্যাকে প্রচ্ছন্নভাবে প্ররোচিত করার জন্য তিলককে গ্রেফতার করলো ইংরেজ সরকার। 'বৈভব' পত্রিকার সম্পাদক কেলকারও গ্রেফতার হলেন। বলবন্ত রাও নাটু এবং হরিপন্থ রামচন্দ্র রাও নাটু নামে দুই লক্ষপতি ভ্রাতাকে গ্রেফতার করা হল। প্রথম ব্যক্তি বালা সাহেব এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তাতাসাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। পুরস্কার পাওয়া লোভে এই দুই ভাইয়ের নাম যারা প্রকাশ করেছিল তাদের পুরস্কার পাওয়া সম্ভব হয়নি। তার আগেই তারা নিহত হয়েছিল। এই অপরাধে চারজনের ফাঁসি হয়। বরোদায় তখন রয়েছেন অরবিন্দ। তিনি মানসিকভাবে বিপ্লবী আন্দোলন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও নিজেকে শারীরিক ভাবে তৈরি করতে সময় নিচ্ছেন। তিনি চাপেকার সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন এবং সঙ্ঘের গুজরাট শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তখনও বাংলায় অরবিন্দ অধ্যায় শুরু হয়নি।

'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্র দৃশ্য গ্রহণের গ্রাম 'বোড়াল'

বিশেষ প্রতিবেদক

''পূর্ব পুরুষের ভিটের প্রতি টান নেই, সত্যজিৎ রায়ের জন্য দেখতে এযেছে! তোমাকে তো ঢুকতেই দেওয়ার কথা নয়, এই বলে খেঁকিয়ে উঠলেন এক জ্যাঠামশাই। আমি তখন দাঁড়িয়ে আছি বোড়ালের সেই বাড়িটির সামনে, যার গল্প ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি বাবার কাছে। এই বাড়িতেই শুটিং হয়েছিল 'পথের পাঁচালী'র। অপু-দুর্গাদের বাড়ি হয়েছিল এই বাড়িটি এবং আমি এই বাড়ির এক সামান্য অংশের আইনি উত্তরাধিকারী।

বাবা প্রায়ই বলতেন কলকাতার উপকণ্ঠের গ্রাম বোড়ালের গল্প। বাবার তখন যৌবন। বোড়ালে আমার প্রপিতামহ রাধানাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িটি যতদূর মনে পড়ে মাসে পঁচিশ টাকায় ভাড়া নিয়েছেন সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়। শুটিং হচ্ছে 'পথের পাঁচালী' নামে একটি সিনেমার। বাবা বার দুয়েক চন্দননগর থেকে বোড়াল গিয়েছিলেন সেই শুটিং দেখতে। সত্যজিৎ কেন, আমার বাবা তাঁর ছোট্ট বেলায় স্ট্র্যান্ড রোডের পাতাল বাড়িতে রবীন্দ্র নাথকেও দেখেছিলেন। বজরা করে সেই বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্র নাথ। তাই বিষয় সত্যজিৎ রায়কে দেখা নয়, বিষয় নিজের অজান্তেই ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখা। সেই ঘটনা বাবাকে আলোড়িত করত। বোড়ালের বাড়ির গল্প তাই বহুবার শুনেছি। এই বোড়ালেই একটি বাড়ি ছিল অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়দের এবং তাঁরা এবং আমরা ফুলিয়ার শ্রীধর পণ্ডিতের উত্তরপুরুষ। এই শ্রীধর পণ্ডিত রামায়ণকার কৃত্তিবাস ওঝার ভ্রাতুস্পুত্র। এই বংশে অনেকেই ছিলেন আলোকময়। 'সাংবাদিক' ও সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লেখক বলাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল, সাংবাদিক রণেন মুখোপাধ্যায় তার মধ্যে কয়েকটি নাম। নিজে শূন্য যোগ্যতার অধিকারী হয়ে বংশগৌরবে গর্বিত হওয়াকে আমি লজ্জাজনক মনে করি। তাও এসে যায় সে প্রসঙ্গ, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। যাক, যা বলছিলাম। সেই বংশের একজন, সম্পর্কে আমার জ্যাঠা, যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম রাখহরি মুখোপাধ্যায়, তখন আমার সামনে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে প্রবল ভর্ৎসনা, পূর্বপুরুষের স্মৃতিচহ্ন দেখতে এলেও একটা কথা ছিল, সত্যজিৎ রায়ের ছবির লোকেশন দেখতে তিনি কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলেন জ্যাঠাইমা, মানে সেই জ্যাঠার স্ত্রী। তিনি এগিয়ে এসে বলেছিলেন, বাড়ির ছেলে বাড়িতে ঢুকবে না এ আবার কী অনাছিস্টি। ঢুকতে দাও ওদের। তার পর আমরা, মানে আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু সেই বাড়িতে ঢুকতে পারি। সে যে কী আনন্দ! ওই তো সেই রোয়াকের উপর ঘর, যেটি অপু-দুর্গাদের ঘর হয়েছিল। ওই তো উল্টো দিকে সেই জায়গা যেখানে ইন্দির ঠাকরুনের ঘর ছিল। সে সব দেখার কী যে আনন্দ বলে বোঝানো যাবে না। বোড়ালের ওই বাড়িতে আমি আরও দু বার গেছি। একবার গেছি দূরদর্শনের একটি 'ম্যাগাজিন' অনুষ্ঠানের জন্য তথ্যচিত্র বানাতে। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'বাতায়ন।' সংযোজক ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজক ছিলেন টি কে বোস ও অঞ্জলিকা মুখোপাধ্যায়। সে বার জ্যাঠা একদম অনড়। উঁহু, দেখে গেছ সেই ঢের। আবার তথ্যচিত্র কিসের? লোককে দেখাবার কী আছে! বেগতিক দেখে একটু অন্য রাস্তা নিলাম। খারাপ লাগলেও স্থানীয় পার্টি অফিসে গিয়ে বললাম বিষয়টা। সেখান থেকে ছেলেপুলেরা এসে বোঝালো জ্যাঠা মশাইকে। তারপর শুটিংয়ের অনুমতি পেলাম। যে দিন এত ঝুটঝামেলা করে অনুমতি পেলাম সেদিন কিন্তু জেঠিমা রান্না করে খাওয়ালেন মাছের ঝোল ভাত। যেন পূর্বপুরুষের প্রসাদ পেলাম ওই বাড়িতে। মনে আছে তার দু দিন পরে ইউনিট নিয়ে গিয়েছিলাম শুটিং করতে। একদম 'পথের পাঁচালী' ছবির দৃশ্য মিলিয়ে মিলিয়ে শুট করেছিলাম বাড়ির তখনকার ছবি। যতদুর মনে পড়ে সেই শুটিংয়ে ক্যামেরা সামলেছিল আজকের খ্যাতনামা সিনেমাটোগ্রাফার ও পরিচালক প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী। দুটো দৃশ্যের কথা আজও মনে আছে। একটি হল বাড়ির পিছনের শুঁড়ি পথ ধরে হরিহরের হেঁটে আসার দৃশ্য। সেই দৃশটি তথ্যচিত্রে ব্যবহার করে ছিলাম। তার পরের শটে আমাদের ক্যামেরা সেই পথ অনুসরণ করে বাড়ির ভিতরে এসে ঢোকে। বাড়ির পাশের পুকুরটি হুবহু যেন সেই চেহারায় ছিল, যে ছবি 'পথের পাঁচালী'তে ধরা আছে। দুর্গা মারা যাওয়ার পর যে পুকুরে অপু তার দিদির চুরি করে আনা হারটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আমরা সেই শটটা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেওয়া শটে পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে তরঙ্গের ছবি তুলে 'ম্যাচ' করিয়ে ছিলাম।

বোড়ালের ওই বাড়িতে প্রথম যাই গত শতাব্দীর নয়ের দশকের গোড়ায়। শেষ যাই এই শতাব্দীর একদম শুরুতে। তারপর এক প্রোমোটারের উকিল আমাদের এক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে একাধিক বার আসা যাওয়া করেছে। উদ্দেশ্য আমরা যাতে কিছু টাকার বিনিময়ে আমাদের আইনি উত্তরাধিকার ছেড়ে দিই, কারণ ওখানে একটি ফ্ল্যাটবাড়ি হবে। রাজি হইনি।

কাশী তথা বারাণসীর ব্রত কথা আজও উচ্চারিত

সমীরণ চন্দ্র বণিক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাকে বলেছিলেন পরমহংস, কাশীর সচল বিশ্বনাথ। তার সম্পর্কে দু চারটে কথা বলি।

কাশীতে যত সাধু, সন্ন্যাসী, তপস্বী, মহাপুরুষ, জ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তি এসেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ত্রৈলঙ্গস্বামী বা তৈলঙ্গ স্বামীর নাম। তার জীবিতকালেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তী। তাকে নিয়ে নানান

অলৌকিক ঘটনা তখনো মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো, আজও বেড়ায়। এমনই অলৌকিক, ঐশ্বরিক ক্ষমতাধর ছিলেন তিনি। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে বেনারসে এসেছিলেন বলে, সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামী বা তৈলঙ্গস্বামী নামে পরিচিত ছিলেন।

তার এক জীবনীকারের মতে, তার পূর্বাশ্রমের নাম শিবরাম, নিবাস, অন্ধ্রপ্রদেশের হোলিয়াস্থ ভিজিয়ানা গ্রাম। পিতার নাম নরসিংহ রাও ও মাতার নাম বিদ্যাবতী দেবী। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। বাবা ও মা দুজনেই খুব শিবভক্ত ছিলেন। সুতরাং শৈব পূজা, শৈব চেতনা, শৈব ভক্তি যে তার বাবা মায়ের কাছ থেকে তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে একথা বলাই বাহুল্য।

তাই ৪০ বছর বয়সে, তার পিতার মৃত্যুর পর, সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব এক দাদার হাতে সমর্পন করে, মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী, নিকটবর্তী এক কালী মন্দিরে দীর্ঘদিন মা কালীর সাধনা করেছিলেন। পরে ১৬৬৯ সালে মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের চিতাভস্ম নিয়ে এক শ্মশানে কুড়ি বছর সাধনা করেছিলেন।

এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। তাদের মতে ৪০ বছর বয়সে পিতৃ মাতৃহীন হয়ে, সংসার ত্যাগ করে একটি শ্মশানে, কুটির তৈরী করে কুড়িটা বছর সন্ন্যাস জীবন যাপন করেছিলেন।

তার জন্ম কবে হয়েছিলো এই নিয়েও রয়েছে মতভেদ। কারো মতে তার জন্ম সাল ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ আবার কারো মতে তার জন্ম সাল ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দ।

সে যাই হোক আমরা সাধারণ মানুষ আমরা এতসব মতভেদের মধ্যে যাব না। কারণ স্বয়ং মহাকবি কালিদাস বলে গেছেন পন্ডিতেরা তর্ক করে লয়ে তারিখ সাল। তবে তার জন্ম সাল যাই হোক না কেন, তিনি ছিলেন দীর্ঘায়ু।

কুড়ি বছর সাধনা করার পর ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভগীরথানন্দ সরস্বতী কাছ থেকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব থেকে এসে ছিলেন বলে শোনা যায়। সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেবার পর তার গুরুদেব ভগীরাথানন্দ সরস্বতী তার নাম দেন গণপতি সরস্বতী। এরপর তিনি কঠিন গঠন সন্ন্যাসী জীবন যাপন করতে করতে এবং বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে চলে আসেন প্রয়াগে এবং অবশেষে ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে বারানসিতে এসে পৌঁছান। তিনি ছিলেন দশনামী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী।

বারানসি'র বিভিন্ন রাস্তা ঘাট ও মন্দির ঘুরতে ঘুরতে তিনি পঞ্চগঙ্গা ঘাটে বসবাসকারী মঙ্গল দাস ভট্ট নামে এক মারাঠি ভক্তের বাড়ির উঠোনে খোলা আকাশের নিচে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপরে দিনযাপন করতেন। বারানসিতে থাকাকালীন তিনি নগ্ন অবস্থায় আপন মনে রাস্তায় মন্দিরে ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো বা গঙ্গায় ঘন্টার পর ঘন্টা সাঁতার কাটতেন বা গঙ্গার জলে ভেসে থাকতেন। কখনো বা গঙ্গার দীর্ঘ জলপথ সাঁতরে বহু দূরে কোন ঘাটে গিয়ে উঠতেন।

তৈলঙ্গ স্বামী অযাচক ব্রত গ্রহণ করেছিলেন বলে কখনো কারো কাছে কিছু চাইতেন না। যে যা খুশি হয়ে দিতেন তাই তিনি গ্রহণ করতেন। খাওয়া দাওয়া বিশেষ কিছুই করতেন না, অথচ তার শরীরের ওজন ছিল প্রায় ১৪০ কিলোগ্রাম।

তিনি বেশিরভাগ সময়ই মৌনি থাকতেন। কথা বলতেন খুব কম। তার নানা অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী লোকমুখে বেনারসের সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে কাশীর এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে পরীক্ষা করার জন্য, তিনি যখন ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন সেই অবস্থায় সেই সাহেব একটি জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে তার উরুতে ছ্যাঁকা দেন। কিন্তু তিনি তখন ইহজগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ইষ্ট সাধনায় মহাজাগতিক স্তরে অবস্থান কর ছেন। তাই ইহজগতের জ্বালা -যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছিল না। তাই ওই জ্বলন্ত অঙ্গারের ছ্যাঁকায় তার কোনই বিকার ঘটেনি। এই ঘটনায় সাহে তখন বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তিনি ওই স্থান ত্যাগ করে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন তার বাড়ি তখন অগ্নিকাণ্ডে দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং তার একমাত্র পুত্র তখন অগ্নি দগ্ধ হয়ে যন্ত্রণা ছটফট করছে। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার ভুল বুঝতে পেরে তার পুত্রকে নিয়ে ওই অবস্থায় ছুটতে ছুটতে তিনি তৈলঙ্গ স্বামীর কাছে এসে উপস্থিত হন এবং তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তৈলঙ্গ স্বামী তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন এবং তার আহত অগ্নিদগ্ধ পুত্রকে নতুন জীবন দান করেন। (নবীন কাশীখণ্ড, শ্রী রাজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

তার অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে বারানসীতে দীর্ঘদিন বসবাসকারী রবার্ট আরনেট লিখেছেন যে, তৈলঙ্গস্বামী সম্পর্কে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়, তা যে সম্পূর্ণ মিথ তা নয় তার মধ্যে সত্যতা রয়েছে। শোনা গেছে তীব্র বিষ পান করেও তার কোনো ক্ষতি হয়নি। এক সাধু একবার তাকে পরীক্ষা করার জন্য দুধের পরিবর্তে চুনগোলা জল খেতে দিলে তিনি তা অবলীলায় পান করেছিলেন।

একবার বারানসীর এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বারানসীতে নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্ধ করে রাখে। দেখা যায় কিছুক্ষণ পর তিনি কারাগারের ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। পুলিশ কর্মীরা হতবাক হয়ে, তাকে আবার ধরে হাজতে পুরে দেয়। কিন্তু কি আশ্চর্য কিছুক্ষণ পর তাকে আবার ছাদে পায়চারি করতে দেখা যায়। শেষে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে বুঝতে পারেন, ইনি কোনও সাধারণ মানুষ নন। তারপর তাকে মুক্ত করে দেন।

তার সম্পর্কে কথা বলতে গেলে ফুরোবে না, তাই বিরত থাকাই শ্রেয়। এই মহাসাধক, মহাযোগী, শেষ জীবনে অজগর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি নিশ্চল হয়ে বসে থাকতেন।

ভদন্ত বিশ্বজিৎ স্থবির সম্মানিত হলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

কলকাতার বউবাজারে অবস্থিত 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া'। সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে চর্চা হয়। বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে সবাইকে অবগত করানো হয়। সারা বাংলা জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বমীরা এখানে এসে উপস্থিত হয়ে বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে চর্চা ও সাধনা করে থাকেন। শুধু বৌদ্ধ দর্শন, চর্চা হয় তা নয়,

মানব কল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। মানব সেবা করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। যিনি মানব সেবা করেন তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণ পুরুষ। বৌদ্ধ দর্শনের আধুনিক রূপ সম্পর্কে গবেষণা করা হয়ে থাকে। ভদন্ত বিশ্বজিৎ স্থবির বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে জনকল্যাণ করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সেই কারণে তাঁকে ওম ইন্টার ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন থেকে সম্মানিত করা হয়েছে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সভায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ভারতীয় দার্শনিকেরা গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। সম্রাট অশোকও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বিশ্ব জুড়ে শান্তি, অহিংসা এবং মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। ভদন্ত বিশ্বজিৎ স্থবির বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া (কলকাতা) সহ সাধারণ সম্পাদক এবং ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার অর্থ সম্পাদক। তিনিও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শকে সমানে রেখে শান্তি, মৈত্রী ও অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেন। ভদন্ত বিশ্বজিৎ স্থবির মহাশয়কে সম্মানসূচক 'কর্মবীর' ও 'ধর্মদূত' উপাধীতে ভূষিত করল ওম ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ভদন্ত বিশ্বজিৎ স্থবিরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছে- ''ধর্ম, মানবকল্যাণ ও সমজ উন্নয়নে তাঁর নিষ্ঠা ও ত্যাগ সত্যিই অনুকরণীয়। এই সম্মাননা ভারত ও বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের জন্য এক গর্বের বিষয়।''

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জানান দেবে হ্যাম রেডিও, জেলায় অনন্য উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৯ নভেম্বর ঃ নদীয়ায় বিপর্যয় মোকাবিলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার ভবিষ্যত সন্ধানে এক বিশেষ উদ্যোগ নিল ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব। প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রথমেই ভেঙে পড়ে সাধারণ যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ পরিষেবা। তখন প্রশাসনের সঙ্গে অসাধারণ মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে কৃষ্ণনগর ভালুকা কানাইনগর এলাকার তালতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের ফাঁকা ময়দানে

টানা ৩০ ঘণ্টার রেডিও ডিএক্সপিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস জানান, ঋতু পরিবর্তনের সময়ে ট্রাপিমা রেখার কাছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের প্রভাব রেডিও তরঙ্গে কী ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে, তা যাচাই করাই এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রেডিও স্টেশন তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করা হবে। সংগৃহীত তথ্য ভবিষ্যতে বিপর্যয়কালে যোগাযোগ রক্ষার কৌশল তৈরিতে সহায়ক হবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা। এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব ও ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রত্যন্ত এলাকার বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীদের হ্যাম রেডিও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্স পেলেও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অনেকেরই থাকে না। এই কর্মসূচিতে সেখানো হবে দ্রুত অস্থায়ী রেডিও স্টেশন স্থাপনের কৌশল, দুর্বল রেডিও প্রপাগেশনেও বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উপায়, বৈশ্বিক যোগাযোগের পদ্ধতি ও সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রযুক্তি। কৃষ্ণনগরের এই আয়োজন তাই ভবিষ্যত বিপর্যয় মোকাবিলায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচেতনতামূলক কর্মসূচি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং বর্ধমান সহযোগিতায় প্রবীণ নাগরিক ও প্রণাম প্রকল্পের সদস্যদের জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে একাধিক আইনি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে 'সংসার' নামে একটি সচেতনতা মূলক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়, যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, ২০০৭-সহ তাঁদের সুরক্ষা, পরিচর্যা, ভরণপোষণ ও অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়। তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যার আইনি সমাধানের পথও বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সচেতনতা সভার পাশাপাশি প্রবীণদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখে আয়োজিত হয় একটি বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। উপস্থিত থাকেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সুতপা মল্লিক। তিনি প্রবীণ নাগরিকদের উত্তরীয় ও ফুল দিয়ে সম্মান জানিয়ে সমাজের প্রতি তাঁদের অবদান স্মরণ করেন এবং তাঁদের সুরক্ষা, সম্মান ও অধিকার রক্ষায় সবসময় পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

জয়েনিং লেটার পেয়েও আশা কর্মীর নিয়োগ না পাওয়ার অভিযোগ বোলপুরে

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ১৯ নভেম্বর ঃ আশা কর্মী হিসেবে নিয়োগ পত্র পেয়েছিলেন এক মহিলা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিয়োগ আটকে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ওই আশা কর্মী পদ প্রার্থী। নাম মিনতি পাল মণ্ডল। বাড়ি বোলপুরের বাহিরি পাঁচশোয়া অঞ্চলে। তাঁর দাবি, সিলেকশনের পর তাকে জয়েনিং লেটার ও এনগেজমেন্ট লেটার প্রদান করা হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরও কাজে যোগ দিতে পারেননি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, এই কর্মী নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যিনি তার অপোজিট ক্যান্ডিডেট ছিলেন, সম্ভবত তিনিই আপত্তি জানিয়েছেন। আর সেই আপত্তির জেরেই তাকে 'হোল্ড' করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই নিয়োগে বাতিলে একটি অশুভ আঁতাত রয়েছে বলে ধারণা করছেন তিনি। ফলে তাকে ট্রেনিংয়ে ডাকা হয়নি। ইতিমধ্যেই ট্রেনিং শুরু হয়ে গেলেও তার কাছে কোনো নোটিস বা সরকারি বিজ্ঞপ্তি পৌঁছায়নি। তাঁর অভিযোগ, জয়েনিং লেটার দেওয়ার পরও যদি কাজেই না নেবে, তাহলে আমাকে জয়েন করানো হলো কেন? আমার এলাকার মানুষ, আত্মীয়- স্বজন সবাই জেনে গেছে যে আমি কাজটা পেয়েছি। এখন যদি কাজটা না পাই, তাহলে মান-সম্মান কোথায় থাকবে? সরকার ভুল করলে তার দায় আমি নেব কেন? তার কাছে সব নথিপত্র রয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর কাছে রয়েছে ইন্টারভিউ কল লেটার, এনগেজমেন্ট লেটার, জয়েনিং লেটারসহ সমস্ত নথি। বোলপুর থানার অন্তর্গত বড়শিমুলিয়া সেন্টারের এই কর্মী মঙ্গলবার, জেলাশাসকের দপ্তরে অভিযোগ জানাতে যান। তবে জেলা শাসক উপস্থিত না থাকায় তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি দপ্তরে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে জানিয়েছেন। ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রশাসনিক দপ্তর থেকে কোনো সুরাহা না পেয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মিনতি পাল মন্ডল।

রাশিয়ায় দু'টি নতুন কনস্যুলেট খুলল ভারত, খুশি এস জয়শঙ্কর

মস্কো ও নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ঃ রাশিয়ার ইয়েকাটেরিনবার্গ এবং কাজানে ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, এটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, যখন আমরা এই দেশে আরও দু'টি কনস্যুলেট জেনারেল যুক্ত করছি। আমি বলতে চাই, গত কয়েক মাস ধরে, এই কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ চলছে। ইয়েকাটেরিনবার্গকে প্রায়শই রাশিয়ার তৃতীয় রাজধানী বলা হয়, শিল্প গুরুত্বের কারণে এবং এটি সাইবেরিয়ার প্রবেশদ্বার। ভারী প্রকৌশল, রত্ন কাটা, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, ধাতুবিদ্যা, পারমাণবিক জ্বালানি, রাসায়নিক এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য পরিচিত, এই অঞ্চলটি রাশিয়ার অন্যতম বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরাম-এর আয়োজন করে। কনস্যুলেট উদ্বোধন ভারতীয় এবং রাশিয়ান শিল্পের মধ্যে প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্য সহযোগিতাকে সক্ষম এবং শক্তিশালী করার জন্য প্রেরণা জোগাবে। এস জয়শঙ্কর বলেন, কাজান তেল উৎপাদন এবং পরিশোধন, সার, অটোমোবাইল, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, ওষুধ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য সুপরিচিত। আমি নিশ্চিত যে দু'টি নতুন কনস্যুলেট খোলার মাধ্যমে, ভারত- রাশিয়া সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং এটি অবশ্যই আমাদের সম্পর্কের একটি নতুন পর্যায় চিহ্নিত করবে।

নিরাপত্তাহীন এটিএমে দু ঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর ঃ বর্ধমান শহরের কানাইনাটশাল ডিভিসি মোড়ে অবস্থিত এসবিআই এটিএমে দু ঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা এটিএমের শাটার ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং গ্যাস কাটার দিয়ে পুরো মেশিনটি কেটে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা লুট করে চম্পট দেয়। অবিশ্বাস্য ভাবে এত বড় ঘটনা ঘটলেও আশপাশের কেউ কিছু টের পাননি বলে জানা গেছে। বুধবার দুপুরে ব্যাংকের কর্মীরা এসে শাটার খুলে ভাঙা এটিএম দেখতে পান এবং ঘটনাস্থলের ছবি সংগ্রহ করেন। তবে এবিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ক্যামেরার সামনে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। দুষ্কৃতীরা এটিএমের ভিতরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোকেও গ্যাস কাটারের তাপে ঝলসে নষ্ট করে দেয়, ফলে তদন্তের প্রাথমিক প্রমাণ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই এটিএমে কোনো নিরাপত্তারক্ষী নেই। তাদের দাবি, নিরাপত্তারক্ষী থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না। এলাকায় আগে কখনো এমন দুঃসাহসিক চুরি বা ডাকাতির ঘটনা ঘটায় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। ইতিমধ্যেই পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।

বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশা পুলিশের হাতে তিন দিন ধরে আটক পশ্চিমবঙ্গের ১৭ জন ফেরিওয়ালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুর জেলা থেকে ফেরিওয়ালার কাজ করতে গিয়ে গত তিনদিন ধরে ওড়িশা পুলিশের হাতে আটক হয়ে রয়েছেন এই রাজ্যের কমপক্ষে ১৭ জন বাসিন্দা। আটক পরিযায়ী ফেরিওয়ালাদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার কারণে বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশা সরকার এবং সেখানকার পুলিশ তাদেরকে অবৈধভাবে আটক করে রেখে দিয়েছে। ওড়িশা পুলিশের হাতে আটক হয়ে থাকা এই রাজ্যের ফেরিওয়ালারা নিজেদের ভারতীয় হওয়ার বৈধ নথিপত্র ওড়িশা পুলিশ দেখালেও, সেগুলোকে তারা মান্যতা দিতে রাজি নয় বলে জানিয়েছেন বন্দি হয়ে থাকা এই রাজ্যের বাসিন্দারা। সূত্রের খবর বর্তমানে ওড়িশা পুলিশের হাতে যে ১৭ জন ফেরিওয়ালা বন্দি হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে ১০ জন মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি এবং সামশেরগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা এবং বাকি সাত জন মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওড়িশা পুলিশের হাতে ফেরিওয়ালাদের আটক হবার খবর তারা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। ওই সমস্ত ব্যক্তির বৈধ নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজও শেষ হয়েছে। সেগুলো ইতিমধ্যেই ওড়িশা পুলিশকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার তরফে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার মুর্শিদাবাদ জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশায় মারধর করা এবং তাদের বন্দি করে রাখার অভিযোগ উঠেছে সেখানকার বিজেপি সরকার এবং স্থানীয় কিছু বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাগুলো নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব সরব হওয়ার পর কিছুদিনের জন্য বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর ওড়িশায় অত্যাচার কমেছিল। নতুন করে ওড়িশায় ফের একবার পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মানুষদের হেনস্থা করা শুরু হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সেখানে কর্মরত প্রচুর বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে। সূত্রের খবর অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার মহিষাসস্থলী গ্রাম থেকে সাতজন, শংকরপুর থেকে একজন, ভাষাই পাইকর থেকে একজন এবং বাহাগলপুর থেকে একজন ব্যক্তি ফেরিওয়ালার কাজ করার জন্য ওড়িশার ভদ্রক জেলায় গিয়েছিলেন। ওই ফেরিওয়ালারা সেখানকার শারকার নগর নামে একটি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং সেখান থেকে রোজ সকালে কাজে বেরিয়ে যেতেন। ওড়িশা পুলিশের হাতে বন্দি কাবিরুল শেখ নামে মহিষাসস্থলী গ্রামের এক ফেরিওয়ালা জানান, 'গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা নিয়মিত ওড়িশায় ফেরিওয়ালার কাজ করতে যাই। আগে কখনই ওড়িশায় কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি। সম্প্রতি ওড়িশায় সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই আমাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।' তিনি বলেন, ' মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আমরা যে দশ জন ব্যক্তি ফেরিওয়ালার কাজ করতে এসেছিলাম তাদের মধ্যে পাঁচজন বাচ্চাদের পোশাক বিক্রি করতাম এবং বাকি পাঁচজন বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে প্লাস্টিকের জিনিসপত্র বিক্রি করতাম।' ওই ব্যক্তি আরও বলেন, 'আমরা ১৭ জন ফেরিওয়ালা একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতাম। গত তিন দিন আগে রাত ন'টা নাগাদ বেশ কিছু পুলিশ আমাদের বাসায় এসে আমাদেরকে ধরে নিয়ে চলে আসে। 'ওড়িশা পুলিশের হাতে আটক মুর্শিদাবাদের ফেরিওয়ালারা দাবি করেছেন, মূলত তাদের সংখ্যালঘু পরিচয়ের জন্য তাদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের আরও অভিযোগ, গত তিনদিন ধরে ওড়িশা পুলিশ তাদেরকে একটি বাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছে। তাদের কাউকে ঠিকমত খেতে দেওয়া হচ্ছে না। আটক ওই ফেওয়ালারা আরও জানিয়েছেন, ওড়িশা পুলিশ তাদের মারধর না করলেও তাদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। ওড়িশা পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পরেই তারা নিজেদের ভারতীয় হওয়ার যাবতীয় নথিপত্র যেমন -প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সবই দেখিয়েছেন। কিন্তু ওড়িশা পুলিশ সেগুলো দেখে তাদের মুক্তি দিতে রাজি হয়নি। কাবিরুল জানান, 'আমাদেরকে যে বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়েছে সেখানে দু'জন পুলিশ প্রহরায় রয়েছে। কিন্তু কোনও পুলিশের আধিকারিক এসে আমাদের কথা শুনছেন না বা আমাদেরকে কবে ছাড়া হবে সে বিষয়ে কিছুই বলছেন না।' সামশেরগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন, 'ওড়িশায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাঙালিদের উপর অত্যাচার শুরু হয়েছে। বিজেপি-র কাছে বাঙালি হওয়া অপরাধ। তারা বাংলা এবং বাঙালি বিদ্বেষী। ' তিনি বলেন ,'আটক ফেরিওয়ালাদের ছাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যে প্রশাসন তৎপর হয়েছে। তাদের সমস্ত নথি ভদ্রক পুলিসিকে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করছি বন্দি ব্যক্তিরা খুব শীঘ্র মুক্তি পাবেন। '

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য কার্যালয়ে জুবিন গার্গের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

মালিগাঁও, ১৯ নভেম্বর ঃ ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল মালিগাঁওস্থিত মুখ্য কার্যালয়ে প্রয়াত কিংবদন্তি গায়ক এবং কালচারেল আইকন জুবিন গার্গের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি - দিগন্ত শর্মা, বিমান বড়ুয়া, ববিতা শর্মা এবং মানস হাজরিকা উপস্থিত ছিলেন, যাদের সকলের সাথেই বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং উক্ত উদযাপিত অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব তাদের সকলকেই সংবর্ধনা জানান। অনুষ্ঠান চলাকালীন, অতিথিরা কিংবদন্তি শিল্পীর স্মৃতিচারণ করেন, পুরাণো স্মৃতি তুলে ধরেন এবং আসামের জনসাধারণ ও জাতির প্রতি তাঁর অমূল্য অবদানের কথা প্রতিফলিত করেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর জেনারেল ম্যানেজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং প্রিয় শিল্পীর প্রতিকৃতিতে পুস্পাঞ্জলী অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, কর্মী এবং ইউনিয়ন প্রতিনিধিরাও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজার উনার ভাষণের মাধ্যমে প্রয়াত জুবিন গার্গের ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশন শিল্পে অতুলনীয় অবদানের কথা আন্তরিকভাবে স্মরণ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, কীভাবে এই মহান শিল্পী আসামের সাংস্কৃতিক সারমর্মকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে তার প্রতি স্থায়ীভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের লক্ষে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মালিগাঁও-এ সাংস্কৃতিক ময়দান কিংবদন্তি শিল্পীর সম্মানে 'জুবিন গার্গ বিহুতলি' হিসাবে নামকরণ করা হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে এই অনুষ্ঠানটি একজন কালচারেল আইকনের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে সম্পন্ন করা হয়েছে। যাহা আগামী প্রজন্মকে খুবই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। এই সন্ধ্যাটি একটি প্রাণবন্ত এবং বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এগিয়ে যায়, যেখানে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবারের প্রতিভাবান শিল্পীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ছিল। একটি বিশেষ ভিডিও সংকলনে প্রয়াত জুবিন গার্গের জীবনযাত্রার স্মরণীয় মুহূর্তগুলিও প্রদর্শিত হয়েছিল, যেখানে এনএফআরসিএ এবং এনএফআরডব্লিউডব্লিউঅ-এর সদস্যদের সুমধুর একক এবং দলগত উপস্থাপনাতে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। একটি বিশেষ মুহূর্ত 'মায়াবিনী রাতির' এর প্রাণবন্ত দলগত পরিবেশন ছিল, যা দর্শকদের কাছ থেকে আন্তরিক প্রশংসা লাভ করে এবং গভীর নস্টালজিয়া অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি হয়, যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি প্রয়াত জুবিন গার্গের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে পরিণত হয়েছে তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার প্রতি ঐক্যবদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতীক এবং অসমীয়া সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রতিভানদের সম্মান জানাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নিষ্ঠার পুনর্ব্যক্ত করেন।

Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: **1. NIT No:- 19/AWC/2025/ Dev., Date: 18.11.2025** under ICDS, vide Memo No: 4324(40)/ APASEng./Dev., Dated: 18.11.2025, Total No. of Scheme 02 (Two) nos. Last date of Application : **13.12.2025 upto 11.00 am.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of **N.I.e.T No-35/HPS/APAS/2025-26, 36/HPS/APAS/2025-26** Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.**
The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours on dated 15/12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours. The payment will be made in due course.

Sd/-
Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) সিন্ধুবালা মন্ডল, ২) পানুবালা মন্ডল ৩) রাজেন মন্ডল ৪। টৌটন মন্ডল, ৫) যতন মন্ডল, ৬) মদন মন্ডল, ৭) মোহন মন্ডল ৮) ফুলমনি বর, ৯) গোবর্ধন মন্ডল, এতদ্বারা জানাইতেছি যে বুক নং-IV পাওয়ার নং-৭০৪, volume-২০ পাতা-৩৫৬ হইতে ৩৫৯, A-D-S-R- হাওড়া অফিসে ২০০২ সালের ৮ নভেম্বর তারিখে ১১ কাঠা শালি জমি- শ্রী সমীর কুমার বিশ্বাস, পিং- শ্রীপতি বিশ্বাস মহাশয় আমোক্তার নিযুক্ত করিলাম।
মৌজা- চামরাইল, J.L-১০৫, R.S খতিয়ান নং-৬৯৮, R.S দাগ নং- ৩৭৫৬

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.নং.-১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-২৬আরটি, তারিখঃ ১৮.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ** ঃ চেঙ্গাইল ইয়ার্ডঃ পিএসআর-১১০ কেএমপিএইচ অপসারণের জন্য আপ মেইন লাইনে ত্রুটিপূর্ণ লেআউট-এর উন্নতিবিধান (এটি-এর ব্যবস্থা)। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ৮০,৬৩,৯৪০.৬৯ টাকা। **ইএমডি** ঃ ১,৬১,৩০০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ১১.১২.২০২৫। **সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ১২ (বারো) মাস। **জমার তারিখ** ঃ ১১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু- ২০২৫-২৬-৩০, তারিখঃ ১৮.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ** ঃ খড়গপুর ডিভিসনে পাঁশকুড়া ইস্ট আউটার কেবিনে নতুন ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং-এর মাধ্যমে পুরানো প্যানেল ইন্টারলকিং বদল সংক্রান্ত ইলেক্ট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ৭,৬৬,১৮৫.৪২ টাকা। **ইএমডি** ঃ ১৫,৩০০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ১০.১২.২০২৫। **সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ০৬ (ছয়) মাস। **জমার তারিখ** ঃ ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-২৮, তারিখঃ ১৮.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ** ঃ বেনাপুর ও লক্ষণনাথ রোড স্টেশনে বর্তমান পুরানো এফওবি বদল ও ভেঙে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পুরানো এফওবি-এর বদলে নতুন ৩মিটার প্রশস্ত এফওবি নির্মাণ সংক্রান্ত ইলেক্ট্রিক্যাল/টিআরডি কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ১১,৭৫,৯২৫.৪৭ টাকা। **ইএমডি** ঃ ২৩,৫০০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ১০.১২.২০২৫। **সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ০৬ (ছয়) মাস। **জমার তারিখ** ঃ ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য** ঃ সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-852)**

E-tender

e-tender notice published for the supply of Books **[Tender id: 2025_DHE_952716_1]**, Visit **www.wbtenders.gov.in** for details.
Sd/- Principal
Bolpur College, Bolpur, WB

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৭.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩৬-২৫-২৬। কাজের নাম** ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার [বিআরএল]/শিয়ালদহ-র অধীনে শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ-দমদম জং. শাখায় ব্রীজ নং ১৭ এবং ২০ -তে উন্নততর ডুপ্লিকেট গার্ডার দ্বারা রিগার্ডারিং-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ৬,৯২,১২,৬৮৭.৩২ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ** ঃ ৪,৯৬,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩৭-২৫-২৬। কাজের নাম** ঃ (i) শিয়ালদহ-দমদম জং. শাখায় শিয়ালদহ এবং বিধাননগর রোড স্টেশনের মধ্যে আপ এবং ডাউন মেন লাইনে ব্রীজ নং. ৭-এর রিগার্ডারিং। (ii) দমদম জং. - ডানকুনি শাখায় বালিঘাট স্টেশন সীমার মধ্যে আপ এবং ডাউন লাইনে ব্রীজ নং ১৪ সিসিআর -এর রিগার্ডারিং এবং (iii) শিয়ালদহ ডিভিসনে কাঁকুড়গাছি রোড কেবিন কর্ড লাইনে (কেজিকে) স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি হল্ট এবং পার্ক সার্কাস স্টেশনের মধ্যে আপ ও ডাউন লাইনে ব্রীজ নং এক্স-২৩ (আরইউবি)-র রি-গার্ডারিং-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ৯,০৪,৮৩,৮৫৮.২৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ** ঃ ৬,০২,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১৫ (পনেরো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩৮-২৫-২৬। কাজের নাম** ঃ (i) শিয়ালদহ ডিভিসনে এনসিসি ইয়ার্ড-এ ব্রীজ নং. ১এ (লাইন নং. এনসিসি ১২ এবং সিএ গুডস্ -এর সকল স্প্যান ও লাইন নং. এনসিসি ১০ -এর কেবলমাত্র শোর স্প্যান)- এর রি-গার্ডারিং -এর ব্যবস্থা এবং (ii) শিয়ালদহ ডিভিসনে শিয়ালদহ - দমদম জং. শাখায় বিধাননগর রোড এবং দমদম জং. স্টেশনের মধ্যে আপ মেন, ডাউন মেন, লাইন নং. ৭ এবং সাধারণ লাইনে ব্রীজ নং. ২৭ -এর রি-গার্ডারিং। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১০,২৩,৯২,৬৫৯.৯২ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ** ঃ ৬,৬২,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ১২.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** ঃ ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ১২.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-262/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)

তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা দুই বছরের জন্য জরুরি ভিত্তিতে স্থানীয় ক্রয়ের মাধ্যমে ওষুধ, অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত, ভোগ্যপণ্য, ডেন্টাল, প্যাথলজি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রেতাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ ফার্ম/ডিস্ট্রিবিউটর/কেমিস্ট শপের কাছ থেকে তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মেট্রো রেল, কলকাতায় সরবরাহের জন্য একটি প্রি-বিড এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট চাইছেন। এজেন্সি নির্বাচনের জন্য ইওআই নীচে উল্লেখিত বিশেষ শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে: **(১)** বৈধ ড্রাগ লাইসেন্স, **(২)** উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নন-কনভিকশন শংসাপত্র, **(৩)** জিএসটি নিবন্ধন শংসাপত্র, **(৪)** কর্পোরেশন লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি, **(৫)** যেকোনো সরকারি/বেসরকারি/কর্পোরেট/ মেট্রো রেলওয়ে হাসপাতালের পারফরমেন্স সার্টিফিকেট, **(৬)** ছয় ঘন্টার মধ্যে উপকরণ সরবরাহের স্ব-প্রত্যয়ন, **(৭)** নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে নোটারাইজড হলফনামার একটি কপি জমা দিতে হবে, **(৮)** বার্ষিক টার্নওভার, **(৯)** যোগাযোগের বিবরণ। প্রি-বিড সভার তারিখ, সময় এবং স্থান: **২৪.১১.২০২৫ তারিখে ১১.০০ টায়** এবং ১০ম তলা, সভা কক্ষ, মেট্রো রেল ভবন, ৩৩/১, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১। **এডিশনাল চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট/মেডিকেল স্টোর**
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.hmc.org.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসির অধীনে আই (ওয়ান) নং শ্মশান কাজের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ ১৭.১১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ ১২.১২.২০২৫ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত।
দয়া করে এখানে যানঃ https://wbtenders.gov.in.
ED/Crematorium/11/25-26 Dated: 13-11-2025

193(3)/25-26
19.11.25

নির্বাহী প্রকৌশলী
হাওড়া পৌর নিগম

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
November 22, 2025	04:30 P.M.	Sher Bengal River Resort, Nowpala, Palpara P.S.- Bagnan, Howrah, Pin - 711 303.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **X/089/006/2025-2026/UTTARAN (2ND CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of Passage near Premises Nos. 22 K.P. Roy, 53/1 G.B. Lane etc. in Ward No.-089, Borough-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,56,476.81.** Earnest Money: ₹ **5,200.00**. Period of Completion: **90 days.**
2. NIT No.: **X/100/APAS/258/1/2025-2026**
Name of the Work: **Improvement of drainage system near 382, 382A, 382C etc. N.S.C. Bose Road in Ward No. 100, Borough-X (APAS SCHEME ID: APAS/01/152/258/0003).** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,44,189.74.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
3. NIT No.: **X/094/036/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Maintenance of Sewerage system at Premises No. 55B, 65A, Prince Anwar Shah Road etc. in Ward No. 094, Borough-X, Under APAS/01/152/5/0001.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,80,228.90.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **45 days.**
4. NIT No.: **X/100/APAS/271/1/2025-2026**
Name of the Work: **Improvement of Passage A/37, A/31, A/21, A/22, A/3 L.N. Colony in Ward No. 100, Borough-X, (APAS Scheme ID: APAS/01/152/271/0003).** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,82,437.65.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **X/100/APAS/274/2/2025-2026**
Name of the Work: **Maintenance of ASPH Road 27, 13E, B.G. Lane in Ward No. 100, Borough-X (APAS Scheme ID: APAS/01/152/274/0003).** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,33,600.85.** Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
6. NIT No.: **X/100/APAS/252/1/2025-2026**
Name of the Work: **Maintenance of ASPH Road near E/1/3, E/1/1, E/1/4, E/11, E/23 Ramgarh Colony etc. in Ward No. 100, Borough-X (APAS Scheme ID: APAS/01/152/252/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,71,634.71.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
7. NIT No.: **X/089/033/2025-2026**
Name of the Work: **Restoration of Road surface and drainage sysem damage due to Collapse of drainage Network near 58/39 Prince Anwar Road in Ward No. 89, Borough-X.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **1,28,373.40.** Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Time of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1), **13.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 2 to 6) & **12.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 7). Date and time of opening of bid: **17.12.2025 –12.00 noon** (for Sl. No. 1) & **15.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 2 to 7). The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 6) & **20.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/040/PS189/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Development of Road at Srigopal Mullick Lane and Adjacent Area (PS No. 189) in Ward No.-40, Borough-V, KMC.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,90,733.46.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/044/APAS/21/2025-2026**
Name of the Work: **Development of Passage with Ancillary Works at 42, 45, 48 Phears Lane and Adjacent area in Ward No.-44 (PS-21)**. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,80,156.09.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.12.2025 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of bid: **20.12.2025 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1) & **28.11.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/E.E.(C)/XVI/APAS/320/125/031/25-26**
Name of the Work: **Repairing of surface drain at near Pre. No. P/11 Shibaji Colony in Ward No.-125.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,60,880.36.** Earnest Money: ₹ **3,400.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/E.E.(C)/XVI/APAS/320/125/030/25-26**
Name of the Work: **Through Improvement of Asphaltum Road at near Pre. No. P/11 Shibaji Colony in Ward No.-125.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,06,760.14.** Earnest Money: ₹ **4,200.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The tender will be opened on: **15.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **25.11.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE-III/APAS/13/34/25-26 (2ND CALL)**
Name of the Work: **Renovation of Sanitary Latrine at 82/A Ultadanga Main Road in Ward No.-13.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,381.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE-III/33/APAS-21/25-26 (1ST CALL)**
Name of the Work: **Improvement of Sewer Line and Passage at 75/H/9 Beliaghata Main Road in Ward No.-33.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,26,733.00.** Earnest Money: ₹ **4,600.00**. Period of Completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **06.12.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1) & **13.12.2025 up to 9.00 a.m.** (for Sl. No. 2). Date and time of opening of bid: **08.12.2025 after 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1) & **15.12.2025 after 9.00 a.m.** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **20.11.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1) & **18.11.2025 on 5.00 p.m.** (for Sl. No. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **APAS/110/150/327/03/14/25-26**
Name of the Work: **Renovation of Passage and U.G. Sewer in M Block Ward No.-110.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **3,99,693.55.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/104/043/25-26/R**
Name of the Work: **Maintenance of U.G. drainage system by Providing C.P., Raising Pit Cover at Middle Road, Naskar Para in Ward No.-104.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **1,32,886.16.** Earnest Money: ₹ **2,700.00**. Time of Completion: **60 days.**
3. NIT No.: **APAS/110/150/332/02/12/25-26**
Name of the Work: **Maintenance of surface drain both side Bhuter Raja to Patuli Fire Station in Ward No.-110.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **1,99,551.61.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Time of Completion: **30 days.**
4. NIT No.: **APAS/104/150/76/04/006/25-26**
Name of the Work: **Improvement of Road at Pratapgarh near 18 Pratapgarh, in Ward No.-104.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **1,98,320.78.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Time of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **13.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1), **12.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 2), **03.12.2025 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 3) & **08.12.2025 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 4). The tender will opened on: **15.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1), **15.12.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 2), **05.12.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 3) & **10.12.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 4). The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1), **26.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 2), **12.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3) & **25.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

1439/25-26

বাংলাদেশে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

প্রকাশ্যে এল শেখ হাসিনা ও কামালের বিপুল সম্পদের বিস্তারিত

বিশেষ প্রতিনিধিঃ জুলাই হত্যাকাণ্ড মামলায় মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে এবার আরও কঠোর পদক্ষেপ নিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আদালত রায় দিয়েছে- দু'জনের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। রায়ের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, বাংলাদেশে আসলে কত সম্পত্তি রয়েছে হাসিনা ও কামালের নামে? কী কী রয়েছে তাঁদের ভাণ্ডারে? নির্বাচনী হলফনামা এবং বিভিন্ন মামলার নথি ঘেঁটে স্পষ্ট হচ্ছে-এই দুই প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের সম্পদের পরিমাণ নেহাত কম নয়। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জমা দেওয়া হলফনামায় শেখ হাসিনা নিজের নামে স্থাবর-অস্থাবর মিলে মোট সম্পত্তি দেখিয়েছিলেন প্রায় ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গোপালগঞ্জ-৩ থেকে প্রার্থী হওয়ার সময় জমা দেওয়া ওই হিসাব অনুযায়ী, তাঁর হাতে নগদ অর্থ ছিল মাত্র সাড়ে ২৮ হাজার টাকা। তবে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ছিল প্রায় ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। এর বাইরে আরও ২৫ লক্ষ টাকার সঞ্চয় এবং প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানতও উল্লেখ করেছিলেন তিনি। হাসিনার ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত তিনটি গাড়ির গল্পও উঠে আসে ওই নথিতে। একটির মালিকানা এসেছে উপহার হিসেবে, বাকি দু'টির মোট দাম প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে রয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সোনা ও অন্যান্য দামী গহনা। বাাির আসবাবপত্র ও নানা মূল্যবান জিনিসপত্রের মোট মূল্য আনুমানিক সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা। স্থাবর সম্পদের তালিকায় আরও চমকে দেওয়া তথ্য রয়েছে। টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর এবং রূপগঞ্জ মিলিয়ে হাসিনার কৃষিজমি রয়েছে মোট ১৫.৩ বিঘা। তাঁর নিজের নামে টুঙ্গিপাড়ায় রয়েছে তিনতলা বাড়ি। গাজীপুরের অদূরে মৌচাক এলাকায় ছিমছাম একটি বাগানবাড়ি রয়েছে প্রায় ৯ বিঘা জমির উপর-তার মালিকানা ভাগাভাগি করে রেখেছেন শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা এবং তাঁদের সন্তানরা। এ-ছাড়া, ঢাকার পূর্বাচলে রয়েছে ৩৫ লাখি মূল্যের একটি জমি। এখানেই কেন্দ্রীভূত একাধিক অভিযোগ-হাসিনার বিরুদ্ধে দাবি উঠেছে, তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের মেয়াদে পরিবারের ছয় সদস্যের নামে পূর্বাচলে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ করা হয়েছিল। মোট ৬০ কাঠা জমি ' ভাবে' অর্জন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও চলছে। শুধু তাই নয়, ২০০৮ সালের নির্বাচনী হলফনামায় সম্পত্তির তথ্য ' বা অসম্পূর্ণ' দেওয়া হয়েছিল-এমন অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সে সময় তিনি নিজের নামে মোট জমির পরিমাণ দেখিয়েছিলেন ৬.৫০ একর, অথচ অভিযোগকারীদের দাবি-তখন তাঁর নামে ২৮ একরেরও বেশি স্থাবর সম্পত্তি ছিল। অন্যদিকে, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের সম্পদও কম বিস্ময়কর নয়। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর স্থায়ী আমানত এবং সঞ্চয়ে ছিল প্রায় ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কে জমা ছিল আরও ৮২ লক্ষ। বন্ড ও শেয়ারে বিনিয়োগ করেছিলেন প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে নগদ অর্থ ছিল ৮৪ লক্ষের মতো। তাঁর নামে রয়েছে দেড় কোটি টাকারও বেশি মূল্যমানের দুটি গাড়ি। রয়েছে ২ লক্ষ টাকার ঘরের আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী। কৃষিজমি রয়েছে ৫ বিঘারও বেশি, আছে দুটি বাড়ি ও একাধিক অ্যাপার্টমেন্ট। সব মিলিয়ে কামালের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। জুলাই হত্যাকাণ্ড মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর এই সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন এখন উত্তাল-একদিকে আদালতের সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ এবং রাস্তায় নেমে আসা দলীয় কর্মীরা। তবে আইনের কাছে সম্পদের লম্বা তালিকা যে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, তা-ই স্পষ্ট করে দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। এখন দেখার, এই বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের প্রক্রিয়া কত দ্রুত এবং কীভাবে এগোয়, আর সেই প্রভাব কতটা পড়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহে।

ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশ বন্ধমানব পাচার চক্র রুখতেই কড়া সিদ্ধান্ত ইরানের

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ ভারত ও ইরানের দীর্ঘদিনের উষ্ণ সম্পর্কের মধ্যেই বড় পরিবর্তন আনল তেহরান। বহু বছর ধরে চালু থাকা ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার হঠাই বন্ধ করে দিল ইরান সরকার। শুধু পর্যটনই নয়, ইরানের বিমানবন্দর ব্যবহার করে অন্য দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এখন থেকে বাধ্যতামূলক হবে ভিসাধারী হওয়া। আগামী ২২ নভেম্বর থেকেই কার্যকর হবে এই নতুন নিয়ম। কেন এমন আকস্মিক পদক্ষেপ? ইরানের ঘোষণার পরই সেই কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল ভারত সরকার। ইরানের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই দিল্লির বিদেশমন্ত্রক উচ্চ সতর্কতা ঘোষণা করে জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে ভিসা ছাারে সুযোগকে ব্যবহার করে একাধিক অপরাধচক্র বিপজ্জনকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভারতীয়দের চাকরি বা থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার টোপ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হচ্ছিল। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে-এই ভিসামুক্ত সুবিধাকে ঢাল করে ভারতীয় নাগরিকদের ইরানে নিয়ে গিয়ে অপহরণ করা হচ্ছিল, এবং পরিবারগুলির কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছিল মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ। ভারত সরকারের হাতে এমন নথিভুক্তঃ ঘটনা একাধিকবার এসেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তোলে। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি বলছে, ভিসা ছাড়ের সুবিধাকে অপব্যবহার করে গড়ে ওঠা মানবপাচার চক্রকে নিষ্ক্রিয় করতেই বাধ্য হয়েছে ইরান সরকার। এ ধরনের চক্র শুধু ভারত নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট করে সতর্ক করেছে-' অন অ্যারাইভাল' বা ' এন্ট্রি'-র প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা প্রলোভন দেখাচ্ছে, তাদের ফাঁদে যেন কেউ না পানে। দু'দেশের সম্পর্ক বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বাণিজ্য, জ্বালানি সহযোগিতা-সব ক্ষেত্রেই ভারত-ইরান সম্পর্ক বহু দশকের পুরনো। পর্যটনকে উসাহিত করতে আশির দশকের শেষ থেকেই ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশ নীতি কার্যকর ছিল। প্রতিবছর হাজার হাজার ভারতীয় তীর্থযাত্রী, পর্যটক এবং ব্যবসায়ী ইরান সফরে যান। ফলে এই নীতি ছিল দুই দেশের সম্পর্কের বিশেষ আস্থার প্রতীক। কিন্তু সাম্প্রতিক অপরাধচক্রের দৌরাত্ম্য নীতিকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, ফলে ইরানকে পদক্ষেপ নিতে হয়। ইরান সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ভারতীয় নাগরিকেরা যদি ইরানে প্রবেশ করতে চান বা শুধু দেশের বিমানবঃদর ব্যবহার করেও অন্য গন্তব্যে যেতে চান, তাহলে তাদের আগে থেকেই বৈধ ভিসা নিতে হবে। ট্রানজিট-ভিসাও বাধ্যতামূলক। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকেই ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মকানুন কঠোর করা হচ্ছে। ভারত সরকারও একই সঙ্গে সমস্ত যাত্রীকে সাবধান করে জানাচ্ছে-ইরানে ভ্রমণের আগে যেন কোনওভাবেই অপরিচিত এজেঃট বা দালালের প্রলোভনে না পড়েন। মানবপাচার রুখতে ইরানের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে নয়াদিল্লিও। কারণ ভিসামুক্তঃ যাতায়াত মানবপাচারকারীদের কাছে হয়ে উঠেছিল নিরাপদ পথ। একাধিক ভারতীয় যুবক ও শ্রমিককে উন্নত চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে গিয়ে পাচার, আটকে রাখা, এমনকী নির্যাতনের মতো ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলির প্রতিবেদনে। তাই ইরানের এই কঠোর সিদ্ধান্ত আপাতত দুই দেশকেই সতর্কতার পথে হাঁটতে বাধ্য করবে। ভারতীয় পর্যটকদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক বড় পরিবর্তন। বছরের পর বছর ধরে জনপ্রিয় গন্তব্য হিসেবে ইরান যে স্বাধীন প্রবেশাধিকারের সুযোগ দিত, তা ভ্রমণকারীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। কিন্তু এখন থেকে প্রতিটি সফরের আগে ই-ভিসা বা নিয়মিত ভিসা নিতে হবে। ফলে সময়, কাগজপত্র ও নিরাপত্তা-সব দিক থেকে পরিকল্পনা আরও যথাযথ ভাবে করতে হবে। তবে কূটনৈতিক মহলের মত-দুটো বন্ধুত্বপূর্ণ দেশই এই সিদ্ধান্তকে নিরাপত্তার কারণে সাময়িক প্রয়োজন হিসেবে দেখছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে আবারও নীতি শিথিল হতে পারে। কিন্তু আপাতত পরিস্কার-অপরাধচক্রের জাল ভাঙতেই ভারতীয়দের জন্য ভিসা-মুক্ত প্রবেশের দরজা বন্ধ করল ইরান।

নাইজেরিয়ায় স্কুলে রক্তাক্ত হামলা ভাইস প্রিন্সিপালকে খুন করে ২৫ ছাত্রী অপহরণ

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ সংকটে জর্জরিত নাইজেরিয়ায় ফের ঘটল ভয়ংকর অপরাধ। উত্তর-পশ্চিম কেবিব স্টেটে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের হামলায় রীতিমতো কেঁপে উঠল একটি মেয়েদের আবাসিক স্কুল। সোমবার সকালে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে একদল আততায়ী স্কুলে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। বাধা দিতে গেলে ঘটনাস্থলেই গুলিতে প্রাণ হারান স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। আহত হন আরও কয়েক জন কর্মী। এরপরই দুষ্কৃতীরা স্কুলের ভেতর থেকে ২৫ জন ছাত্রীকে জোর করে অপহরণ করে পাশের জঙ্গলের দিক দিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কোনও সংগঠন এখন পর্যন্ত ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। অপহৃত ছাত্রছাত্রীদের সন্ধানে ইতিমধ্যেই অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি চলছে। নাইজেরিয়ায় এ ধরনের নৃশংস হামলা নতুন নয়। দেশজুড়ে বহুদিন ধরেই সক্রিয় বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী, জঙ্গি সংগঠন ও দুষ্কৃতীচক্র। চলতি বছরই মধ্য নাইজেরিয়ার বেনু এলাকায় সাম্প্রদায়িক হামলায় শতাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়। ধর্মীয় বিভাজনের কারণে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বারবার ছড়াচ্ছে হিংসা। পাশাপাশি বোকো হারাম বহু বছর ধরে ত্রাস সৃষ্টিকারী জঙ্গি সংগঠন হিসেবে সক্রিয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা বাড়তে থাকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি কঠোর সতর্কবার্তাও দিয়েছিলেন নাইজেরিয়া সরকারকে। এ দিনের স্কুল হামলা ফের তুলে ধরল-আফ্রিকার অন্যতম বৃহ এই দেশটি এখনও দুষ্কৃতী ও সশস্ত্র গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্যের কাছে কার্যত অসহায়। অপহৃত ২৫ ছাত্রীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এখন দেশজুড়ে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ।

নেপালে ৫ মার্চ নির্বাচনের দিন ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি রাখল অন্তর্বর্তী সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ নেপালে অবশেষে নির্ধারিত হল সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ। জেন জি-এর নেতৃত্বে তীব্র গণবিক্ষোভে কেপি শর্মা ওলি-র সরকার পতনের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই দেশজুড়ে নির্বাচনী বর্ষা নেমে এসেছে। শনিবার নেপালের নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দিল-২০২৬ সালের ৫ মার্চ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যেই জানুয়ারিতে শুরু হবে মনোনয়ন পর্ব। এই ঘোষণায় সিলমোহর পড়ল সেই প্রতিশ্রুতিতেই, যা অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে শপথ নেওয়ার সময় দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন সুশীলা কার্কী। গত ১২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সুশীলা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন-তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য আসেননি এসেছেন কেবল জনগণের সেবা করতে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দেশকে নির্বাচনের পথে ফিরিয়ে দিতে। তাঁর কথায়, ' ছ'মাসের বেশি পদে থাকব না। ক্ষমতার স্বাদ নেওয়ার জন্য আসিনি। নতুন পার্লামেন্টকে দায়িত্ব দিয়ে দেব।'' নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার পর স্পষ্ট-কার্কী ও তাঁর অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ নেপালের রাজনীতিকে তোলপাড় করে দিয়েছিল। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং শাসকদলের প্রতি তীব্র হতাশা তরুণ প্রজন্মকে রাস্তায় নামিয়ে আনে। পতাকা হাতে, হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে নেপালের রাস্তায় তখন উত্তাল ভিড়। বিক্ষোভের চাপ বাড়তেই ৯ সেপ্টেম্বর ওলি সরকার ভেঙে পড়ে। মাত্র তিন দিন পরই রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুশীলা কার্কী শপথ নেন অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীর পদে। শপথ নেওয়ার দিনই প্রেসিডেন্ট অফিস ঘোষণা করেছিল-৫ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই ঘোষণাই এ বার আনুষ্ঠানিকতা পেল নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরে সময় নষ্ট করেনি। নভেম্বরের শুরু থেকেই ভোট পরিচালনার প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রতিটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচনের খুঁটিনাটি আলোচনা করেন কার্কী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামতও নেন তিনি। উদ্দেশ্য-নির্বাচন যেন হয় স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক। সুশীলা কার্কীর প্রশাসনিক দক্ষতা এবং বিচারপতি হিসেবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এই প্রস্তুতিকে আরও গতি দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় স্পষ্ট করা হয়েছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়সূচি। আগামী ২০ জানুয়ারি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন। সেদিনই বিকেলে কমিশন প্রকাশ করবে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা। কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে হলে ২১ জানুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে হবে। ২৩ জানুয়ারি মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। ওই দিনই প্রকাশ পাবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা। এরপরই শুরু হবে নির্বাচনী প্রচার-যা কার্যত ফেব্রুয়ারি জুড়ে উত্তপ্ত রাখবে নেপালের রাজনীতিকে। ৫ মার্চ সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। নেপালের বহু অঞ্চলে কঠিন ভৌগোলিক পরিস্থিতি থাকায় নির্বাচন কমিশন আগেভাগে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তুষারপাতপ্রবণ, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে দ্রুত ভোটকেন্দ্র স্থাপন, পরিবহন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আলাদা পরিকল্পনাও তৈরি হচ্ছে। ওলি সরকারের পতনের পর নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ধীরেধীরে স্থিরতা ফিরে পাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুশীলা কার্কীর নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি এবং স্পষ্ট অবস্থান নেপালের জনগণকে নতুন আস্থার জায়গা দিয়েছে। এবার সামনে আসছে সেই পরীক্ষা-৫ মার্চের সাধারণ নির্বাচন নেপালকে স্থিতিশীল গণতন্ত্রের পথে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একদিকে তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ, অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলির পুনর্গঠন-এই দুইয়ের মাঝখানে নেপাল এখন নতুন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণায় সেই পথচলার আনুষ্ঠানিক শুরু হয়ে গেল।

রাজস্ব ক্ষতি রোধ করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের

গোরখপুর, ১৯ নভেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন তার রেল যাত্রীদের সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক ভ্রমণ সুবিধা প্রদান এবং রেলওয়ের রাজস্ব ক্ষতি রোধ করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকরের নির্দেশে, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়ালের নেতৃত্বে বাণিজ্যিক কর্মকর্তাদের একটি দল ১ থেকে ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত গোরখপুর থেকে সিওয়ান, গোরখপুর থেকে মানকাপুর এবং গোন্ডা, গোরখপুর থেকে বেলথরা রোড এবং বারাণসী সেকশনে একটি বিশেষ টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালনা করে। অননুমোদিত যাত্রীটিকিটবিহীন যাত্রী, প্যান্ট্রি কার এবং অন-বোর্ড কর্মীদের আইডি পরীক্ষা করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, টিকিটবিহীন অনিয়মিত বুকবিহীন লাগেজের মোট ৭৯১টি ঘটনা সনাক্ত করা হয়েছে, যার ফলে রেলের ৫,৪৯,৭৭৫ (পাঁচ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশ পঁচাত্তর টাকা) রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

চলুন বেড়িয়ে আসি

শীতের কলকাতার অদেখা রূপ দেখাতে পরিবহণ দপ্তরের ‘কলকাতা দর্শন’-দুটি বিশেষ প্যাকেজে শহর ঘুরবে নতুন চোখে

কলকাতা শহরকে নতুন করে চিনিয়ে দিতে পরিবহণ দপ্তরের একটি অভিনব উদ্যোগ শীতের শুরুতেই নজর কাাতে চলেছে। ডিসেম্বরের গোাাতেই শুরু হচ্ছে ' দর্শন'-যেখানে শহর ও শহরতলির উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে এসি ভলভো বাসে। সঙ্গে থাকবেন পেশাদার গাইড, যিনি শহরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অজানা কাহিনি পর্যটকদের সামনে তুলে ধরবেন।ঙ্পুরনো সিনেমার জনপ্রিয় গান কলকাতা, তুমিও হেঁটে দেখো কলকাতা! যেন এবার বাস্তবে রূপ পাচ্ছে। শহরের অলিতে-গলিতে লুকিয়ে থাকা ইতিহাসকে সাধারণ মানুষের সামনে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। সপ্তাহান্তে এবং সরকারি ছুটির দিনে এই ট্যুর চলবে, যাতে অফিস বা ব্যস্ততার কারণে দর্শন বঞ্চিত না হন কেউই।ঙ্পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, দুটি আলাদা প্যাকেজ রাখা হয়েছে-একটি ইকোপার্ক কেঃিদ্রক এবং অন্যটি কালীঘাট কেঃিদ্রক। ইকোপার্ক প্যাকেজে দেখা যাবে ইকোপার্ক, মাদার্স ওয়াক্স

মিউজিয়াম, নিউটাউন হরিণালয়, মিষ্টিহাব, ইকো আর্বান ভিলেজ, বিশ্ববাংলা গেট, নজরুল তীর্থসহ একাধিক জনপ্রিয় পর্যটনকেঃদ্র। অন্যদিকে কালীঘাট কেঃিদ্রক ট্যুরে জায়গা পেয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, জেল মিউজিয়াম, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ইডেন গার্ডেন্স, হাওাা ফুলবাজার, হাওাা ব্রিজ, ট্রাম স্মরণিকা, প্রিন্সেপ ঘাট, নন্দনসহ বহু চিরপরিচিত জায়গা।ঙ্টিকিট মিলবে দুটি পদ্ধতিতে-একটিতে সকল দর্শনীয় স্থানে প্রবেশের টিকিট-সহ বাসভাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে, অন্যটিতে শুধুমাত্র বাসভাাা। পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বাসেই থাকবে ব্রেকফাস্ট ও রিফ্রেশমেঃ টর ব্যবস্থা। যদিও ভাাার অঙ্ক এখনও ঘোষণা হয়নি।ঙ্টিকিট কিনতে পারবেন এসপ্ল্যানেডের পরিবহণ নিগমের প্রধান টিকিট কাউঃটার থেকে, পরিবহণ দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে এবং ভবিষ্যতে ' অ্যাপ থেকেও। তবে কিছু দর্শনীয় স্থানের প্রবেশ টিকিট এখনো অনলাইনে বুক করা যায় না, সেই সমস্যার সমাধানে চলছে আলোচনা।ঙ্দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, শীত পাালেই লোকে বাইরে ঘুরতে যায়। কিন্তু কলকাতার মধ্যেও যে এক বিশেষ কলকাতা আছে, তা-কে সাধারণ মানুষ ঠিকমতো দেখতেই পান না। আমরা সেই অদেখা কলকাতাকে নতুন করে চিনিয়ে দিতে চাই। বিদেশি পর্যটকদের কথাও মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে, কারণ শীতকালেই কলকাতায় সবচেয়ে বেশি বিদেশি আসেন।ঙ্প্রতিবছর পরিবহণ দপ্তরের ' পরিক্রমা' যেমন মানুষের মন জয় করে, তেমনই এই ' কলকাতা দর্শন' উদ্যোগটিও ব্যাপক জনপ্রিয় হবে বলে আশা দপ্তরের কর্তাদের। ব্যস্ততার শহর কলকাতাকে শীতের মিঠে রোদের আলোয় আস্বাদন করতে চাইলে এই ট্যুর হতে পারে নিখুঁত সঙ্গী।

যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় হলদিয়া স্টেশনের পুনর্নির্মাণ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত উন্নয়নের জন্য ভারতীয় রেলের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। ভারতীয় রেল কেবল মানুষ পরিবহন করছে না, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি স্টেশনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্টেশনের চাহিদার উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে কাজ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ৭২টি স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি স্টেশনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্টেশনের চাহিদার উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে কাজ করা হচ্ছে। লক্ষ্য হল স্টেশনগুলিকে আরও পরিষ্কার, আরও আরামদাযক এবং ব্যবহারে সহজ করা। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া স্টেশন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পাঁশকুড়া-হলদিয়া শাখা লাইনের একটি টার্মিনাল স্টেশন। হলদিয়া একটি প্রধান শিল্প কেন্দ্র এবং বন্দর শহরও। স্টেশনটি যাত্রী ও মাল পরিবহনের জন্য কাজ করে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে এটি ব্যাপক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। খড়গপুর বিভাগের হলদিয়া স্টেশনের পুনর্নির্মাণ উন্নত যাত্রী সুবিধা প্রদান করবে। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্যও উপকারী হবে। পুনর্নির্মাণের কাজের সময় হলদিয়া স্টেশনে নিম্নলিখিত যাত্রী সুবিধাগুলি যুক্ত করা হবে। হলদিয়া স্টেশনে উন্নত সুবিধা-

স্টেশন ভবন সংস্কার, নতুন পার্কিং এলাকা, নতুন সঞ্চালন এলাকা, বুকিং কাউন্টার, অপেক্ষা কক্ষ এবং শৌচাগার সংস্কার, উন্নত প্ল্যাটফর্ম আশ্রয় এবং প্ল্যাটফর্ম পৃষ্ঠ,নতুন প্রবেশ প্রস্থান গেট, নতুন সম্মুখভাগ এবং বারান্দার সম্প্রসারণ,দিব্যাঙ্গজন সুবিধা যেমন জল বুথ, র‍্যাম্প, স্পর্শকাতর এবং ব্রেইল সাইন, বুকিং কাউন্টার, পার্কিং ইত্যাদি। স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি থিমে রঙ করা, শিশু খাওয়ানোর ঘর, সংরক্ষিত লাউঞ্জ।

NAME CHANGE

I, KISHOR BHAGAT& KISHOR (old name) S/O -LATE SULAL RAM BHAGAT residing at RABINDRA AVENUE PO-MALDA PS- ENGLISHBAZAR DIST- MALDA PIN-732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from KISHOR BHAGAT& KISHOR (old name) to KISHOR KUMAR BHAGAT (new name) and henceforth, I shall be known as KISHOR KUMAR BHAGAT (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at BERHAMPORE court dated on 20/11/2025 . KISHOR KUMAR BHAGAT (new name) & KISHOR BHAGAT &KISHOR (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,KISHOR KUMAR BHAKAT & KISHOR BHAGAT (old name) S/O -LATE SULAL RAM BHAGAT residing at RABINDRA AVENUE PO-MALDA PS- ENGLISHBAZAR DIST- MALDA PIN-732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from KISHOR KUMAR BHAKAT & KISHOR BHAGAT (old name) to KISHOR KUMAR BHAGAT (new name) and henceforth, I shall be known as KISHOR KUMAR BHAGAT (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at BERHAMPORE court dated on 20/11/2025 . KISHOR KUMAR BHAGAT (new name) & KISHOR KUMAR BHAKAT & KISHOR BHAGAT (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Shahbuddin (old name) S/O Sonamani , residing at 45H/6, Tiljala Road Po.Gobindo Khatick Road Ps.Topsia Kolkata PIN.700046, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Sahauddin (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 19/11/2025. Md Sahabuddin (new name) and Md Shahbuddin (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SOFIYER RAHAMAN & SOFIYEN RAHAMAN, (OLD NAME) S/O LATE SK ATIYAR RAHAMAN RESIDING AT DANS PARA , MAKARDAHA , HOWRAH - 711409, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAFIYAR RAHAMAN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY HOWRAH, DATED 1/11/2025 , SK SAFIYAR RAHAMAN (NEW NAME) AND SOFIYER RAHAMAN & SOFIYEN RAHAMAN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I,SK MOBARAK ALI (OLD NAME) S/O LATE SIRAJUDDIN SEKH,RESIDING AT, KABAR PARA , BANKRA , P. S - DOMJUR, HOWRAH - 711403, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MOBAROK ALI (NEW NAME) , AS DECLARED 1ST CLASS EXECUTIVE MAGISTRATE AT HOWRAH, DATED 1/11/ 2025 , SK MOBAROK ALI (NEW NAME) AND SK MOBARAK ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, MOHAMMED AKBAR MOLLA (old name) S/O- ARMAN MOLLA residing at VILL& PO- SAHEBRAMPUR P.S- JALANGI DIST- MURSHIDABAD PIN-742305 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) MOHAMMED AKBAR MOLLA to (new name) AKBAR MOLLA and I shall be henceforth be known as AKBAR MOLLA (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 19/11/2025. AKBAR MOLLA (New name)and MOHAMMED AKBAR MOLLA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,JESMINA MANDAL (old name) W/O- MOHAMMAD SAFIQUZ ZAMAN MONDAL residing at VILL& PO-BASARKHOLA P.S- KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741150 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) JESMINA MANDAL to (new name) JESMINA MONDAL and I shall be henceforth be known as JESMINA MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 19/11/2025. JESMINA MONDAL (New name)and JESMINA MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,NITA PAL &NITA PAUL (old name) W/O - KISHOR KUMAR BHAGAT residing at RABINDRA AVENUE PO-MALDA PS- ENGLISHBAZAR DIST- MALDA PIN-732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NITA PAL &NITA PAUL (old name) to NITA BHAGAT (new name) and henceforth, I shall be known as NITA BHAGAT (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at BERHAMPORE court dated on 20/11/ 2025 . NITA BHAGAT (new name) & NITA PAL & NITA PAUL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SUBODH PAL &SUBODH (old name) S/O - LATE NIBARAN CHANDRA PAUL residing at MANASKAMANA PALLY PO- JHALJHALIA PS- ENGLISHBAZAR DIST- MALDA PIN-732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SUBODH PAL & SUBODH (old name) to SUBODH KUMAR PAUL (new name) and henceforth, I shall be known as SUBODH KUMAR PAUL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at BERHAMPORE court dated on 20/11/2025 . SUBODH KUMAR PAUL (new name) & SUBODH PAL & SUBODH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MITA PAL (old name) W/O - SUBODH KUMAR PAUL residing at MANASKAMANA PALLY PO-JHALJHALIA PS- ENGLISHBAZAR DIST- MALDA PIN-732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MITA PAL (old name) to MITA PAUL (new name) and henceforth, I shall be known as MITA PAUL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at BERHAMPORE court dated on 20/11/2025 . MITA PAUL (new name) & MITA PAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kutubbddin Kaji, Sk Kutubuddin Kaji (Old Name) S/o Late Atiyar Kaji Residing at Vill - Barakankuria, P.o - Porabazar, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kutubuddin Kaji (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) Hooghly at Chinsurah, vide affidavit no 9887 Dated 15-10-2025. Kutubbddin Kaji, Sk Kutubuddin Kaji (Old Name) and Kutubuddin Kaji (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohd Alam, Mohammad Alam (Old Name) S/o Bhikari Mia Residing at 9/245, North Brook Line, Fesua Bagan, P.o - Baidyabati, P.s - Bhadreswar, District - Hooghly, Pin - 712222, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Alam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-11-2025. Mohd Alam, Mohammad Alam (Old Name) and Md Alam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prodipta Ghosh Goswami (Old Name) D/o Prodyut Kumar Goswami Residing at 15, Bhairab Mukherjee Lane, Shyambazar, P.s - Ultadanga, District - Kolkata, Pin - 700004, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Prodipta Goswami (New Name) as declared before Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah vide affidavit no 12779 Dated 18-11-2025. Prodipta Ghosh Goswami (Old Name) and Prodipta Goswami (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Srimanta Kumar Mondal, Srimanta Mondal (Old Name) S/o Mahadab Mandal Residing at Kshirishbari, Barabari South, District - East Midnapore, Pin - 721430, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Shrimanta Mandal (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 18-11-2025. Srimanta Kumar Mondal, Srimanta Mondal (Old Name) and Shrimanta Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamruddin Khann, Kamruddin Khan (Old Name) S/o Mohammad Mohiduddin Khan Residing at 24 Nanda Ghosh Road, Haora, Haora Corporation, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Kamruddin Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 23/2025 Dated 19-11-2025. Kamruddin Khann, Kamruddin Khan (Old Name) and Md Kamruddin Khan (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarbeswar Datta (Old Name) S/o Late Surendranath Datta Residing at Vill - Baranga, P.o - Depal, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721453, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sarbeshwar Datta (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-11-2025. Sarbeswar Datta (Old Name) and Sarbeshwar Datta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nandini De (Old Name) D/o Late Sudip Kumar Sarkar Residing at 6, Annada Neogi Lane, P.o - Bagbazar, P.s - Shyampukur, District - Kolkata, Pin - 700003, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Nandini Sarkar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-11-2025. Nandini De (Old Name) and Nandini Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sonam Choudhury Saraf (Old Name) W/o Rajesh Saraf Residing at Merlin Warden Lakeview Apartment, 104 Ultadanga Main Road, P.o - Ultadanga, P.s - Maniktala, District - Kolkata, Pin - 700067, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sonam Saraf (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-11-2025. Sonam Choudhury Saraf (Old Name) and Sonam Saraf (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shahina Akhter W/O- Md Abdur Rob Khan & D/O- Roushan Ali resident of Vill- Baharasole, P.O.- Selampur, P.S.- Goghat, Dist- Hooghly, Pin 712122, that my father name is wrongly written as 'MD RAWSAN ALI' in my some Academic Documents, but actual/correct Name is 'ROUSHAN ALI' has been recorded in my Aadhaar Card and PAN card, vide an affidavit before The Court of 1st Class Judicial Magistrate, Arambagh on 18/09/2025. I declare that MD Rawsan Ali and Roushan Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Biplob Kumar Sarkar (Old Name) S/O– Badal Chandra Sarkar residing at Taranagar , Bara Atagi , Kaliganj , Nadia , West Bengal 741137 do hereby declared that I have changed my name from Biplob Kumar Sarkar to Biplab Kumar Sarkar and henceforth I shall be known as Biplab Kumar Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Biplab Kumar Sarkar & Biplob Kumar Sarkar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Majeda Bibi (Old Name) W/O–Md Musha residing at Vill-Makaiya , PO-Balupur , PS-Ratua , Malda , West Bengal 732205 do hereby declared that I have changed my name from Majeda Bibi to Majeda and henceforth I shall be known as Majeda (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Majeda & Majeda Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Musah (Old Name) S/O–Arsed Ali residing at Vill-Makaiya , PO-Balupur , PS-Ratua , Malda , West Bengal 732205 do hereby declared that I have changed my name from Md Musah to Md Musha and henceforth I shall be known as Md Musha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Md Musha & Md Musah both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mukul Halsan (Old Name) S/O–Sarif Halsana residing at Vill-Bhatgachhi , PO-Ranabanda , PS-Chapra , Nadia , West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Mukul Halsan to Mukul Halsana and henceforth I shall be known as Mukul Halsana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025.My name Mukul Halsana & Mukul Halsan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I MOHAMMED AMZAD DALAL and AMZAD DALAL S/O WAJED DALAL residing at Vill-Bithari, P.O.-Bitahari, P.S.-Swarupnagar, North 24 Parganas-743286, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as AMJAD DALAL as declared before the Ld. Executive Magistrate at Basirhat North 24 Parganas vide affidavit No 5202/BC-1/25, Dated 07/11/2025. MOHAMMED AMZAD DALAL and AMZAD DALAL and AMJAD DALAL both are same and identical person.

Change of Name

I, Biren Ghosh S/o Lt Mukti Pada Ghosh residing at Andrews Palli (west) Santiniketan Bolpur (M) West Bengal PIN 731235 henceforth be Known as Biren Chandra Ghosh as declared before the Notary Public vide affidavit No 37AA474381 dated 18/11/2025 Biren Ghosh and Biren Chandra Ghosh both are same and identical person.

সামসেরগঞ্জ থেকে উদ্ধার কোটি টাকার হেরোইন, ধৃত ২

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৯ নভেম্বর ঃ বিপুল পরিমাণ বেআইনি মাদক উদ্ধারে বড়সড়ো সাফল্য পেলো মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানা এবং জঙ্গিপুর ক্রাইম সেলের অফিসাররা মঙ্গলবার গভীর রাতে সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত নতুন ডাকবাংলো মোড়ে হানা দেয়। সেখানে দু'জন অল্পবয়সী যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ তাদের আটক করে। এরপর তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় দু'কেজি হেরোইন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের নাম সোহেল রানা এবং জার্জিস ইসলাম। দু'জনেরই বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া হেরোইনের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় দেড় কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ এই হেরোইন তারা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ধৃত দুই যুবককের বিরুদ্ধে মাদক আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বহরমপুরে এনডিপিএস আদালতে পেশ করা হয়েছে।

এসডিপিও (ফারাক্কা) শেখ শামসুদ্দীন জানান, মঙ্গলবার গোপন সূত্রে সামশেরগঞ্জ থানা এবং জঙ্গিপুর ক্রাইম সেলের কাছে হেরোইন পাচারের খবর আসে। সেই খবরের উপর ভিত্তি করে সামশেরগঞ্জ থানার অফিসাররা ডাকবাংলো মোড়ে নাকা তল্লাশি চালাই। সেখানেই তাদের হাতে ধরা পড়ে সোহেল রানা এবং জার্জিস ইসলাম নামে দুই যুবক। তাদের কাছ থেকে পুলিশ দু'কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মালদা থেকে হেরোইন সংগ্রহ করেছিল এই দুই যুবক। তবে এই হেরোইন তারা কোথায় দিতে যাচ্ছিল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া হেরোইন বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের। একদা মুর্শিদাবাদ জেলায় মাদক তৈরির 'হাব' হিসেবে পরিচিত লালগোলা থানা এলাকায় পুলিশ প্রায় সমস্ত হেরোইন তৈরির গোপন আস্তানা ভেঙে দিয়েছে। পুলিশের সূত্রের খবর, লালগোলার বেশিরভাগ মাদক পাচারকারী একজন জেলে বন্দি। তাই এখন মালদা জেলাকে কেন্দ্র করে নতুন করে মাদক বিক্রির ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন কিছু পাচারকারী। প্রসঙ্গত, আগ্নেয়াস্ত্র থেকে শুরু করে জাল নোট এবং মাদক পাচার চক্রে বারংবার উঠে এসেছে মালদার বৈষ্ণবনগরের নাম। পুলিশ আধিকারিকেরা মনে করছেন, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলা বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া হওয়ার কারণে এই ধরনের অসামাজিক কাজের রাস্তা হিসেবে এই দুই জেলাকে ব্যবহার করে পাচারকারীরা। তবে পুলিশ আধিকারিকেরা দাবি করেছেন, ফারাক্কা, সুতি, সামশেরগঞ্জ সহ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ব্লকগুলিতে পুলিশ যথেষ্টই তৎপর। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় নাকা তল্লাশি চালাচ্ছেন এবং পাচারকারীদের উদ্দেশ্য বানচাল করে দিতে তারা সক্ষম।

দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ম্যালেরিয়া আলিপুরদুয়ারে, চিন্তায় স্বাস্থ্যদপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৯ নভেম্বর ঃ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ম্যালেরিয়া। আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকে মশাবাহিত রোগের উপদ্রব। এক সপ্তাহে আক্রান্তের সংখ্যা ১২ জন। কেন এতটা দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে ম্যালেরিয়া? পরিস্থিতি দেখতে এই ব্লকে আসছে স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ দল। ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলছে আলিপুরদুয়ারের তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমলাবাড়ি এলাকায়। বর্তমানে ম্যালেরিয়ার আঁতুরঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লক। যশোডাঙ্গা হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল ১২ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত চিকিৎসাধীন রয়েছেন হাসপাতালে। তারমধ্যে বেশিরভাগ চিকিসাধীন রোগীর বাড়ি আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের সিমলা বাড়ি এলাকায়। সূত্রের খবর তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমলা বাড়ি এলাকায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। চলতি মাসে শুরুর দিকে এই সিমলাবাড়ি এলাকায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হদিশ মেলে। সেই সময় এক এলাকায় আট জন আক্রান্ত ছিল। এবারে এক সপ্তাহে ১২ জন আক্রান্ত। আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্পণ কুমার বিষয়ী জানিয়েছেন, সিমলাবাড়িতে বিশেষ টিম যাবে স্বাস্থ্য দফতরের। কেন ওই এলাকায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে, তা দেখা হবে। জানা গেছে, ৭০ বছরে বৃদ্ধা থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে। প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমলা বাড়ি এলাকায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। বর্তমানে ১২ জন চিকিৎসাধীন হাসপাতালে। এরমধ্যে নয় জন মহিলা ও তিনজন পুরুষ। এমনিতেই আলিপুরদুয়ার জেলা ডেঙ্গির আঁতুড় ঘর। এর আগে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল ডেঙ্গি। মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল মানুষের। তারপর আবার ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। যা ব্যাপকভাবে চিন্তা বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের।

বহরমপুরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১৯ নভেম্বর ঃ বুধবার দিন শেষে বৈঠক সারতে মুর্শিদাবাদে পৌঁছান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। বিকেল ৪টে নাগাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছে সরাসরি চলে যান সার্কিট হাউসে। সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন সারেন তাঁরা। জেলাশাসকের কার্যালয়ে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সার্কিট হাউসের সভাকক্ষেই বৈঠকের যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়। তবে সাড়ে চারটে নাগাদ সভা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সভা শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়। জেলার প্রশাসনিক কর্তা থেকে বিভিন্ন মহকুমা শাসক ও বিডিওরা অনেক আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে এর আগে নদীয়া জেলায় যান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। তিনি জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ কৃষ্ণনগর জেলা প্রশাসনিক ভবনে এসে উপস্থিত হন। নদীয়ার জেলাশাসক- সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়।

শীত পড়তেই বিদেশি অতিথিরা হাজির!

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ এই বছর জাঁকিয়ে শীত পড়ার আগেই তাঁদের আগমন হয়েছে অতিথিদের। গ্রামবাসীদের পাহারায় নিরাপদে অতিথিরা। জলপাইগুড়িতে শীত নামলেই পরিযায়ী পাখির আনাগোনা বাড়ে। কিন্তু এই বছর নভেম্বর পড়তেই দূর দেশের অতিথিদের ডানায় জলপাইগুড়ির জলাশয়গুলির আকাশ ভরে উঠেছে। শীতের আগে এমন আগমন দেখে পাখিপ্রেমীদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের ঢেউ। ইউরোপ, ইউরেশিয়া এবং মঙ্গোলিয়া থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আসে। এই বছর চখাচখি, নর্দান টিল, নর্দার্ন ল্যাপ উইং, হ্যান হেরিয়ার, কমন মুরগন ও বালিহাঁসের দেখা মিলেছে। বহু বছর ধরে জলপাইগুড়ির জলাশয়গুলিই এই পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। জলাজমি, গাছগাছালি ও মানুষের মমত্ব, সব মিলিয়ে এলাকাগুলি যেন পরিযায়ী পাখির স্বর্গ। পাখিরা আসতেই এলাকায় মানুষের ভিড় বাড়ছে। শিশু থেকে প্রবীণ, দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখতে সবাই ছুটে যাচ্ছেন। তবে বাসিন্দারা শুধু দর্শক নন, পাখিদের রক্ষায় তাঁরা আজ পাহারাদারও বটে। এক গৃহবধূ জানালেন, আগে শিকারিরা রোজ আসত। এখন আমরা পাহারা দিই। তাই আর কেউ সাহস দেখায় না। আরেকজন জানালেন, নভেম্বর পড়লেই পাখিদের ঢল নামে। এত পাখি আসায় আমাদের গ্রাম এখন আলাদা পরিচিতি পেয়েছে। অতিথিদের রক্ষায় আমরা দিনরাত নজরদারি চালাই। পরিবেশকর্মীরাও গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মুগ্ধ। জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ রাজা রাউত জানান, প্রতি বছর চখাচখি, রুডিশেল ডাক, নর্দান টিল ও কমন টিলের মতো পাখিরা এখানে আসে। গ্রামবাসীর যত্ন-আতিথেয়তা বাড়ায় পাখির সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীতের আগেই পাখিদের আগমন পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক, বলেন তিনি। সব মিলিয়ে জলপাইগুড়িতে এখন অতিথিদের আনাগোনা মন ভাল করে দিচ্ছে।

মদ্যপ ছেলের হাতে নিহত মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৯ নভেম্বর ঃ মাকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে মদ্যপ ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার কারণে আসানসোলের কুলটিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে হত্যার কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গেছে, মৃতার নাম সুশীলা সিনহা। তাঁর বয়স ৪৫ বছর। স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার সুশীলার। বড়ছেলে কর্মসূত্রে থাকেন ভিনরাজ্যে। ছোটছেলে বিশাল সিনহা থাকত মায়ের কাছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, চায়ের দোকান চালিয়ে সংসার চালাতেন মহিলা। তবে বিশাল প্রায় মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরত। তা নিয়ে মা-ছেলের অশান্তি লেগেই থাকত। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতেও বিশাল ও সুশীলা দেবীর মধ্যে অশান্তি বাধে। অভিযোগ, মা-ছেলের বচসা চরম আকার নেয়। আচমকাই ছেলে বিশাল লোহার রড দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন মহিলা। প্রতিবেশীরা দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং থানায় জানানো হয়। রাতেই পুলিশ মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিশালকে আটক করেছে। তদন্তে পুলিশ।

২৪ নভেম্বর থেকে জেলা বইমেলা! দার্জিলিংয়ে হবে সূচনা, জমকালো আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর ঃ রাজ্যের জেলা বইমেলা শুরু হচ্ছে আগামী ২৪ নভেম্বর, চলবে ১২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। দার্জিলিংয়ে ২৪ থেকে ২৭ নভেম্বর গোর্খা রঙ্গমঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় হবে উদ্বোধনী মেলা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বইমেলা আলাদাভাবে ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর বাঘাযতীন পার্কে

অনুষ্ঠিত হবে। এ বছরের মূল ভাবনা, 'ভাষার ঐতিহ্য রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার'। প্রতিদিন দুপুর ১২.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ পর্যন্ত মেলা সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে। স্টেট গেস্ট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জানান, এ বছর ২৯ দফা নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে বইমেলা কমিটি গঠন হবে। স্টল বরাদ্দে সরকারপোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা বিবেচ্য হবে এবং মোট স্টলের ১০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও উর্দু- হিন্দি- নেপালি ভাষার প্রকাশকদের জন্য। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বিক্রেতাদের স্টল দেওয়া হবে না এবং ধর্মনিরপেক্ষতা - জাতীয়তাবাদ বিরোধী কোনও প্রকাশনা বিক্রিও নিষিদ্ধ। গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১৮,০০০ টাকা, শহরমহকুমায় ২৫,০০০ টাকা এবং জেলা গ্রন্থাগারে ন্যূনতম ৪৫,০০০ টাকার বই কেনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি রেফারেন্স ও বৃত্তি- সহায়ক বই কেনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি জেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, আলোচনা, সেমিনারসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি থাকবে। গতবছর দার্জিলিংয়ের ক্যাপিটাল হলে ৪০ জন প্রকাশকের উপস্থিতিতে প্রায় ৭০ হাজার বইপ্রেমী এসেছিলেন এবং বিক্রি হয়েছিল ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বই। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে ৪৫ জন প্রকাশকের অংশগ্রহণে প্রায় ৫০ হাজার বইপ্রেমী ভিড় করেছিলেন, সেখানে বিক্রির অঙ্ক ছিল ৮ লক্ষ টাকা। গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জানান, রাজ্যে সর্বোচ্চ বিক্রি হয়েছিল মালদায়, ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকারও বেশি। দ্বিতীয় স্থানে ছিল মুর্শিদাবাদ, প্রায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। মোট ১,৬৬৩ জন প্রকাশকের অংশগ্রহণে গতবছর রাজ্যজুড়ে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২১ লক্ষ ৫০ হাজার। অন্যদিকে সামগ্রিক বিক্রি দাঁড়িয়েছিল ১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। এই বছর লক্ষ্য রাখা হয়েছে ২৫ লক্ষ বইপ্রেমীর উপস্থিতি। রাজ্যের জেলা বইমেলা শুধু বই বিক্রির পরিসংখ্যান নয়, বরং প্রতিটি জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভাষার ঐতিহ্য ও পাঠকের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যোগসূত্রকে আরও মজবুত করে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক উদ্যাপন। গতবার দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির সন্তোষজনক সাড়া এবং রাজ্যজুড়ে বিপুল বিক্রি দেখে এই বছর আরও বড় সাফল্যের প্রত্যাশা করছে গ্রন্থাগার দফতর। ২৫ লক্ষ বইপ্রেমীর লক্ষ্যপূরণের ঘোষণা প্রমাণ করে, বই এখনও মানুষের আপন, আর বইমেলা সেই সম্পর্ককে আরও গভীর করারই একটি নিরন্তর উদ্যোগ।

টাকার লোভে ফাঁদ, টার্গেট স্কুলছাত্রীদের, স্টেশন থেকে উদ্ধার ৪ নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গে আবারও সক্রিয় নারী পাচার চক্র! শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে উদ্ধার ৪ নাবালিকা। স্কুলছাত্রীদের পাচারের ছক বানচাল। পাচারের আগেই ৪ নাবালিকাকে উদ্ধার। ৪ নাবালিকাকে ভিনরাজ্যে পাচারের ছক। পুলিশি তদন্তে এক মহিলা পাচারকারীর হদিশ। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্ধার করা হয় চার নাবালিকা পড়ুয়াকে। অভিযোগ, টাকার লোভ ও খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের অসমে পাচারের পরিকল্পনা করেছিল এক রহস্যময়ী মহিলা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরে জ্যোৎস্নাময়ী স্কুলের সামনে ওই মহিলা ঘোরাফেরা করছিল। প্রথমে জ্যোৎস্নাময়ীর তিন পড়ুয়ার সঙ্গে পরিচয় গড়ে তোলে সে। পরে সেই তিনজনের মাধ্যমেই দলে যোগ দেয় 'শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল'-এর আরও একটি মেয়ে। অভিযোগ, চারজনকে নিয়েই শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ছক কষা হয়। মঙ্গলবার তাদের ট্রেনে তোলার প্রস্তুতি চলাকালীনই সন্দেহ দানা বাঁধে এলাকায় উপস্থিত মানুষদের মনে। খবর যায় শিলিগুড়ি থানায়। দ্রুত পৌঁছে পুলিশ প্ল্যাটফর্ম থেকেই চার নাবালিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সেখানেই পুলিশের শিশুকল্যাণ দফতর ও সংশ্লিষ্ট কর্তাদের উপস্থিতিতে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। নাবালিকারা জানায়, টাকার আশ্বাসেই তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারের বক্তব্য, মানবপাচার এখন শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের এক বড় সমস্যা। শুধু উদ্ধার করলেই হবে না, গোড়া থেকে সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা আগামীদিনে আরও বেশি ক্যাম্প ও প্রচার চালাব। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনার নেপথ্যে থাকা ওই মহিলাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। তার বিরুদ্ধে মানবপাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মামলা রুজুর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পুলিশের অনুমান, তদন্তে উঠে আসতে পারে আরও বড় কোনও চক্রের যোগসূত্র।

ওড়িশায় আটক ও হেনস্থার অভিযোগ বাংলার ১০ শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ নভেম্বর ঃ আবারও ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকে রেখে হেনস্থার অভিযোগ উঠল স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের দাবি, ভারতে থাকার সমস্ত বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের 'বাংলাদেশী' তকমা দিয়ে অপমান করা হয়েছে। এমনকি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনেরও শিকার হয়েছেন তাঁরা। অভিযোগ, বাংলার মোট ১০ জন শ্রমিককে আটক করে রাখা হয়েছে- মুর্শিদাবাদের ৫ জন এবং পূর্ব মেদিনীপুরের আরও ৫ জন। একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তাঁরা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। জানা গেছে, বাংলার ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা দীর্ঘ ১০-১২ বছর ধরে ওই রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যুক্ত। ওড়িশার জাজপুর টাউন থানা এলাকায় একটি বাড়িতে তাঁরা ভাড়া থাকতেন। সোমবার রাতে পুলিশ সেখানে হানা দেয় বলে অভিযোগ। সেই সময় ওই শ্রমিকরা সারাদিনের খাটাখাটনির পর খেতে বসেছিলেন। খেতে না দিয়ে, তাঁদের থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রাতে নাকি শ্রমিকদের শুধু বিস্কুট খেতে দেওয়া হয়েছিল। থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক হেনস্থা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও পুলিশ তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পরিচয়পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিল। তবুও পরে আবার থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। বৈধ ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁদের 'বাংলাদেশী' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে এমনটাই দাবি শ্রমিকদের। এই চরম পরিস্থিতিতে তাঁরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন। ওড়িশা থেকে দ্রুত তাঁদের উদ্ধারের অনুরোধও জানানো হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং আইনি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানা গেছে। ইতিমধ্যেই আটকে থাকা শ্রমিকদের পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন- ঘরের মানুষ যেন সুস্থভাবে দ্রুত ফিরে আসে, সেই প্রার্থনাই তাঁদের।

নির্মীয়মান ফ্লাইওভার থেকে পড়ে জখম শ্রমিক, অবস্থা আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর ঃ নির্মীয়মান ফ্লাইওভার থেকে পড়ে গুরুতর আহত একজন শ্রমিক। শ্রমিকের পরিচয় জানা যায়নি। এই ঘটনায় নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে উঠছে প্রশ্ন। বুধবার সালুগাড়ার কাছে ৫১ নম্বর পিলারে কাজ করার সময় এই ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ৫১ নম্বর পিলারে কাজ করার সময় এক শ্রমিক হঠাৎ নির্মীয়মান ফ্লাইওভার থেকে পড়ে যান। শ্রমিকের পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে সহকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। শ্রমিকের অবস্থার অবনতি হয় এবং তাকে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে রেফার করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। এই বিষয়ে নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি। যা শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

কাজের প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে ভারতে, তেহট্ট সীমান্তে আটক বাংলাদেশি দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৯ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে কাজ না পাওয়ায় সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না এক দম্পতির। তখনই একটি সূত্রে খবর আসে, সীমান্ত পার হয়ে ভারতে গেলে কাজ পাওয়া যাবে। দালালের কথামতোই দম্পতিকে ভারতে আনা হয়, এমনকি গা।রি চালকের কাজও পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তিন বছরের শিশুকে সঙ্গে নিয়ে তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন। সীমান্ত পার হওয়ার এবং কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য দালালকে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, দালাল টাকা নিয়ে দম্পতিকে নদীর ধারে ফেলে পালিয়ে যায়। বিপদ বুঝে ফেরার চেষ্টা করতে নদীয়ার তেহট্টের সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে থাকেন ওই পরিবার। পরে পুলিশ তাদের আটক করে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দম্পতির নাম রমজান খান ও রুমানা খাতুন। মঙ্গলবার তাঁদের তেহট্ট ছিন্নমস্তা মন্দির এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। তেহট্ট থানায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে খবর। স্থানীয়রা রমজানের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, তাঁরা বাংলাদেশি। এরপর খবর দেওয়া হয় তেহট্ট থানায়। পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই দম্পতি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। রমজানরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি এক দালালের খপ্পরে পরে তাঁরা। ভারতে নিয়ে গিয়ে বেশি বেতনে গাড়ি চালকের কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা জানায় সেই দালাল। সংসার ভালোভাবে সামলাতে ওই কথায় রাজি হয়ে যান রমজান। এরপর ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কষ্টে ২০ হাজার টাকা সেই দালালকে দেওয়া হয়। রবিবার রাতে কোনও এক জায়গার সীমান্ত পেরিয়ে ওই দালাল তাঁদের ভারতে এনেছিল। দালালের সঙ্গেই তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন। পরে সোমবার রাতে কোনও একটি নদীর ধারে ওই পরিবারকে বসিয়ে দালাল খাবার আনার কথা বলে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। সারা রাত ওই দম্পতি সেখানে অপেক্ষা করেছিল। পরে বুঝতে পারেন, আর দালাল আসবে না। গতকাল, স্থানীয় থানায় যাওয়ার সন্ধানে রাস্তায় তাঁরা ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। পরে স্থানীয়রা সব বিষয়টি জানতে পেরে থানায় খবর দেয়। রমজান আক্ষেপ করে বলেন, দালালকে চিনি না। তবে বেকায়দায় পড়েছি। পুলিশের কাছে সব স্বীকার করে দেশে ফিরতে চাই। তাই থানার খোঁজ করছিলাম। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আপাতত ওই পরিবারকে আটক করা হয়েছে। তারা বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান। তাই বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং তাঁদের পুশব্যাক করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

এসআইআরের চূড়ান্ত কাজের চাপ, মালবাজারে আত্মঘাতী বিএলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালবাজার, ১৯ নভেম্বর ঃ এসআইআরের অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে রাজ্যে ফের বিএলও'র আত্মহত্যার অভিযোগ উঠল। এবার মালবাজারে একজন মহিলা বিএলও'র দেহ উদ্ধার হওয়ার পরই পরিবার এই অভিযোগ সামনে এনেছেন। রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর অর্থা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দেওয়া ও তা জমা নেওয়ার কাজ করছেন বিএলওরা। নিজেদের অফিসের কাজের পর যা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের জন্য। এসবের মাঝেই মালবাজারে বাড়ির উঠোন থেকে উদ্ধার হল এক মহিলা বিএলও'র ঝুলন্ত দেহ। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআরের কাজের চাপেই এই ঘটনা। জানা গেছে, মৃতার নাম শান্তিমণি এক্কা। তিনি মালবাজারের রাঙামাটি পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। সম্প্রতি এসআইআরের কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। বিএলও হওয়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিচ্ছিলেন, জমা নিচ্ছিলেন। অর্থাৎ কাজের চাপ ছিল প্রবল। এরই মাঝে বুধবার সকালে বাড়ির উঠোনে মেলে মহিলার ঝুলন্ত দেহ। দেখামাত্রই পরিবারের সদস্যরা খবর দেন থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। খবর পেয়েই মৃত বিএলও'র বাড়িতে যান অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। মৃতার পরিবারের দাবি, এসআইআরের প্রবল কাজের চাপ সামলাতে পারছিলেন না শান্তিমণি। তিনি অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিলেন এবং তা থেকেই নাকি এই চরম সিদ্ধান্তের পথ বেছে নিয়েছিলেন। রাজ্যে এসআইআরের চাপের কারণে মৃত্যুর অভিযোগ নতুন নয়-আগেও কাজের অতিভারজনিত কারণে বিএলওদের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। পাশাপাশি, দেশের বাইরে পাঠানো বা স্থানান্তরের আতঙ্কে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

উত্তরবঙ্গের রাস্তায় মেক্সিকান সূর্যমুখীর হাতছানি! চোখজুড়ানো বাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন? তাহলে আপনাকে স্বাগত জানাতে তৈরি রয়েছে যেন এক সোনালি রাজপথ। শিলিগুড়ি থেকে মাত্র প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরের রোহিণী রোডের দু'ধার জুড়ে এখন চোখজুড়ানো মেক্সিকান সূর্যমুখীর বাহার। উজ্জ্বল হলুদ পাপড়িগুলো যেন পাহাড়ের ঢালে নিজের রাজত্ব বিস্তার করে বসেছে- আর সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ পর্যটক থেকে শুরু করে শিলিগুড়িবাসীরাও। দার্জিলিং বা কার্শিয়াংমুখী গাড়ি যত এগোচ্ছে, ততই যেন এক কল্পনার ফুলসম্রাজ্যের ভেতরে প্রবেশ করছে পথিকেরা।

পাহাড়ের ধাপে ধাপে সাজানো এই হলুদ ফুলগুলো রোহিণী রোডকে এখন বানিয়ে তুলেছে উত্তরবঙ্গের নতুন পোস্টকার্ড লোকেশন। DSLR হোক, মোবাইল হোক- ক্যামেরার লেন্সে ধরা প্রতিটি ফ্রেমই হয়ে উঠছে মন মাতানো। পর্যটকের ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পথের ধারের দোকানগুলিতেও ভিড় জমছে। চা-মোমো-ম্যাগির দোকান থেকে শুরু করে ছোট ছোট ফলের স্টল- চলতি মরশুমে সবারই জমজমাট ব্যবসা। তবে এই সৌন্দর্যের মাঝেও রয়েছে একটিই আবেদন- ফুল তুলবেন না। প্রকৃতির এই উপহার শুধু চোখে দেখার, মনে রাখার। ছিঁড়ে নিলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়, ক্ষতি হয় পরিবেশেরও। দার্জিলিং থেকে কার্শিয়াং-এর যাত্রা এখন আর শুধু পাহাড়ের দিকে ওঠার রাস্তা নয়- এটা হয়ে উঠেছে এক সোনালি অভিজ্ঞতা, এক নির্জন স্বপ্নভূমি, যা মিস করা একেবারেই উচিত নয়। পাহাড়মুখী সফরে বেরোলে রোহিণী রোডের এই সূর্যমুখীর মহোৎসব একবার অন্তত দেখে নিতেই হবে- না হলে যেন সফরটাই অপূর্ণ রয়ে যাবে।

আদালত কক্ষ নং ১৪
মহান সিটি সিভিল কোর্টে
মুম্বাইয়ের মাজগাঁওয়ে তার বাণিজ্যিক বিভাগে
বাণিজ্যিক সারসংক্ষেপ মামলা নং
২০২৫ সালের ১০০৩৩৩
[সিভিল কার্যবিধি, ১৯০৮ এর XXXVII আদেশ অনুসারে]
যশ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
এর স্বত্বাধিকারী, মি. মহেন্দ্রের মাধ্যমে
কুমার জে. মালি,
বয়সঃ ৩৫ বছর পেশাঃ ব্যবসা, এর অফিসের ঠিকানা, ৮৭৮৯, মাস্টার বিল্ডিং, ১ম তলা, অফিস নং ১০, কিকা স্ট্রিট, গুলালওয়াড়ি, মুম্বাই-৪০০০৪
...বাদী
বনাম
মেসার্স গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস
এর অফিসের ঠিকানা, চক্রবর্তী নগর, উত্তরপাড়া, হাওড়া (হুগলি) পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৬
...বিবাদী
প্রতি,
মেসার্স. গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস
চক্রবর্তী নগর, উত্তরপাড়া, হাওড়া (হুগলি) পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৬-এ অফিসের ঠিকানা থাকায় যেহেতু, উপরে উল্লিখিত বাদী, ১৯০৮ সালের সিভিল প্রসিডিওর কোডের XXXVII আদেশের অধীনে আপনার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন, যা মামলার মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি নিম্নরূপ-
ক) এই মাননীয় আদালত একটি ডিক্রি জারি করে এবং বিবাদীকে ৬,৫৩,৬০৭ /- (ছয় লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শত সাত টাকা) সুদ সহ ২২,০০,১৩৬ /- টাকা (বাইশ লক্ষ একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র) প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন, যা প্রদর্শনী-এন-এ দাবির বিবরণে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাদীর কাছে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৫ শতাংশ হারে আরও সুদ সহ এবং
খ) বর্তমান মামলার শুনানি এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, এই মাননীয় আদালত বিবাদীকে এই মাননীয় আদালতে ২২,০০,১৩৬/- টাকা (বাইশ লক্ষ একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পেরে খুশি হবেন এবং সাথে ৬,৫৩,৬০৭/- টাকা (ছয় লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শত সাত টাকা মাত্র) সুদও জমা দিতে পারবেন, এবং
গ) এই মাননীয় আদালত উপরে বর্ণিত প্রার্থনার ধারা (খ) অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকার প্রদান করবে এবং
ঘ) আইনি নোটিশ জারি এবং বর্তমান মামলার জন্য বাদীকে প্রদত্ত খরচ এবং সময়ে সময়ে আরও আইনি খরচের জন্য এবং
ঙ) এই মাননীয় আদালত মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত মনে করলে অন্যান্য বা আরও আদেশ প্রদান করবে।
আপনাকে এই আদেশ জারি হওয়ার দশ দিনের মধ্যে এই আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য বা ভাকালতনামা দাখিল করার জন্য আপনাকে এতদ্বারা সমন পাঠানো হচ্ছে। এই আদেশের অভাবে বাদীর পক্ষে এই দশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যেকোনো সময় ২৮,৫৩,৭৪৩ /- (আঠাশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা) এবং আবেদনকৃত অর্থ এবং ব্যয়ের জন্য, যদি কোনও সুদ থাকে, তাহলে মাননীয় আদালতের আদেশ অনুসারে ডিক্রি পাওয়ার অধিকার থাকবে।
যদি আপনি আপনার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দেন অথবা ওয়াকালাতনামা জমা দেন, তাহলে বাদীর পক্ষ থেকে শুনানিতে রায়ের জন্য সমন জারি করা হবে, যার মাধ্যমে আপনি মাননীয় আদালতের কাছে মামলার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত অনুমতি চাইতে পারবেন।
যদি আপনি হলফনামা বা অন্য কোনও মাধ্যমে মাননীয় আদালতকে সন্তুষ্ট করেন যে মামলার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত যুক্তি রয়েছে অথবা আপনাকে মামলার পক্ষে যুক্তিসঙ্গতভাবে সমর্থন করার অনুমতি দেওয়া উচিত, তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনের অনুমতি পাওয়া যেতে পারে।
আমার স্বাক্ষর এবং এই মাননীয় আদালতের সীলমোহর সহ প্রদত্ত।
তারিখঃ২০ নভেম্বর, ২০২৫
স্বা /-
রেজিস্ট্রার,
সিটি সিভিল কোর্ট, বোম্বে
Seal
দিশা জৈন, বাদীর পক্ষে আইনজীবী
ইমেল আইডিঃ adv.jaindisha@gmail.com

Office of The Islampur Gram Panchayat Jagatballavpur Development Block
VIII + Post: Islampur, Jagatballavpur, Dist.: Howrah
: Tender Notice:
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for supply of equipments/ execution of the work(s) for 55 nos. of scheme under APAS Fund. [**NIT no: IGP/415/2025, IGP/417/2025, IGP/418/2025, IGP/420/2025, IGP/422/2025, IGP/424/2025, IGP/446/2025, IGP/447/2025, IGP/448/2025, IGP/450/2025, IGP/452/2025, IGP/453/2025, IGP/454/2025,IGP/493/2025**]. Detailed NIT & pertinent documents may be seen on e tender portal (**www.wbtenders.gov.in**)
Prodhan..
Islampur Grâm Panchayot
Islampur, Howrah

ABRIDGED TENDER NOTICE
Prodhan, Bewa-1 Gram Panchayat
Farakia, Murshidabad
invites Tender **NIT No-6/ BEWA-1 GP/2025-26 dated-17/11/2025** for **55 nos work** under APAS within Bewa-I GP. Last date of submission application is **24/11/2025 up to 01:00 PM** Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.
Sd/- Prodhan
Bewa-1 GP Farakka, Murshidabad.

Office of the
MAJU GRAM PANCHAYAT
Madhya Maju, Jagatballavpur, Howrah, Pin-711414
e-Tender Notice
Pradhan Maju Gram Panchayat, Howrah invites e-Tender vide **NIT No: Maju GP/1218/APAS/25-26, Dated-13/11/2025**. Bid Submission starting from **13.11.2025** upto slot availabe in the site. Date of opening as per slot available in the site. For more information,visit **https://www.wbtenders.gov.in** and the notice board of Maju Gram Panchayat office.
Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

কাটিহারে কুইক কোচ ওয়াটারিং য়ারেঞ্জমেন্ট সিস্টেমের ব্যবস্থা
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১৬-কিউডব্লিউএস-কেআইআর-পিএফ৮-২৫ তারিখঃ ১০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহারে- কাটিহারের নবনির্মিত প্ল্যাটফর্ম নং. ৮ এ কুইক কোচ ওয়াটারিং য়্যারেঞ্জমেন্ট সিস্টেমের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,০২,২৫,৩২৮.৮৫/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ২,০১,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১০-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING E-TENDER
NAH/1108/2025, Date: 13.11.2025
Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for total 13(Thirteen) Nos. different works at different places. Source of Fund: APAS. Bid submission closing date(online) **09.12.2025 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) **11.12.2025 at 12.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

Office of the
MAJU GRAM PANCHAYAT
Madhya Maju, Jagatballavpur, Howrah, Pin-711414
e-Tender Notice
Pradhan Maju Gram Panchayat, Howrah invites e-Tender vide **NIT No: (1) Maju GP/1144/APAS/25-26 to Maju GP/1149/APAS/25-26, (2) Maju GP/1151/APAS/25-26 to Maju GP/1169/APAS/25-26 (3) Maju GP/1175/APAS/25-26 to Maju GP/1215/APAS/25-26, Dated-12/11/2025**. Bid Submission starting from **12.11.2025** upto slot availabe in the site. Date of opening as per slot available in the site. For more information,visit **https://www.wbtenders.gov.in** and the notice board of Maju Gram Panchayat office.
Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/11/APAS/25-26
For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 7(Seven) different works. Bid submission start dt.:**18/11/2025 at 10:00 Hrs**. Bid submission closing dt.: **26/11/2025 at 10:00 p.m.** Bid Opening Date on **28/11/2025 at 10.00 AM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING E-QUOTATION
NAH/1129/2025, Date: 18.11.2025
Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for Purchasing of Water Purifier for different Schools. Source of Fund: Fund for PLC. Bid submission closing date(online) **15.12.2025 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) **17.12.2025 at 12.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

ভারতীয় ফুটবল এখন ‘সার্কাস’

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইএসএল নেই। নতুন মুখ নেই। নয়া দিশা নেই। সাফল্য নেই। নেই উদযাপনও! ভারতীয় ফুটবল আদ্যোপান্ত ‘নেই-রাজ্যের’ চোরাবালিতে খাবি খাচ্ছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু হওয়া প্রিমিয়াম ফুটবল লিগ অতল আঁধারে ডুবে। কোনও ক্লাব ফুটবলারদের ছেড়ে দিচ্ছে, তো কেউ অনুশীলন স্থগিত রেখেছে। আপাতত সবাই বছরশেষে লিওনেল মেসির ভারত-অভিযানের আফিমে বুঁদ। টিকিটের চড়া দামের কৈফিয়ত আর পালটা সমালোচনায় রণং দেহী। এ সবের অন্তরালে বাংলাদেশের হাতে পরাজয়। পাক্কা ৮ হাজার ৩৪০ দিন বাদে পড়শি দেশ বেইজ্জত করল। অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে নাগরিকত্ব নেওয়া রায়ান উইলিয়ামসকে ঘিরে যত কৌতূহল আর উদ্দীপনা জেগেছিল, সব মুহূর্তে ভ্যানিশ! ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে খালিদ জামিলের টিমের ফুটিফাটা চেহারা বে-আব্রু করলেন শেখ মোরসালিন। শুধু র‍্যাঙ্ক তালিকায় নীচে থাকা দলের হাতে কুপোকাত হওয়া কিংবা দীর্ঘ সময় বাদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হার-ই নয়, এই পরাজয় আসলে এক গভীর অসুখের চেনা সিম্পটম! যে দেশের ফুটবল একদিন নিজেদের সোনালি যুগ দেখেছে, আজ সেখানে ভবিষ্যৎ বলতে শুধু একটা শব্দই মুখে আসে-‘অন্ধকার’। সমস্যার শুরু অনেক আগে। আইএসএল যেদিন আরম্ভ হয়েছিল, সেদিন থেকেই বড় বড় ক্লাব, বড় বড় বিনিয়োগকারী, টিভি-রাইটস, ঝলমলে আলো-সব মিলিয়ে একটা কৃত্রিম আবহ তৈরি হয়। কিন্তু মাঠে কী হচ্ছিল? ভারতীয় খেলোয়াড়রা কোন জায়গায় ফুটবল শিখছিল? কোন প্রতিযোগিতায়? কার থেকে? কোন চাপের মধ্যে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেনি কেউ। কারণ খেলোয়াড়রা মাঠে নামলেও মূল দায়িত্ব ছিল বিদেশিদের হাতে-স্ট্রাইকার

বিদেশি, উইঙ্গার বিদেশি, প্লেমেকার বিদেশি, মাঝমাঠের সমস্ত অংশও বিদেশিরাই ভরিয়ে দিয়েছে। ফলে যে জিনিসটা তৈরি হওয়া উচিত ছিল-ভারতীয় ফুটবলারদের দক্ষতা, চাপ নেওয়ার ক্ষমতা, ম্যাচের ছন্দ বোঝা, কঠিন মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিপক্কতা-এসব কিছুই গড়ে ওঠেনি। শুধু আলো জ্বলেছে, ফল ধরেনি। শুধুই অর্থব্যয়, উন্নতি নেই। বাংলাদেশের কাছে হার তাই কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা সেই সমস্ত ক্ষতের একটি, যেগুলো ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণ করছিল, কিন্তু আমরা কেউই গুরুত্ব দিইনি। মাঠে গড়াগড়ি যাওয়া লং বল, তালগোল পাকানো ডিফেন্সিভ লাইন, ছন্নছাড়া মিডফিল্ড-সব মিলিয়ে ভারতীয় ফুটবল আসলে বিশাল ‘সার্কাসে’ পরিণত হচ্ছিল আমাদেরই চোখের সামনে, কিন্তু কেউ খেয়াল পর্যন্ত করিনি। বিপর্যয়ের একটা ব। কারণ-দেশজ ফুটবল সংস্কৃতির বিলুপ্তি। বাংলার লিগ ধুঁকছে, গোয়ার লিগ আগের মতো নেই, সারা দেশের জেলা-উপজেলা লিগগুলো প্রায় মরে গিয়েছে। প্রতিভা আসবে কোথা থেকে? যে দেশে জাপানের জে-লিগ থেকে অনুপ্রেরণা ধার করে জাতীয় লিগ তৈরি হয়েছিল, সেই দেশ আজ নিজের লিগই ধরে রাখতে পারছে না। অন্যদিকে জাপান তৈরি করেছে যুবব্যবস্থা, স্কাউটিং, ঘরোয়া টুর্নামেন্ট-সবকিছু এক সুসম্পন্ন চক্রে। ভারতের চাকাটা ভাঙা, টুকরো, আলগা। যার প্রমাণ বাংলাদেশের হাতে হার-যে দেশের ঘরোয়া লিগ ছোট, কিন্তু নিয়মিত। ক্লাবগুলো স্থিতিশীল। খেলোয়াড়দের দায়িত্ব আছে। আমাদের? বিদেশিদের কাঁধে ভর করে ম্যাচ জিততে চাই, কিন্তু বাজারে দামের দৌড়ে খেলোয়াড়েরা হারাচ্ছে খিদে। চিন্তার আরেকটা দিক-খেলোয়াড়ের প্রাকটিস কতটা হয়? আইএসএলে অনেক সময় ম্যাচ সপ্তাহে একবার। দেশজ লিগ নেই। বড় মাপের টুর্নামেন্ট নেই। কঠিন প্রতিযোগিতা নেই। ফলে খেলোয়াড়েরা ম্যাচ-ফিট হয় না, ম্যাচ-টাফ হয় না। তার উপর প্রতি তিন মাসে কোচ বদল। নতুন জমানা মানে নতুন পরিকল্পনা। নতুন পরিকল্পনা মানে আবার শূন্য থেকে শুরু। আর আবার শুরু মানেই পিছিয়ে যাওয়া। ধ্বসের মধ্যে খানিক আলো শুধু কেরলে। কেরল সুপার লিগ দেখাচ্ছে কীভাবে রাজ্যস্তরেও ভরা গ্যালারি ফিরতে পারে। লাখ লাখ মানুষ মাঠে আসছে, খেলোয়াড়েরা মরিয়া, প্রতিটি দলের সঙ্গে জেলার আবেগ জুড়ে গিয়েছে। এই জায়গাটা ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ হবে, যদি বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যও নিজের সুপার লিগ চালু করতে পারে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা এখানেই-একটা লিগ খেললেই কি জাতীয় দল উন্নতি করবে? জবাব-না। জাপান-কোরিয়া-ইরান-সৌদি-তারা সবাই এগিয়ে গিয়েছে। কারণ তাদের সামনে একটা স্পষ্ট পথ ছিল। ধৈর্য ছিল। কাঠামো ছিল। ভারতের সেই রোডম্যাপ উধাও। বাংলাদেশের কাছে হারের পর টিম-ম্যানেজমেন্ট মুখ লুকোনোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সত্যিটা কাল রাতের পারফরম্যান্সে মাঠেই লেখা-ভারত শুধু ম্যাচে হারেনি, হারিয়েছে কয়েক দশকের অর্জন ও আত্মবিশ্বাস।

সৌদি যুবরাজের সঙ্গে ট্রাম্পের ডিনার টেবিলে রোনাল্ডো

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১৯ নভেম্বরঃ হোয়াইট হাউসে বিরল সন্ধ্যা। এক টেবিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন, ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, টেসলার এলন মাস্ক-সহ বিশ্বের একাধিক শীর্ষ কর্তা। মঙ্গলবারের এই ব্ল্যাক-টাই ডিনারের অন্যতম আকর্ষণ যেমন অতিথিরা, তেমনই নজর কেড়েছে মেনু কার্ড। কী, কী সার্ভ করা হল? অনুষ্ঠানের পাট চুকিয়ে যেতে এবার তা-ই সামনে এল। পরিবেশনের শুরুটা হয়েছিল ধোঁয়া-ওঠা ‘হানিনাট স্কোয়্যাশ স্যুপ’দিয়ে-ক্র্যানবেরি রেলিশ, স্পাইসড হ্যাজেলনাট আর ব্রাউন-বাটার ক্রিমে ভরপুর এই স্যুপে উষ্ণ অভ্যর্থনা আর আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট! মূল পদে পরিবেশন করা হয় পেস্তাবাদাম-ক্রাস্টেড র‍্যাক অফ ল্যাম্ব। তার সঙ্গে মিষ্টি আলুর পুরে, ব্রকোলি রাবে আর টক-মিষ্টি পোমেগ্রানেট-লেমন জুস। অতিথিদের প্লেটে সাজানো এই ডিশই সন্ধ্যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ডেজার্টে ছিল কুভার্চার চকলেট মুস পেয়ার আর ভ্যানিলা আইসক্রিম-যা রাজকীয় ভোজের পূর্ণতা এনে দেয়। পদের পাশাপাশি অতিথি তালিকাও নজরকাড়া। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাশে ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। রোনাল্ডো এসেছিলেন স্ত্রী জর্জিনা রদ্রিগেজকে সঙ্গে নিয়ে। দেখা যায় গলফ তারকা ব্রাইসন ডি-শ্যাম্বো, অ্যাপল সিইও টিম কুক, এনভিডিয়া প্রধান জেনসেন হুয়াং, টেসলা কর্তা এলন মাস্ক-সহ মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারী এবং সৌদি প্রতিনিধির অনেককেই। ডিনারের আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রোনাল্ডোকে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেন ট্রাম্প। জানান, তাঁর ছেলে ব্যারন পর্তুগিজ তারকার বড় ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নাকি ছেলের চোখে বাবার ‘কদর’ অনেকটাই বেড়েছে! রোনাল্ডো ২০২২ সাল থেকে সৌদি ক্লাব আল-নাসরের ‘মুখ’, বর্তমানে বছরে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে খেলছেন। গতকাল ছিল সিআরসেভেনের বিরল আমেরিকা সফর। ২০১৪ সালের পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখেননি। আগামী বছর রেকর্ড ছয় নম্বর বিশ্বকাপে খেলতে নামবেন। যদিও সাম্প্রতিক লাল কার্ডের কারণে পর্তুগালের প্রথম ম্যাচে তাঁকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে। পাশাপাশি ডিনারে নজর কাড়েন এলন মাস্কও। বছরের শুরুতে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর তিক্ত সংঘাত নিয়ে শোরগোল ওঠে, কিন্তু মঙ্গলবারের উপস্থিতি দুই পক্ষের মধ্যে নতুন করে সম্পর্ক মেরামতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। মাস্ক ট্রাম্প প্রশাসনের গোড়ার দিকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলালেও পরে অর্থনীতি ও নীতিগত মন্তব্যে দুজনের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। সৌদি যুবরাজের কাছেও এই সফর গুরুত্বপূর্ণ।

গোকুলামের হয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করছেন কোমল

কোচি, ১৯ নভেম্বরঃ বহু পরিকল্পনা নিয়ে এবারের দল গঠনের কাজ শুরু করেছিল গোকুলাম কেরালা এফসি। আক্রমণভাগের পাশাপাশি দলের রক্ষণভাগকে ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। বলাবাহুল্য, গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারের নাম। সেইমতো থোকচোম মালেমঙ্গাম্বা সিং থেকে শুরু করে গুরসিমরত গিল, জাংজিগান কুকিদের কথা উঠে এসেছিল ব্যাপকভাবে। পরবর্তীতে তাঁদের যোগদানের কথা জানিয়ে দেয় দুইবারের আইলিগ জয়ীরা। তাঁদের নিয়ে এবার নতুন করে সাফল্য পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে সমর্থকরা। এবারের আইএফএ শিল্ডে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স না থাকলেও সেই হতাশা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণের আইলিগ জয়ীরা। তাই মাতিয়াস হার্নান্দেজের মতো দাপুটে স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাকের পাশাপাশি এডুয়ার্ডো মার্টিনেজ ও কার্লোস রিকোর মতো ফুটবলারদের ও যুক্ত করা হয়েছে দলের সঙ্গে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। এবার এক ভারতীয় ফুটবলারের আগমনের কথা জানিয়ে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। তিনি কোমল থাটাল। কিছু সময় আগেই নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর যোগদানের কথা জানিয়ে দিয়েছে গোকুলাম। উল্লেখ্য, একটা সময় এআইএফএফ এর এলিট অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছিলেন এই ফুটবলার। পরবর্তীতে এটিকে ও এটিকে মোহনবাগানের হয়ে ও খেলেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে তাঁকে দলে টেনে নিয়েছিল জামশেদপুর এফসি। বছর দুয়েক সেই দলের হয়ে খেলার পর গত সিজনে যোগ দিয়েছিলেন ওয়েন কোয়েলের চেন্নাইয়িন এফসিতে। তবে চলতি বছরের মে মাসেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল এই ফুটবল দলের। মনে করা হচ্ছিল যে এবার হয়তো অন্য কোনও আইএসএল দলে যোগদান করবেন ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের এই প্রাক্তন ফুটবলার। শেষ পর্যন্ত চমক দেয় আইলিগের এই ফুটবল দল। নিজেকে এই ফুটবল দলে আদৌও কতটা মেলে ধরতে পারেন এখন সেদিকেই নজর থাকবে দক্ষিণের ফুটবলপ্রেমীদের।

ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপে দেড় লাখ মানুষের দেশ কুরাসাও

সংবাদ সংস্থা, কিংগস্টন, ১৯ নভেম্বরঃ ইকনক্যাকাফ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘বি’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্ব আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে দেশটি। বাছাইয়ের শেষ দিনে জামাইকার বিপক্ষে স্রেফ একটি পয়েন্ট প্রয়োজন ছিল তাদের। ভারতীয় সময় বুধবার সকালের ম্যাচটিতে গোলশূন্য ড্র করে সেই পয়েন্ট আদায় করে নেয় তারা। গত জানুয়ারিতে কুরাসাওয়ের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের তথ্য অনুযায়ী, ৪৪৪ বর্গকিলোমিটার দেশটির জনসংখ্যা ১ লাখ ৫৬ হাজার। বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ এটিই। রেকর্ডটি আগে ছিল আইসল্যান্ডের। ২০১৮ বিশ্বকাপে খেলেছিল সাড়ে তিন লাখ জনসংখ্যার দেশটি। নেদারল্যান্ডস রাজ্যের সাংবিধানিক দেশ কুরাসাও। মূল কুরাসাও দ্বীপ ও জনবসতিহীন ‘লিটল কুরাসাও’ দ্বীপ নিয়ে দেশটি গঠিত। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন তারা আছে ৮২ নম্বরে। অপরাজিত থেকে বাছাই শেষ করল তারা। ছয় ম্যাচের তিনটিতে জয় আর তিনটি ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ১২। আগে বিশ্বকাপ খেলা জামাইকা ও ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাগোকে পেছনে ফেলেছে তারা, গ্রুপের অন্য দল বারমুডাকে হারিয়েছে ৭-০ গোলে। দলটির কোচ ডিক আডভোকাট, বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় কোচদের একজন তিনি। ৪৫ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে নিজ দেশ নেদারল্যান্ডসতে তিন দফায় কোচিং করানোসহ বেলজিয়াম, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াসহ অনেক দলকে কোচিং করিয়েছেন তিনি। ৭৮ বছর বয়সী কোচ অবশ্য জ্যামাইকার বিপক্ষে এই ম্যাচটিতে থাকতে পারেননি ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু তার দল কাজটুকু শেষ করেছে ঠিকই। কুরাসাওয়ের সঙ্গে এ দিন এই অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে হাইতি ও পানামাও। ‘সি’ গ্রুপে নিকারাগুয়াকে হারিয়ে ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে ঠাঁই পেয়েছে হাইতি। আগে একবারই বিশ্বকাপ খেলেছে তারা, ১৯৭৪ আসরে। হাইতির বিশ্বকাপে খেলতে পারাও দারুণ চমকপ্রদ। সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলগুলির সংঘর্ষে দেশটিতে প্রায় যুদ্ধাবস্থা চলছে, ১৩ লাখ মানুষ হয়েছের ঘরছাড়া, দেশে চলছে দুর্ভিক্ষ। নিজেদের দেশে ম্যাচ খেলার পরিস্থিতি নেই তাদের, ঘরের মাঠের ম্যাচগুলি তারা খেলছে কুরাসাওয়ে। তাদের কোচ সেবাস্তিয়াঁ মিনিয়ে দেড় বছর আগে নিয়োগ পেলেও এখনও সেই দেশেই যেতে পারেননি নিরাপত্তার ঝুঁকিতে। সেই দেশই সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে হন্ডুরাস ও কোস্টা রিকাকে ছাপিয়ে বিশ্বকাপের ঠিকানা পেয়ে গেছে। শেষ রাউন্ডের আগে গোল ব্যবধানে হন্ডুরাসের চেয়ে পিছিয়ে থেকে দুইয়ে ছিল হাইতি। কিন্তু শেষ দিনে নিকারাগুয়াকে হারায় তারা ২-০ গোলে, হন্ডুরাস গোলশূন্য ড্র করেছে কোস্টা রিকার সঙ্গে। শেষ রাউন্ডের আগে গোল ব্যবধানে সুরিনামের চেয়ে পিছিয়ে থেকে দুইয়ে ছিল পানামাও। শেষ রাউন্ডে তারা এল সালভাদরকে হারায় ৩-০ গোলে। অন্য ম্যাচে গুয়াতেমালার কাছে ৩-১ গোলে হেরে যায় সুরিনাম। পানামা আগে একবারই বিশ্বকাপ খেলেছে ২০১৮ আসরে। সরাসরি বিশ্বকাপে যেতে না পারলেও জামাইকা ও সুরিনামের আশা শেষ হয়ে যায়নি। আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছে দেশ দুটি। এই দুই দলকে নিয়ে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফের ছয় দলও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অন্য চার দল বলিভিয়া, কঙ্গো, ইরাক ও নিউ কালেডোনিয়া। আগামী মার্চে এই প্লে-অফ থেকে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে দুটি দল।

ডেনমার্ককে হারিয়ে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, গ্লাসগো, ১৯ নভেম্বরঃ ঘরের মাঠ হ্যাম্পডেন পার্কে মঙ্গলবার রাতে বাছাইপর্বের শেষ রাউন্ডে ডেনমার্কের বিপক্ষে স্কটল্যান্ড জিতেছে ৪-২ গোলে। ১৯৯৮ আসরের পর আগামী বছর আবার বিশ্বকাপে দেখা যাবে স্কটল্যান্ডকে। ডেনমার্ককে খেলতে হবে প্লে-অফে। ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের চূড়ায় থেকে এই ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ডেনমার্ক। ড্র করতে পারলেই সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিত তারা। অনেকটা সময় একজন কম নিয়ে খেলে, লক্ষ্য পূরণের খুব কাছে গিয়েও পারল না ডেনিশরা। ৬ ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা স্কটল্যান্ড। তিন জয় ও দুই ড্রয়ে ডেনমার্কের ১১ পয়েন্ট। বিদায় নিয়েছে গ্রিস (৭ পয়েন্ট) ও বেলারুশ (২ পয়েন্ট)। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে বক্সে বাইসাইকেল কিকে স্কট ম্যাকটমিনের চোখধাঁধানো গোলে এগিয়ে যায় স্কটল্যান্ড। প্রথমার্ধে গোলের জন্য ওই একটি শটই শুধু নিতে পারে তারা। এই সময়ে ডেনমার্ক ১০টি শট নিলেও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি একটিও। প্রথমার্ধে বেশ কিছু সুযোগ হাতছাড়া করা গাসমুস হয়লুন ৫৭তম মিনিটে সফল স্পট কিকে সমতায় ফেরান ডেনমার্ককে। প্রতিপক্ষের গুস্তাভ ইসাকসেনকে স্কটল্যান্ডের অ্যান্ডি রবার্টসন ফাউল করায় পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। তিন মিনিট পরই বড় ধাক্কা খায় ডেনমার্ক। জন ম্যাকগিনকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার রাসমুস ক্রিস্তেনসেন। ৭৮তম মিনিটে লরেন্সের গোলে আবার এগিয়ে যায় স্কটল্যান্ড। ৮১তম মিনিটে ডেনমার্ক দ্বিতীয়বার সমতা ফেরায় পাত্রিক দোরগুর গোলে। নাটকীয়তার তখনও ঢের বাকি। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে স্কটল্যান্ডকে আবার এগিয়ে নেন কিয়েরান টিয়েরনি। আর অষ্টম মিনিটে মাঝমাঠ থেকে উঁচু করে শটে দর্শনীয় গোলে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন কেনি ম্যাকলিন। এগিয়ে থাকা গোলরক্ষক বলের নাগাল পাননি। অন্যদিকে এদিন গ্রুপ সেরা

হয়ে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকেট পেয়েছে আরও চারটি দল- স্পেন, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ড। তুরস্কের সঙ্গে ২-২ ড্র করে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপের সেরা হয়ে লক্ষ্য পূরণ করেছে স্পেন। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হওয়া তুরস্ক খেলবে প্লে-অফে। এবারের বাছাইয়ে আগের পাঁচ ম্যাচে জাল অক্ষত রাখা স্পেন এই প্রথম গোল হজম করল। লিখটেনস্টাইনকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে, ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘জে’ গ্রুপের সেরা হয়েছে বেলজিয়াম। নর্থ মেসিডোনিয়াকে ৭-১ গোলে হারিয়ে এই গ্রুপের রানার্সআপ ওয়েলস, ১৬ পয়েন্ট। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সঙ্গে ১-১ ড্র করা অস্ট্রিয়া ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘এইচ’ গ্রুপের সেরা হয়েছে। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ বসনিয়া। কসোভোর সঙ্গে ১-১ ড্র করে, ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের সেরা হয়েছে সুইজারল্যান্ড। ১১ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ কসোভো। ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দল সরাসরি ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকেট পেয়েছে। রানার্সআপ হওয়া দলগুলো খেলবে প্লে-অফে।

আল-জাওরা ম্যাচের প্রস্তুতিতে মগ্ন এফসি গোয়া

পানাজি, ১৯ নভেম্বরঃ গতবার সুপার কাপ জয় করে সিজন শেষ করেছিল এফসি গোয়া। কলিঙ্গের বুকে তাঁরা পরাজিত করেছিল খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে। সেই সাফল্যের দরুন এবার এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছে ভারতের এই ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল সমর্থকরা। কিন্তু গ্রুপ বিভাগ সামনে আসতেই যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে এই লড়াই। ইস্তিকালোলের পাশাপাশি আল নাসেরের মতো ফুটবল দলের বিপক্ষে জয় পাওয়াটা যে খুব একটা সহজ হবে না সেটা জানা ছিল সকলের। তবুও নিজেদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য ছিল প্রত্যেকের। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একের পর এক ম্যাচে লড়াই করে ও আসেনি জয়। যারফলে চারটি ম্যাচ খেলে ও পয়েন্ট পাওয়া সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। এমনকি গত দুইটি ম্যাচে সৌদি আরবের শক্তিশালী ফুটবল দল আল নাসেরের বিপক্ষে জয় পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও তা কার্যকরী হয়নি। যরফলে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া আর সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। তবে বাকি ম্যাচ গুলিতে ভালো পারফরম্যান্স করে এবারের মত এই টুর্নামেন্ট শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে মানালো মার্কেজের ছেলেদের। হাতে রয়েছে কয়েকটি দিন। তারপরেই আগামী ২৬শে নভেম্বর ইরাকের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব আল-জাওরার বিপক্ষে খেলতে নামবে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। উল্লেখ্য, প্রথম লেগের ম্যাচে ঘরের মাঠে লড়াই করেও পরাজিত হতে হয়েছিল ইকের গ্যারেক্সোনাদের। এবার দ্বিতীয় লেগে লড়াই করতে হবে জাওরা স্টেডিয়ামে। লড়াইটা যে অনেকটাই কঠিন সেটা বলাই চলে। তবুও সীমিত শক্তি নিয়ে প্রতিপক্ষ দলকে আটকানোর চ্যালেঞ্জ মানোলোর। সেইমত বোরহা হেরেরাদের প্রস্তুত করছেন এই স্প্যানিশ কোচ। সন্দেশ ঝিঙ্গানদের মত ভারতীয় ফুটবলাররা বর্তমানে জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দেবেন সকলে।

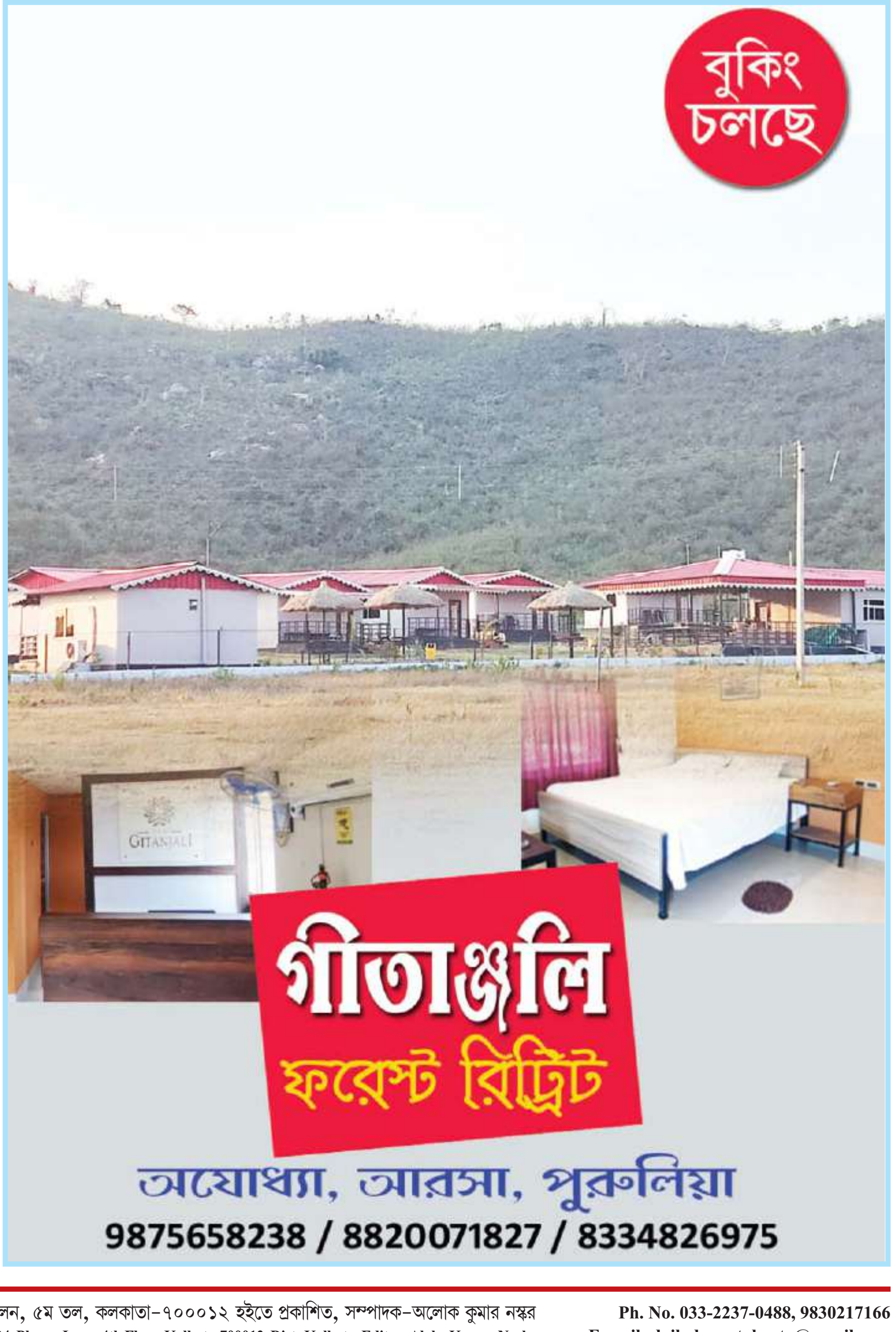

বছরের শেষটা প্রত্যাশিত হলো না ব্রাজিলের পেনাল্টি মিস করে জয় হাতছাড়া

সুন্দর ফুটবল খেলার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারল না ব্রাজিল। ম্যাচের শুরুতে বেশ ভুগতে দেখা গেল দলটিকে, গোলও হজম করে বসল তারা। সেই ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ালেও, পেনাল্টি মিস করে জিততে পারল না কার্লো আনচেলত্তির দল।

সংবাদ সংস্থা, লিল, ১৯ নভেম্বরঃ ফ্রান্সের লিলে মঙ্গলবার রাতের প্রীতি ম্যাচে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ার পর ১-১ ড্র করেছে ব্রাজিল। সেনেগালের বিপক্ষে গত শনিবার যে দাপুটে ফুটবল উপহার দেয় ব্রাজিল, সেই তুলনায় তাদের এই ম্যাচের পারফরম্যান্স মোটেও ভালো হয়নি। দলটির খেলোয়াড়দের পায়ে যেন ক্লান্তি ভর করেছিল। অগোছালো ফুটবল আর লক্ষ্যহীন শটে বারবার হতাশ করে তারা। তারপরও ব্যবধান গড়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল দলটি কিন্তু লুকাস পাকেতা স্পট কিকেও বল জালে পাঠাতে পারেননি। ম্যাচের শুরু থেকে এদিনও পজেশন রাখায় আধিপত্য করে ব্রাজিল, কিন্তু আক্রমণগুলো ধারাল হচ্ছিল না। ২৩তম মিনিটে গোলও হজম করে তারা। বাঁ দিক সতীর্থের বাড়ানো পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে, কোনাকুনি শটে গোলটি করেন হাজেম মাস্তুরি। পিছিয়ে পড়ার পর প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়ান ভিনিসিউস-রদ্রিগোরা। ৩৮তম মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রদ্রিগোর দারুণ একটি ফ্রি কিক অসাধারণ নৈপুণ্যে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান গোলরক্ষক। বিরতির আগেই অবশ্য সমতায় ফেরে আনচেলত্তির দল। তিউনিসিয়ার

ডি-বক্সে তাদের ডিফেন্ডার ব্রুনের হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টি দেন রেফারি। ৪৪তম মিনিটে স্পট কিকে গোলটি করেন দারুণ ছন্দে থাকা এস্তেভোঁ। সেনেগালের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানের জয়ে দলকে এগিয়ে নিয়েছিলেন এই তরুণ ফুটবলার। জাতীয় দলের হয়ে এই নিয়ে সবশেষ ছয় ম্যাচে পাঁচ গোল করলেন ১৮ বছর বয়সী চেলসি ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধেও অধিকাংশ সময় তিউনিসিয়ার অর্ধে খেলা হয়। যদিও ব্রাজিলের বেশিরভাগ শট রক্ষণেই আটকে যাচ্ছিল, গোলরক্ষককে সেভাবে পরীক্ষায় ফেলতে পারছিল না। এর মাঝেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও। তার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের জন্য যা হতে পারে বড় দুর্ভাবনার। ৭৬তম মিনিটে ডি-বক্সে ভিতো হকে ফাউলের শিকার হলে আবার পেনাল্টি পায় ব্রাজিল। কিন্তু উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন ওয়েস্ট হ্যামের মিডফিল্ডার লুকাস পাকেতা। ৭০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২২টি শট নিয়ে মাত্র তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে ব্রাজিল। অবশ্য যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে ভাগ্য সহায় হলে হাসিমুখে মাঠ ছাড়তে পারতো তারা কিন্তু এস্তেভোঁর শট দূরের পোস্টে লেগে বেরিয়ে যায়। গত মে মাসে আনচেলত্তি দায়িত্ব নেওয়ার পর এই নিয়ে চারটি ফিফা উইন্ডো শেষ হলো, এর কোনোটিতেই শতভাগ সাফল্য পেল না ব্রাজিল। বিশ্বকাপের আর সাত মাসের মতো বাকি। এই সময়ে এভাবে বারবার ছন্দ হারানো ও পারফরম্যান্সে এমন অধারাবাহিকতা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জন্য অনেক বড় দুশ্চিন্তার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com